ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

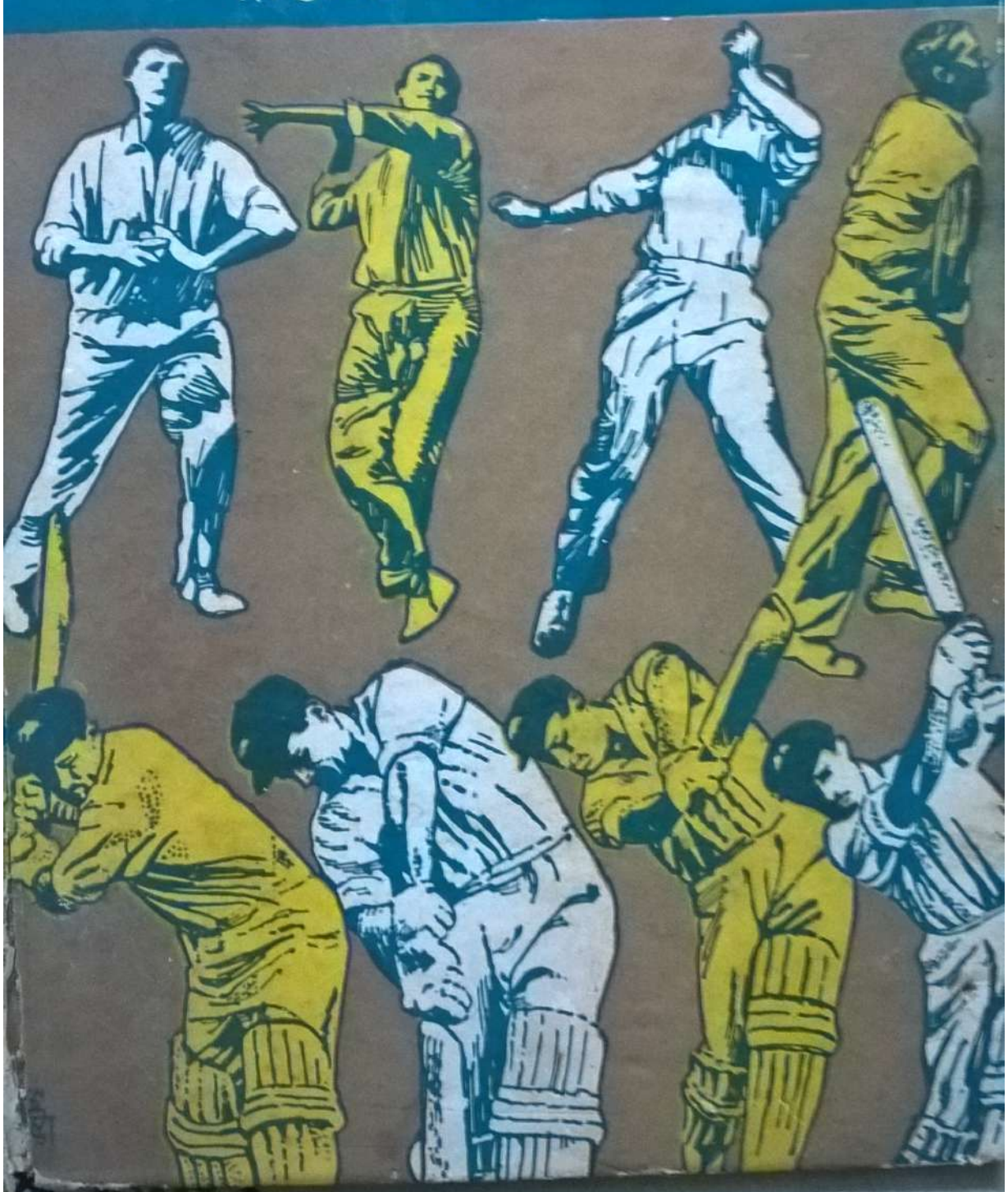

CRICKET KHELA SIKHTE HOLE

By **SHANTIPRIYA BANDYOPADHYAY**

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৮৭
চতুর্থ সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৯৭

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
সুফি

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

দাম : ১৫·০০

আমাদের ছোটবেলায় শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়ের দুটি বই আমাদের ক্রিকেট খেলা শিখতে সাহায্য করেছিল। আজকাল সেই বইদুটি আর পাওয়া যায় না। অথচ ক্রিকেট খেলা শেখার গোড়ার দিকে হাতে-কলমে শিখিয়ে দেবার মতো কেউ পাশে না থাকলে বড্ড অসুবিধে হয়। কলকাতার বাইরে, বিশেষ করে গ্রামের দিকে কাউকে চট করে পাওয়াও যায় না যিনি খেলা শিখিয়ে দিতে পারেন, মারগুলি কিম্বা বল কি ভাবে ধরতে হয় দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় ছোটরা ঠিক মতো খেলতে পারে না। তাদের সেই অসুবিধের কথা মনে করেই 'ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে' বইটি লেখায় হাত দিয়েছিলাম। বইটিতে খেলা শেখার দিকে বেশী করে নজর দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি মার এবং বল করার কথা ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। বইতে যা আছে তা রপ্ত হয়ে গেলে বাকীগুলি শিখে নিতে বেশী সময় লাগবে না। তাই এই বইটিকে ক্রিকেট খেলা শেখার অ, আ, ক, খ বলাই ভাল।

এই বইটি যদি আমাদের ছোট্ট খেলোয়াড় বন্ধুদের একটুও উপকারে আসে তাহ'লে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

২২৮/১/২, এস. কে. দেব রোড

কলকাতা-৪৮

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুনীলগাভাস্কর

শচীন তেন্ডুলকার
ও
দিলীপ বেংসরকার

গ্যারি সোবার্স

ভিভ রিচার্ডস

ব্যাটিং করার গোড়ার কথা

ক্রিকেট খেলাকে এক সময় বলা হতো রাজার খেলা। কিন্তু ক্রিকেট এখন শুধু আর রাজাদের খেলাই নয়, সত্যি কথা বলতে কি, ক্রিকেট আজ খেলার রাজা। তাই খেলার রাজার গোড়ার কথা বলতে বসলে বলতে হবে অনেক কিছু।

এই অনেক কিছুর মধ্যে সবার আগে দরকার হবে, একটা ব্যাট আর একটা বল। কথায় বলে ব্যাটে বলে ক্রিকেট। এবার ব্যাট আর বলের সঙ্গে চাই উইকেট, প্যাড, গ্লাভ্‌স্ প্রভৃতি। তবে সব থেকে বড় জিনিস যেটা চাই-ই চাই, সেটা হলো একটা মাঠ। মাঠ না হলে ক্রিকেট খেলার সব আনন্দই যে মাটি।

খেলা শুরু হলে একদল করবে ব্যাটিং আর একদল বোলিং। তারপর দু'দলের ব্যাটিংয়ের পর যে দলের রান হবে বেশী, খেলার ফলাফলে জিতবে তারাই। তাহলে ক্রিকেট খেলায় রান করাটাই

আসল। যে দল যতো বেশী রান করতে পারবে, জেতার সম্ভাবনা তাদের ততো বেশী। ফলে ক্রিকেট খেলার গোড়ার কথায় গেলে, ব্যাটস্‌ম্যানদের ব্যাটিং করার কায়দা শেখার দরকার সবার আগে।

ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হতে গেলে, প্রথমেই জানতে হবে, কি ভাবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে হয়, কি ভাবে ঐ ব্যাট দিয়ে বল পিটোতে হয়। সবই জানতে হবে, সবই শিখতে হবে। তা না হলে চটপট আউট হয়ে যাবে ব্যাটস্‌ম্যান। কারণ, প্রতিপক্ষ দলের বোলার আর ব্যাটস্‌ম্যানরা হাঁ করে আছে তাকে আউট করার জন্যে। একটু ভুল হলেই, ব্যাস— আর দেখতে হবে না। তাই ব্যাটস্‌ম্যানকে জানতে হবে সব কিছু।

সবার আগে জানতে হবে, কি ভাবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়ানোর কায়দার ওপরই ব্যাটিং করার অনেক কিছু নির্ভর করে। দাঁড়ানোর কায়দা নিখুঁত না হবার জন্যে অনেক ব্যাটস্‌ম্যানকে দেখা যায় চটপট আউট হয়ে যেতে।

ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার কায়দাকে ইংরেজীতে স্টান্স বলে। এ বিষয়ে অবশ্য নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন যে, যার যে ভাবে সুবিধে সে সেই ভাবে স্টান্স নেবে অর্থাৎ দাঁড়াবে। তাই এ বিষয়ে খুব বেশী কিছু বলা উচিত নয়। খুব সহজ, সরল ভাবে অনেকেই যে ভাবে স্টান্স নিয়ে থাকেন, সেই কায়দার কথাই এখানে বলবো।

বোলিং ক্রীজের ওপর পোঁতা থাকে উইকেটগুলো। তাই ব্যাটস্‌ম্যানকে দাঁড়াতে হবে পপিং ক্রীজের ওপর। দু'পায়ের মধ্যে দিয়ে যাবে পপিং ক্রীজটা। দু'পায়ের মধ্যে অন্ততঃ খুব কম করেও ইঞ্চি তিনেক ফাঁক রাখা উচিত। তাহলে দু'পায়ের ওপর সমান ভার পড়বে। ডান পা-টা রাখতে হবে পপিং ক্রীজের সোজাসুজি আর বাঁ পা-টা সামান্য বেঁকে গিয়ে কভারের দিকে মুখ করে থাকবে। এইভাবে দাঁড়ালে বাঁ কাঁধটা স্বভাবতঃই থাকবে বোলারের দিককার উইকেটের দিকে। আর চোখের দৃষ্টি থাকবে বোলারের দিকে। ব্যাটের ব্লেডটা ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের সমানে রাখতে হবে। আর দু'হাত

কাছাকাছি রেখে মুঠো করে ধরতে হবে ব্যাটের হ্যাণ্ডেলটা। বাঁ হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা এমন ভাবে ধরতে হবে, যেন বাঁ হাতের পিঠটা মিড অফ বা এক্সট্রা কভারের দিকে মুখ করে থাকে।

তবে ব্যাট ধরার কায়দাটা নিজস্ব হওয়াই ভালো। যেমন সুবিধে হবে, তেমনি করেই ধরা উচিত। পৃথিবীর অনেক নামকরা ব্যাটস্‌ম্যানেরই তো ব্যাট ধরার কায়দাটা নিজস্ব—বিভিন্ন রকম। তার জন্যে তাঁদের একটুও অসুবিধে হয় না। এবং সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী হাঁকান তাঁরা।

কিন্তু শুধু ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই চলবে না। শিখতে হবে বল মারার কায়দা। আর বল মারতে হলে সবার আগে জানা দরকার কি ভাবে বল মারার আগে ব্যাট তুলতে হবে। কারণ স্ট্রেট ব্যাটে অর্থাৎ সোজা ব্যাটে খেললে যেমন আউট হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তেমনি ক্রস ব্যাটে খেললে আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। অতএব সোজা ব্যাটে খেলতে

ব্যাক-লিফ্‌টের কায়দা। ব্যাটের ব্লেডটা পয়েন্টের দিকে মুখ করে আছে। পেছনের দিকে ব্যাট উঠে গেছে সোজাসুজি ঘাড়ের কাছে। ব্যাটস্‌ম্যানের চোখ বলের দিকে। মাথাও নড়বে না।

হলে ঠিকভাবে শিখতে হবে ব্যাট তোলার কায়দা। এই ব্যাট তোলার কায়দাকে ইংরেজীতে বলে 'ব্যাক-লিফ্‌ট্‌'।

ব্যাক-লিফ্‌ট্‌ করার সময় ব্যাটের ব্লেডটা থাকবে পয়েন্টের দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে পপিং ক্রীজের সোজাসুজি আর মিডল অথবা লেগ স্ট্যাম্পের দিকে মুখ করে থাকবে ব্যাটের মাথাটা। ডান হাতের কনুই তখন এমনিতেই চলে যাবে স্কোয়ার লেগের দিকে। মাথা তখন নড়বে না কিছুতেই, আর শরীর খুব হালকা রাখতে হবে। চোখ কিন্তু সব সময়ই বোলারের দিকে থাকবে।

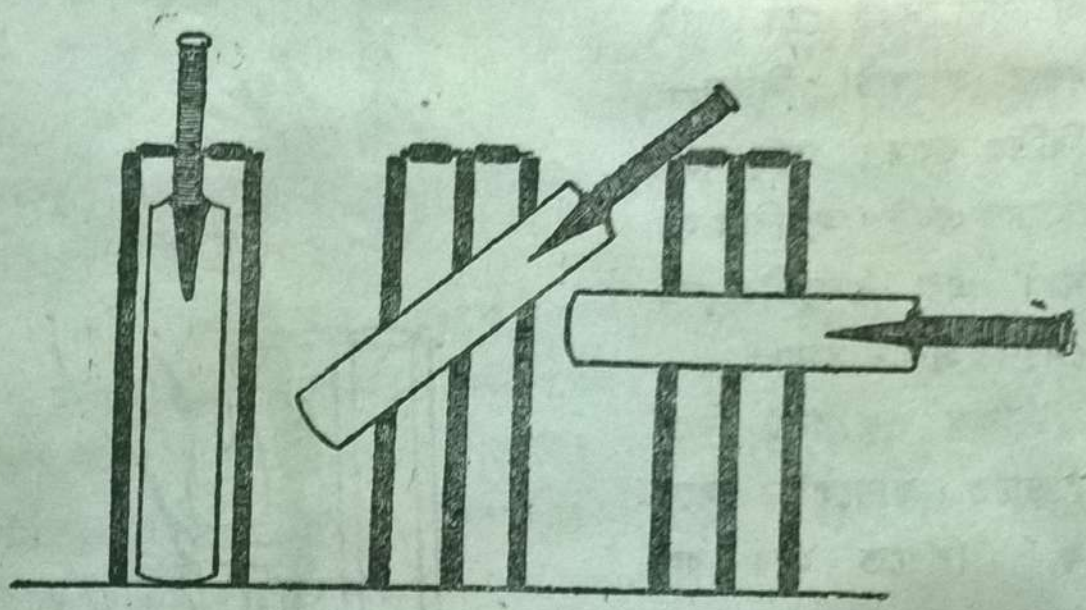

কেন স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হয়? ছবিতে দেখা যাচ্ছে, স্ট্রেট ব্যাটে খেললে উইকেট কতোটা ফাঁকা থাকে। তাই স্ট্রেট ব্যাটে খেললে বল ফস্‌কে গেলেও আউট হবার সম্ভাবনা যতোটা থাকে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী থাকে ক্রস ব্যাটে খেললে।

ব্যাট ধরে দাঁড়ানো কিংবা ব্যাক-লিফ্‌ট্‌ করার কায়দা দু'এক দিনে শেখা যাবে না,—অনেক সময় লাগবে। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হবে —কিছুতেই যেন ঠিক হতে চাইবে না। কিন্তু কয়েকদিন চেষ্টা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এ কায়দা জানা থাকলে ব্যাটস্‌ম্যান এমনিতেই সোজা ব্যাটে খেলতে পারবে। খেলার সময় ব্যাট আর বেঁকে যাবে না

অর্থাৎ ক্রস হয়ে যাবে না। ফলে ব্যাটস্‌ম্যানের চট করে আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও কমে যাবে অনেকখানি।

তাই ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হতে হলে সবার আগে শিখতে হবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার অর্থাৎ স্টান্স নেবার, আর শিখতে হবে ব্যাট দিয়ে বল মারার জন্যে পেছনে তোলার অর্থাৎ ব্যাক-লিফ্‌টের কায়দা।

দাঁড়াবার ভঙ্গী

ওরা সেদিন সকালে দল বেঁধে এসে হাজির। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে। উত্তরে হাওয়ায় একটু একটু করে ঠাণ্ডার ভাব বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে তাল দিয়ে মাঠে-ময়দানে, পার্কে, গলিতে আরম্ভ হয়ে গেছে ক্রিকেট খেলা। ওরা সেদিন সকালে এসে আমায় টেনে নিয়ে গেল পাড়ার মাঠে। ক্রিকেট খেলা শেখাতে হবে। উপায় নেই। দাদা হওয়ার ঝামেলাই ঐ। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যাট হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হলো।

ইতিমধ্যে আমার চোখ তো চড়কগাছ! ইয়া বড় বড় ব্যাটে খেলছে ছোটরা। কি সাংঘাতিক কাণ্ড! চার ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা ছোটকু একটা ফুল-সাইজের ব্যাট নিয়ে খেলতে যেতেই আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "করছিস কি, করছিস কি! হাতের বারোটা বেজে যাবে যে!"

আমার কথা শুনে হাসলো ওরা। ছোটকু বললো, "দেখবে, কেমন খেলি।"

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছোটকুর হাত থেকে ব্যাটটা কেড়ে নিলাম। তারপর ওদের বললাম, "ছোটরা যদি বড় আর ভারী ব্যাটে খেলে তাহলে ওদের হাতের মাস্‌ল্‌গুলোয় খুব চাপ পড়ে, ফলে সেগুলো শক্ত হয়ে যায়, ঠিক মতো বাড়তেও পারে না, আর তার ফলে বেশী দিন খেলতে পারে না তারা।"

আমার কথা শুনে ভয়ে ভয়ে ছোটকু জিজ্ঞেস করে, "তাহলে আমাদের কি করতে হবে?"

"কি আর করবে? ছোটরা ছোট ব্যাটে আর বড়রা বড় ব্যাটে খেলবে। ব্যাট কিনতে গিয়ে ব্যাটটা পায়ের পাশে সোজা করে দাঁড় করাতে হবে। ব্যাটটা যদি, হাফ প্যাণ্টই হোক কিংবা ফুল প্যাণ্টই হোক, পকেটের নীচের মুখ অবধি হয় তাহলে সেইটাতেই খেলা উচিত। তারপর ঐ মাপের কয়েকটা ব্যাট নিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে, কোন্‌টায় খেলতে সুবিধে হচ্ছে। যে ব্যাটটা মনে হবে খুব ভারীও নয় আবার হালকাও নয়, অথচ খেলতে বেশ সুবিধে হবে মনে হচ্ছে—সেই ব্যাটটাই নেওয়া উচিত।"

আমি বলে চললাম, "কিন্তু সবার আগে জানতে হবে ব্যাট নিয়ে কি ভাবে দাঁড়াতে হয়। ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীর ওপরই নির্ভর করে ব্যাটিং করার সব কিছু। ভালো ব্যাটিং করতে হলে, কিংবা ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে নাম করতে হলে, ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী নিখুঁত

করতে হবে। যে ভাবে আগে বলেছি সেই ভাবেই দাঁড়াবে।

দু' হাত দিয়ে ব্যাটটা ধরার বিষয়ে একটা কথা বলে রাখি যেভাবে আমরা বললাম ঠিক সেইভাবেই যে ব্যাটটা ধরতে হবে, এমন কোন কথা নেই। যেভাবে ব্যাট ধরলে যার যতো সুবিধে হবে, সে সেভাবেই ব্যাট ধরবে।

ক্রিকেট খেলা দেখতে গেলেই দেখা যায় যে, নতুন ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট করতে এসেই উইকেটের সামনে ব্যাট রেখে আম্পায়ারের কাছে কি যেন জিজ্ঞেস করে নিয়ে পপিং ক্রীজের ওপর একটা দাগ কেটে নেয়। একে বলে গার্ড নেওয়া কিংবা ব্লক নেওয়া। গার্ড নেওয়া আর কিছুই নয়, উইকেটের তিনটে স্টাম্পের সোজাসুজি দাগ কেটে নেওয়া। এই দাগের ওপর ব্যাট রেখে ব্যাটস্‌ম্যান দাঁড়ায়। ফলে বল কোন্ স্টাম্প বরাবর আসছে বা উইকেটের বাইরে আসছে কি না তা সে বুঝতে পারে। অনেক ব্যাটস্‌ম্যান লেগ স্টাম্প গার্ড নেয়, কেউ বা নেয় আবার মিডল স্টাম্প। তবে আমার মনে হয়, লেগ স্টাম্পে গার্ড নিলে সব কিছু দেখে খেলার সুবিধে হয় সব থেকে বেশী।

এর পরেই আসে ব্যাট তোলার কায়দার কথা। ব্যাট পেছনে তোলা অর্থাৎ ব্যাক-লিফ্‌টই হলো ব্যাটস্‌ম্যানের সব থেকে দরকারী বিষয়। ব্যাক-লিফ্‌টে একটু এদিক-ওদিক হলেই ব্যাটস্‌ম্যান আউট হয়ে যাবে। তা ছাড়া ব্যাক-লিফ্‌ট যদি ঠিক মতো না করা যায়, তাহলে বল মোটেই জোরে মারা যাবে না। ব্যাক-লিফ্‌ট নির্ভুল করতে হলে কয়েক দিন ধরে অনুশীলন করতে হবে। বোলার যখন বল ডেলিভারী করছে, তখন ব্যাটটা পেছনে তুলতে হবে। সে সময় শরীর কিন্তু একদম নড়বে না। চোখও থাকবে বোলারের ওপর। ব্যাক-লিফ্‌টে ব্যাটের মাথাটা মিডল কিম্বা লেগ স্টাম্পমুখো হবে, ব্যাটের ব্লেড থাকবে পয়েন্টের দিকে আর ব্যাটস্‌ম্যানের ডান হাতের কনুইটা থাকবে স্কোয়ার লেগের দিকে মুখ করে—ঠিক পাশের ছবির মতো।

মোটামুটিভাবে এই তিনটি বিষয় রপ্ত হয়ে গেলে, ব্যাটস্‌ম্যান বেশ ভালো ভাবে ব্যাটিং করতে পারবে। তবে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে ব্যাটটা সব সময় স্ট্রেট্

থাকে। স্ট্রেট্ ব্যাটে খেলার সুবিধে অনেক। ক্রস ব্যাটে খেললে আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা পদে পদে। কেন স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হয় তাতো আগেই ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বল

ভাল ব্যাটস্‌ম্যান হতে হলে কিংবা মোটামুটি ধরনের ব্যাটিং করতে হলে সবার আগে যে সব বিষয়গুলি জানতে হবে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। তার ফলে আমরা এখন আগেই জেনেছি, কোন্ ব্যাট কার পক্ষে ভাল, কি ভাবে ব্যাট ধরতে হয়, কিংবা কি ভাবে ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে হয়। তা ছাড়াও জানি, ব্যাক-লিফ্‌ট অর্থাৎ ব্যাট পেছনে তোলার কায়দাগুলো।

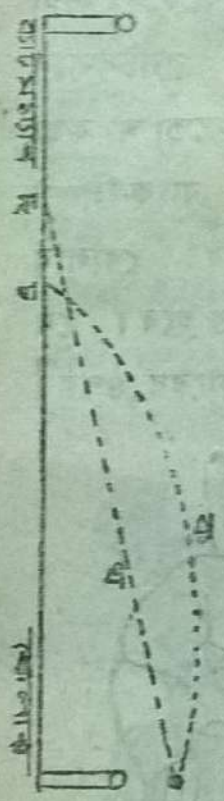

এই ক'টি জিনিসই হলো ব্যাটিং করতে শেখার প্রাথমিক বিষয়। এর পরই আমাদের জানতে হবে, আত্মরক্ষামূলক (ডিফেন্‌সিভ) খেলার কায়দাগুলো আর শিখতে হবে রান তোলার জন্যে বিভিন্ন মারের ধরনগুলো। কিন্তু তার আগে আমাদের বিভিন্ন বল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। কারণ কোন্ বলে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে হয় আর কোন্ বলে মেরে খেলতে হয়, তাই যদি আমরা না জানি, তাহলে খেলবো কি করে?

তাই ব্যাট ধরতে শেখা, কিংবা ব্যাট নিয়ে দাঁড়াতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বলের কথাও আমাদের জানা দরকার।

কোন্‌টা কি ধরনের বল, কোন্ বলটার কি নাম, তা পুরোপুরি ভাবে নির্ভর করে বোলার বল করার পর বলটা

কোথায় পিচ খায় তার ওপর। ক্রিকেট মাঠে বাইশ গজ লম্বা পিচের দু' প্রান্তে তিনটে স্টাম্প আর দুটি বেলের দুটি উইকেট পোঁতা থাকে। সেই উইকেটের একদিকে ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায় আর একদিক থেকে বোলার বল করে।

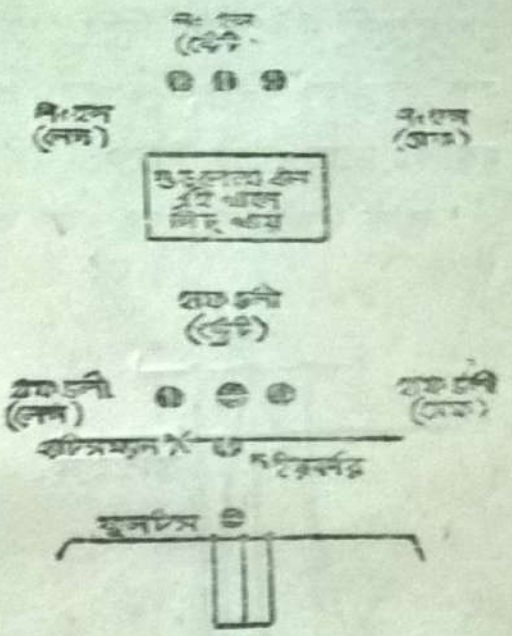

এক-একটা উইকেটে তিনটে করে স্টাম্প থাকে। উইকেটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিকের স্টাম্পটার নাম অফ স্টাম্প মধ্যেরটার নাম মিডল স্টাম্প আর ডান দিকেরটার নাম লেগ স্টাম্প। বোলার বল করার পর কোন বল হয়তো অফ স্টাম্প, মিডল স্টাম্প কিংবা লেগ স্টাম্পের সোজাসুজি আসে, নয়তো অফ স্টাম্প কিংবা লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যায়।

ছবিতে দেখান হয়েছে, বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর কোন্ বলটা কোথায় পিচ খায়। ছবিটা ভালভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, শর্ট পিচ বলগুলো ব্যাটস্‌ম্যানের দিককার উইকেট থেকে অনেক দূরে পিচ খায়। অনেক দূরে পিচ খায় বলে ব্যাটস্‌ম্যান এই বলগুলো দেখে শুনে মারার মতো সময় পায়। শর্ট পিচের সামনে অর্থাৎ ব্যাটস্‌ম্যানের আরো কাছাকাছি যে বলগুলো পিচ খায়, তার নাম গুড লেংথ বল। গুড লেংথ বলে ব্যাটস্‌ম্যানের খেলতে খুব অসুবিধা হয়। গুড লেংথের সামনে ব্যাটস্‌ম্যানের আরো কাছে পিচ খাওয়া বলগুলোর নাম হাফ ভলী। খুব সহজেই এক পা বাড়িয়ে এই বলগুলো মারা যায়। পপিং ক্রীজের ওপর যে বলগুলো এসে পড়ে, তার নাম ইয়র্কার আর উইকেটের গায়ে এসে পড়া বলগুলোর নাম ফুলটস।

মোটামুটিভাবে ঐ ক'টি জায়গাতেই বল পিচ খায়। সোজা বলগুলো সম্বন্ধে কোন ঝামেলা নেই। ওগুলো পিচ খাওয়ার পর সোজাসুজি উইকেটের দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হয় সেই সব বলগুলো নিয়ে, যেগুলো এদিক-ওদিক দিয়ে হঠাৎ ঘুরে কিংবা ধনুকের মতো বেঁকে উইকেটের দিকে আসে।

ফাস্ট বোলাররা বলগুলো ধনুকের মতো ঘুরিয়ে দেয় উইকেট লক্ষ্য করে অর্থাৎ সুইং করায়। এই বলগুলো বড়ই মারাত্মক। বাতাসের ওপর ভর করে এই বলগুলো উইকেটের দিকে ছুটে যায় ধনুকের মতো বেঁকে।

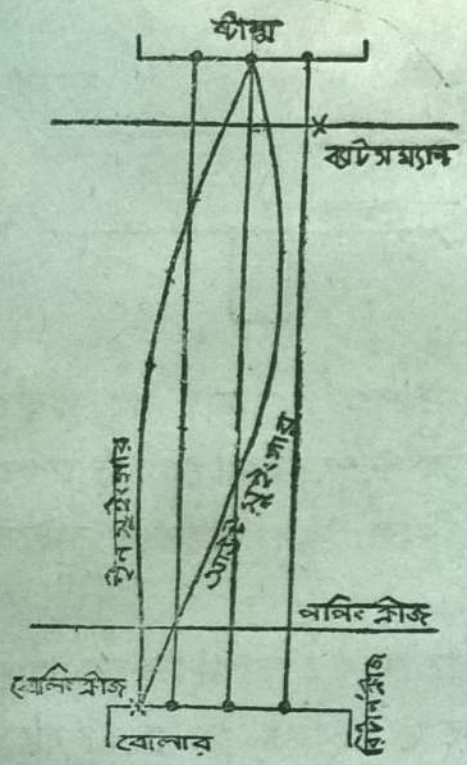

দু' নম্বর ছবিটিতে সুইঙ্গার বলগুলো কিভাবে উইকেটের দিকে যায়, তাই দেখান হয়েছে। সুইঙ্গার বল দু রকমের। যে বলগুলো অফের দিক থেকে বাঁক খেয়ে উইকেটে ঢোকে, সেগুলোর নাম ইন সুইঙ্গার, আর যেগুলো অনের অর্থাৎ লেগের দিক থেকে বাঁক খেয়ে যায়, তার নাম আউট সুইঙ্গার। যতক্ষণ বলের পালিশ অর্থাৎ চকচকে ভাবটা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফাস্ট বোলাররা বল সুইং করাতে পারে। ফাস্ট আর মিডিয়াম ফাস্ট বোলারদের সবচেয়ে বড় অস্ত্রই হলো এই সুইঙ্গার বলগুলো।

ফাস্ট বোলাররা যেমন বল সুইং করিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানকে বিপদে ফেলে, স্লো বোলাররাও তেমনি বিপদ সৃষ্টি করে বল স্পিন করিয়ে অর্থাৎ ব্রেক বল দিয়ে। প্রধানতঃ স্পিন বল দু' রকমের। অফ ব্রেক আর লেগ ব্রেক। যে বলগুলো পিচ খেয়ে ডান দিকে অর্থাৎ লেগ স্টাম্পের

দিকে ঘুরে যায়, তার নাম অফ ব্রেক বল, আর যে বলগুলো পিচ খাওয়ার পর বাঁ দিকে অর্থাৎ অফ স্টাম্পের দিকে ঘুরে যায়, তার নাম লেগ ব্রেক বল। সুইং বলগুলো অনেক সময় শূন্যেই ঘুরতে শুরু করে। ব্রেক বলগুলো কিন্তু পিচ খাওয়ার আগে ঘোরে না।

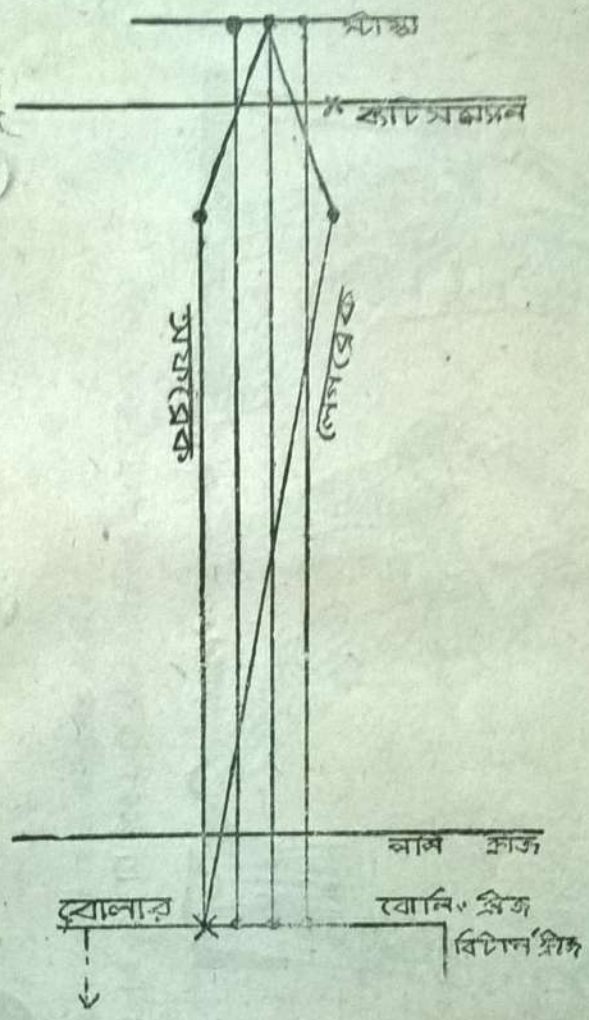

পাশের ছবিতে অফ ব্রেক আর লেগ ব্রেক বল-গুলো সাধারণতঃ কিভাবে যায়, তাই দেখানো হয়েছে। স্লো বোলারদের এই মারাত্মক অস্ত্র স্পিনবোলিং-কে রীতিমতো ভয় করে চলে ব্যাটস্‌ম্যানরা।

ভাল ব্যাটস্‌ম্যান হতে গেলে কিংবা ভালভাবে ব্যাটিং করতে হলে বিভিন্ন ধরনের বল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকার দরকার।

আত্মরক্ষামূলক খেলা

ফুটবল খেলায় যেমন আগে গোল বাঁচাও তারপর গোল করো, কুস্তিতে যেমন আগে নিজেকে রক্ষা করো তারপর প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করো—ক্রিকেট খেলাতেও তেমনি সবার আগে জানতে হবে নিজের উইকেট রক্ষা করার কায়দা। নিজের উইকেটই যদি না রক্ষা করতে

আত্মরক্ষামূলক খেলা—ব্যাটস্‌ম্যানরা কি করে পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলেন দেখ।
বাড়িতে এইভাবে ছবি দেখে অনুশীলন করো।

আত্মরক্ষামূলক খেলা—ব্যাটস্‌ম্যানরা কি করে এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলেন দেখ
বাড়িতে এইভাবে ছবি দেখে অনুশীলনী করো।

পারি, খেলতে নেমেই যদি আউট হয়ে যাই, তাহলে মেরে খেলে রান তুলবো কি করে! তাই ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হতে হলে, শিখতে হবে আত্মরক্ষার কায়দাগুলো।

ক্রিকেটের পরিভাষায় আত্মরক্ষামূলক খেলাকে বলা হয় 'ডিফেন্‌সিভ প্লে'। আত্মরক্ষামূলক খেলা আবার দু'রকমের—ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লে অর্থাৎ এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লে অর্থাৎ পিছিয়ে এসে আত্মরক্ষা করা। ধরা যাক, একটি গুড লেংথ বল (এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে) ছুটে আসছে উইকেট লক্ষ্য করে। ব্যাটস্‌ম্যান বলটা কিছুতেই মারতে পারবে না। মারতে গেলে হয় ক্যাচ তুলে ফেলবে, না হয় তো ফস্কাবে। বলটা আবার এমন জায়গায় পিচ খেয়েছে যে, পিছিয়ে খেলাও ঠিক নয়। পিছিয়ে গিয়ে খেলতে গেলে উইকেটের কাছাকাছি ক্যাচ উঠে যাবার সম্ভাবনা। তাই ঐ বলটা খেলার জন্যে ব্যাটস্‌ম্যানকে এগিয়েই যেতে হবে। অর্থাৎ ঐ ক্ষেত্রে উঠবে ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লের প্রশ্ন।

আবার ধরো, এমন একটা বল আসছে, যেটা এগিয়ে গিয়ে খেলা ঠিক নয়, কারণ হঠাৎ সেটা লাফিয়ে উঠে ব্যাটের কোণায় লেগে ক্যাচ উঠে যেতে পারে, কিংবা ধরো, এমন একটা বল যা একটু উঁচু হয়ে আসছে,—এ সব ক্ষেত্রে ব্যাটস্‌ম্যান আসবে পিছিয়ে অর্থাৎ তখন সেই বলটি ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ প্লের আওতায় পড়বে।

আত্মরক্ষামূলক খেলাই হোক কিংবা মেরে খেলাই হোক—ক্রিকেট খেলার সব থেকে বড় বিষয় হলো বলের লাইনে পা আনা। ব্যাটস্‌ম্যান যদি বলের লাইনে পা আনতে না পারে, তাহলে সে কিছুতেই ভালোভাবে ব্যাট করতে পারবে না। কিছু বোঝার আগেই চট করে আউট হয়ে যাবে। তাই বোলার বল করার পর বলটা যে ভাবে এগিয়ে আসছে ব্যাটস্‌ম্যানের দিককার উইকেট লক্ষ্য করে, সেই

ভাবেই ব্যাটস্‌ম্যানকে বলটা লক্ষ্য করে বলের লাইনে প্রথমে পা আনতে হবে, তারপর সামান্য ব্যাক-লিফ্‌টের পর ব্যাটটা নামিয়ে আনতে হবে।

পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা গুড লেংথ বলে করোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার সময় বলের লাইনে পা নিয়ে যাবার ভঙ্গিমা। বলটা এগিয়ে আসছে অফ স্টাম্প লক্ষ্য করে। বল যে লাইন ধরে আসছে, ব্যাটস্‌ম্যান তার বাঁ পা-টা সেই লাইনে নিয়ে এসেছে। পা-টা সে এমন জায়গায় এনেছে, যাতে বলটা গড়িয়ে এলে তার বাঁ পায়ের জুতোর মাথা হয়তো বা আলতো করে ছুঁয়ে ফেলবে। অর্থাৎ বলের খুব কাছাকাছি তাকে আনতে হবে পা-টা। তখন জুতোর মাথা অর্থাৎ বাঁ পা-টা এক্সট্রা কভারের দিকে মুখ করে থাকবে। ব্যাটটাও সামান্য ব্যাক-লিফ্‌টের পর বাঁ পায়ের সামনে বলের ঠিক ঠিক লাইনে নেমে আসবে। এবার ব্যাটস্‌ম্যান বাঁ পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ডান পা-টা কিন্তু যেখানে ছিল, সেইখানেই থাকবে। মাটি থেকে কিছুতেই উঁচু করা চলবে না।

করোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার চরম অবস্থায় ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ কনুইটা বেঁকে গিয়ে বোলারের দিকে মুখ করে আছে; অনেকের অবশ্য ত্রিকোণও হয়। বাঁ হাত দিয়ে শক্তভাবে মুঠো করে ব্যাটটা ধরতে হবে। ডান হাতের মুঠোটা কিন্তু আলতো হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে যে, বলের লাইনে পা আর ব্যাটের মধ্যে যেন ফাঁক না থাকে। কারণ অনেক সময় ব্যাট আর প্যাডের মধ্যে ফাঁক দিয়ে বল গলে গিয়ে উইকেটে লাগে। এ সময় ব্যাট কোন রকমেই ক্রস করা চলবে না—স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে হবে।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন্ কোন্ বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা খেলতে হয়! যে বলগুলো উইকেটের কিছুটা সামনে পিচ খেয়ে বেঁকে যাবার কিংবা হঠাৎ লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, সেই বলগুলোতেই ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লে করতে হয়। যেমন অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক, ইন কিংবা আউট সুইঙ্গার প্রভৃতি বল।

ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লের পরেই আমাদের জানতে হবে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লের অর্থাৎ পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার কায়দার কথা। কারণ অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক কিংবা ঐ ধরনের উইকেটে কিছুটা সামনে পিচ খাওয়া বলগুলো না হয় এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ভাবে খেলা গেল। কিন্তু শর্ট পিচ বল, যেগুলো মারা কষ্টকর, সেগুলোর বেলায় কি হবে? তখন পিছিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে হবে।

ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলা হলো ঠিক ফরোয়ার্ড খেলার উলটো। এক্ষেত্রেও বলের লাইনে পা আনতে হবে, তবে এবার কিন্তু ডান পা। ডান পায়ের টো থাকবে অনেকটা পয়েন্টের দিকে মুখ করে। ডান পায়ের ওপর তখন থাকবে সমস্ত শরীরের ভার। বাঁ পা-টা ডান পা-র খুব কাছাকাছি থাকবে। ব্যাটটা এবার ডান পায়ের প্যাড ঘেঁষে সোজা করে ধরতে হবে লম্বালম্বিভাবে। এমনভাবে ব্যাটটা ধরতে হবে যাতে বলটা ব্যাটের ঠিক মাঝখানে এসে আঘাত করে। ব্যাটস্ম্যানের চোখ থাকবে সব সময় বলের ওপর। আর বাঁ হাতের কনুইটা বেঁকে থাকবে।

ব্যাটটা খুবই হালকা ভাবে ধরতে হবে যাতে বলটা ব্যাটে লেগেই নীচে পড়ে যায়। শক্ত করে ব্যাট ধরলেই বলটা ব্যাটে লেগে ছিটকে যাবে, আর সোজা গিয়ে পড়বে উইকেটের খুব কাছাকাছি থাকা ফিল্ডারদের হাতে। এই সময় ব্যাটস্ম্যানের বুক সাধারণতঃ থাকে কভারের দিকে আর বাঁ কনুই এবং বাঁ কাঁধ থাকে বোলারের দিকে।

ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হতে হলে ফরোয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ খেলার কায়দা খুব ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। একদিনে এ কায়দা শেখা সম্ভব নয়—দিনের পর দিন অনুশীলন করতে হবে। ডিফেন্‌সিভ খেলার বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন কিংবা অসুবিধে দেখা দিলে 'নিউ বেঙ্গলে' চিঠি দিলেই তার উত্তর দেওয়া হবে।

ক'বছর আগে কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের টেস্ট খেলায় জয়সীমার ব্যাটিং আমরা অনেকে দেখেছি। আর যারা দেখি নি তারা তো রেডিও মারফত শুনেছি। জয়সীমা ঐরকম না খেললে কি যে হতো বলা যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রীজে থেকে ডিফেন্‌সিভ খেলা খেলেছেন। সেদিন কী দরকারই না ছিল ঐরকম ডিফেনসিভ খেলার! প্রয়োজনের সময় এই ডিফেন্‌সিভ খেলা কতো বার কতো দলকেই না নির্ঘাত পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে!

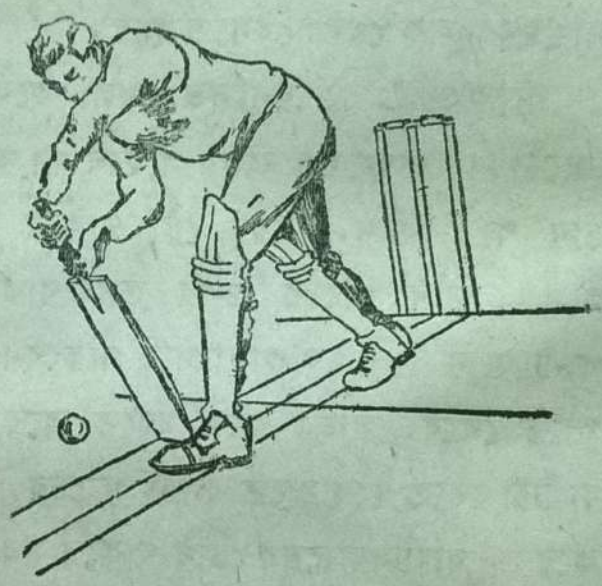

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ্ খেলা।

যাই হোক ব্যাটের হ্যাণ্ডল ধরা বাঁ হাতের মুঠো খুব শক্ত হবে, অর্থাৎ বাঁ হাতের মুঠো দিয়ে খুব শক্ত করে ব্যাটটা ধরতে হবে। এখানে ডান হাতের মুঠোর কাজ খুব অল্প, শুধু সাপোর্ট দেওয়া। ব্যাটের হ্যাণ্ডলটা একটু হেলিয়ে রাখতে হবে যাতে ব্যাটের ব্লেডে বল লাগার সময় ব্যাটটা খাড়া না থাকে। ব্যাটের হ্যাণ্ডলটা মাটির দিকে হেলানো

আবদুল কাদির

দিলীপ বে: সরকার

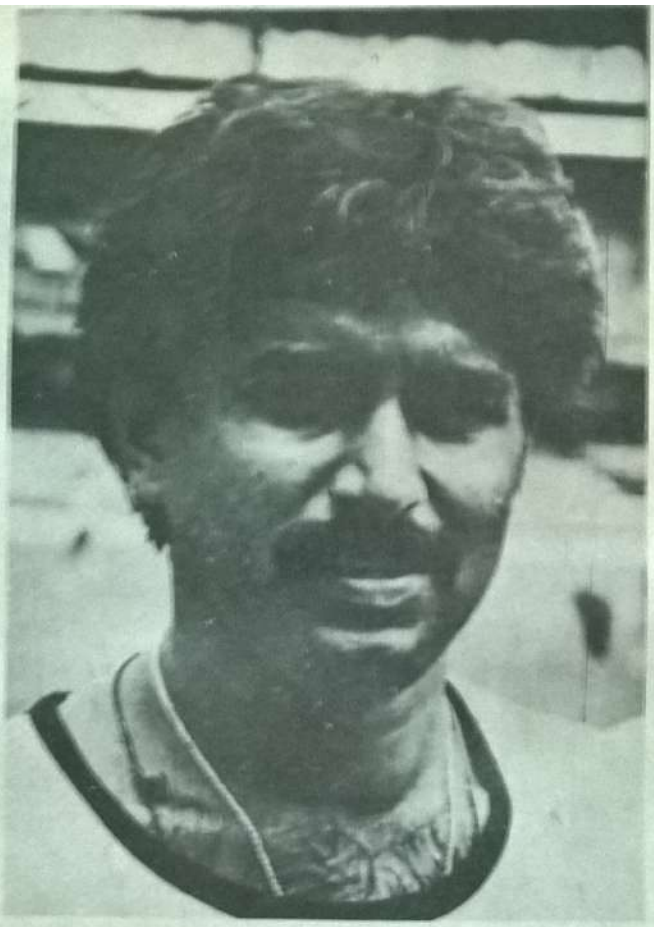

দাদাসাহেব ফালকে

নবজ্যোৎ সিং সিধু

ইমরান খান

অর্থাৎ ঝোঁকানো না থাকলে অনেক সময় হুট করে ক্যাচ উঠে যায়। প্রথম ছবিতে ব্যাটে বল লাগার মুহূর্তে ব্যাটের এবং শরীরের অবস্থা কেমন হয়, ভালোভাবে লক্ষ্য করো।

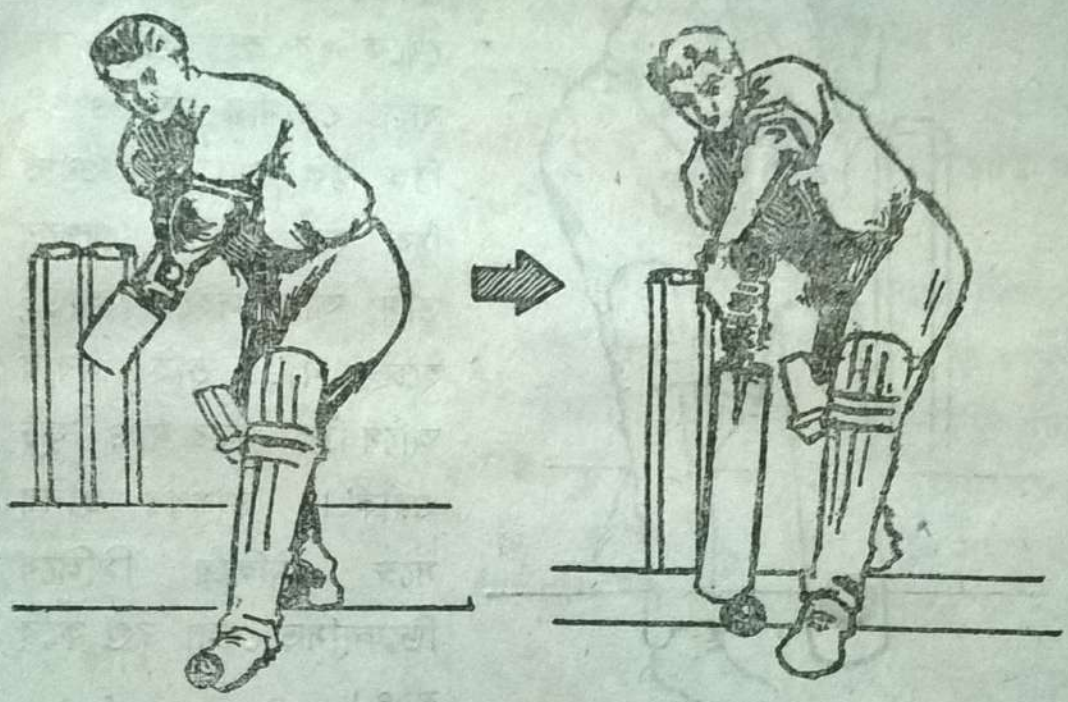

মাথা আর বা কাঁধ বলের লাইনে এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে থাকবে।

একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে যে, ক্রস ব্যাটে খেলা কোনমতেই চলবে না। ক্রস ব্যাটে খেললে ভালোভাবে নিয়ম মেনে খেলা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই সবার আগে স্ট্রেট ব্যাটে খেলা অভ্যাস করে করে রপ্ত করে নিতে হবে।

ফরোয়ার্ড ডিফেন্‌সিভ খেলার অভ্যাস করার একটা সহজ কায়দা শিখিয়ে দিই। বাড়িতেই হোক কিংবা মাঠেই হোক, তোমার বন্ধু কিংবা ভাইয়ের হাতে একটা বল দিয়ে খুব কাছ থেকে আণ্ডার-আর্ম বল দিতে বলো। এতে তুমি আস্তে আস্তে বলের লাইনে পা আনতে শিখে যাবে। বলের লাইনে পা আনতে পারা ব্যাটস্‌ম্যানদের একটা মস্তো বড় গুণ। ইংরেজীতে

বলের লাইনে পা আনাকে 'ফুট ওয়ার্ক' বলে। ফুট ওয়ার্ক ঠিক না হলে ব্যাটস্‌ম্যানের আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাই এখন থেকে খুব করে চেষ্টা কর যাতে তোমার 'ফুট ওয়ার্ক' ঠিক ঠিক হয়। ফুট ওয়ার্ক ঠিক হয়ে গেলে দেখবে তুমি আর সহজে আউট হচ্ছো না। তাই সবার আগে ঠিক করে নাও 'ফুট ওয়ার্ক'। তারপর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ডিফেন্‌সিভ খেলা রপ্ত করে নাও।

ড্রাইভ করার কায়দা

গত বছর দলীপ ট্রফির খেলায় বাংলার একজন ব্যাটস্‌ম্যানের কথা আমার আজো মনে আছে। অথচ মনে রাখার মতো খেলা তিনি সেদিন খেলেন নি। উইকেটে ছিলেন ঘণ্টাখানেকেরও বেশী, কিন্তু রান করেছিলেন খুবই সামান্য। তরুণ খেলোয়াড় তিনি। তাই তাঁর আত্মরক্ষামূলক খেলার ধরন দেখে যেমন খুশী হয়েছিলাম, তেমনি দুঃখ পেয়েছিলাম, তিনি হাত খুলে মারতে পারেন না দেখে। অথচ তাঁর ওপর আমাদের আশা ছিল অনেক। পরের খেলায় তিনি স্বাভাবিক ভাবেই দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তবে এ বছর তিনি অনেক উন্নতি করেছেন। বেশ কয়েকটা খেলায় ভালো রানও করেছেন।

কি করে ভালো খেলছেন জানো? গত মরশুম থেকে শুরু করে তিনি একমনে মেরে খেলে রান সংগ্রহ করার কায়দা রপ্ত করে চলেছেন। ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে তাই নাম করতে হলে, মেরে খেলার কায়দা আমাদের শিখতেই হবে। এর আগে আমরা ব্যাট ধরা, ব্যাট তোলা থেকে আরম্ভ করে আত্মরক্ষামুলক খেলার বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমাদের আলোচনা হবে মেরে খেলে কিভাবে তাড়াতাড়ি রান সংগ্রহ করা যায়, সেই সম্বন্ধে।

পিটিয়ে খেলতে আরম্ভ করার আগে দুটো বিষয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে। টাইমিং আর লুজ বল, এই দুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পিটিয়ে খেলার সমস্ত কলাকৌশল। এই দুটির মধ্যে টাইমিং সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা আবার সব থেকে বেশী দরকার। টাইমিং বলতে বোঝায় ঠিক সময়ে ব্যাট দিয়ে বলটা মারা। কারণ ঠিক সময়ে যদি বল ব্যাটে না লেগে একটু আগে কিংবা একটু পরে লাগে, তাহলেই ক্যাচ উঠে যাবে, কিংবা মারটা ঠিক হবে না। তাই ব্যাটস্‌ম্যানের টাইমিং সম্বন্ধে ধারণা খুবই স্পষ্ট হওয়া দরকার। আর একমাত্র নিয়মিত অনুশীলনই এই বিষয়ে সব থেকে বেশী সাহায্য করতে পারে। এর পরেই আসে লুজ বলের প্রশ্ন। এ সম্পর্কে সবার আগে জানতে হবে, কোন্‌টা লুজ বল, কোন্‌ বলগুলো খুব সহজে পিটিয়ে খেলা যায়। ব্যাট করতে নেমে একটু খেয়াল রাখলেই বোঝা যায় যে, কোন্‌টা সহজ অর্থাৎ লুজ বল—বেশ পিটিয়ে খেলা যায়, আর কোন্‌ বলগুলোকে পিটিয়ে খেলা যায় না। এক কথায় মোটামুটিভাবে হাফ-ভলী আর শর্ট পিচ বলগুলোকে লুজ বল বলা যায়। কারণ এই বলগুলোকে ব্যাটস্‌-ম্যান তার খুশী মতো পেটাতে পারে। খেলতে নেমে লুজ বল চিনতে শেখাই হলো আসল কাজ। আর সে শিক্ষাটা হাতেকলমে হওয়াই ভালো।

পিটিয়ে খেলে রান তোলার কায়দা শিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, কি করে ড্রাইভ করতে হয়। ব্যাটস্‌ম্যানরা বেশির ভাগ রান

তোলেন এই ড্রাইভ থেকেই। ড্রাইভ কিন্তু এক রকম নয়; চার রকম: কভার ড্রাইভ, অফ ড্রাইভ, স্ট্রেট ড্রাইভ আর অন ড্রাইভ। এ ছাড়া স্কোয়ার ড্রাইভও আছে। বল মেরে যে সব স্থান দিয়ে বাউণ্ডারী সীমানার দিকে পাঠানো হয়, সেই জায়গাগুলোর নাম অনুসারেই নাম দেওয়া হয়েছে এই মারগুলোর। মারার পর বল কভার পয়েন্ট আর এক্সট্রা কভারের কাছ দিয়ে গেলে সেই মারটার নাম হয় কভার ড্রাইভ। মিড অফের আশপাশ দিয়ে বাউণ্ডারীর দিকে মারা ড্রাইভের নাম হলো অফ ড্রাইভ। স্ট্রেট ড্রাইভ যায় বোলারের পাশ দিয়ে, আর অন ড্রাইভ যাবে মিড অন এলাকার কাছ দিয়ে। হাফ-ভলীই হলো ড্রাইভ করার মতো উপযুক্ত বল।

এইবার আমাদের আবার আসতে হবে সেই এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার কায়দার ব্যাপারে। ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ প্লে আর ড্রাইভের কায়দা মোটামুটিভাবে একই রকম। আসল তফাত হলো ঐ জোরে মারার ব্যাপারটায়। ধরা যাক, একটা বল এগিয়ে আসছে ব্যাটস্‌ম্যানের দিকে। বলটা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই বলটাকে অফ ড্রাইভ করা যায়। তার জন্যে বাঁ পা-কে প্রথমে আনতে হবে বলের লাইনে—হাঁটুটা একটু বেঁকে যাবে। ব্যাটটা পুরোপুরিভাবে পেছনে তুলতে হবে। ব্যাক-লিফ্‌ট পুরোপুরি হওয়া দরকার। কারণ জোরে মারতে হবে বলটা। তাই ব্যাট যত পেছনে উঠবে, ততই ভালো। তারপর গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ব্যাটটা নামিয়ে আনতে হবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছাকাছি। আর ব্যাট দিয়ে বলটাকে আঘাত করতে হবে বলটা পিচ খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ব্যাটস্‌ম্যানের চোখ কিন্তু সব সময়ই থাকবে বলের ওপর। লম্বালম্বিভাবে ব্যাটটা নেমে আসবে এবং খুব জোরে মারার জন্যে বলে লাগার পরই উঠে যাবে ওপরের দিকে। এই মারটি কিন্তু একদিনে শেখা যাবে না। দিনের পর দিন অনুশীলন করতে হবে।

এর পর আমরা আলোচনা করবো অন ড্রাইভের বিষয়ে। কারণ স্ট্রেট ড্রাইভ আর অন ড্রাইভের কায়দা মোটামুটি একই রকম। তবু অন ড্রাইভ সকলে সব সময় মারতে চান না। তার কারণ হলো, অন ড্রাইভে বলের লাইনে পা আনতে অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ফুট-ওয়ার্ক, সেই ফুট ওয়ার্কের কায়দা রপ্ত করতে বেশ সময় লাগে, আর তা বেশ একটু শক্তও। তবে খুব কঠিন কিছু নয়। টাইমিং ঠিক থাকলে কোন ভয় থাকে না। তবে এটা ঠিক যে, ভালোভাবে অন ড্রাইভ করতে হলে দিনের পর দিন অনুশীলন চালানো দরকার। তা না হলে অন ড্রাইভে ফুট ওয়ার্ক কিছুতেই ঠিক হবে না।

সাধারণতঃ লেগ স্টাম্পের ওপর আসা কিংবা লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে আসা বলগুলোকে অন ড্রাইভ করা হয়। প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে যে, বাঁ পা কতখানি ঘুরে বলের লাইনে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে তাল দিয়ে ডান পা-টাও ঘুরেছে। শরীরের সমস্ত ভার তখন ডান পায়ের পাতার ওপরে। পুরোপুরি ব্যাক-লিফ্‌ট করায় ব্যাট চলে গেছে কাঁধের ওপরে। চোখ কিন্তু কোন সময়ই বলের ওপর থেকে সরবে না। জোরে মারার জন্যে ব্যাটটা এবার নীচের দিকে নেমে আসবে।

ব্যাট নেমে আসছে বলে আঘাত করার জন্যে। শরীরের ভার ডান পা থেকে এসে পড়েছে বাঁ পায়ের ওপর। চোখ কিন্তু বলের ওপরে। এর পর ব্যাটটা বলে লাগার পর উঠে যাবে বাঁ কাঁধের ওপরে। ডান পা-টা আলতো করে ছুঁয়ে থাকবে মাটি। বল তখন ছুটছে বাউণ্ডারীর দিকে।

অন ড্রাইভ করা একটু কঠিন এই কারণে যে, এই মারটির বেলায় বাঁ পা-কে অনেকটা ঘুরিয়ে আনতে হয়। অথচ ডান পা তখন খুব একটা বেশী ঘোরে না। তাই প্রথম দিকটায় খুব অসুবিধে হবে অন ড্রাইভ করতে। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করলেই মারটি রপ্ত হয়ে যাবে, আর তখন ব্যাটস্‌ম্যান ইচ্ছে করলে অন ড্রাইভ করে খুব সহজেই অনেক রান তুলতে পারবে।

কভার ড্রাইভ

পিটিয়ে খেলে রান তোলার কায়দার কথা আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা শিখবো কভার ড্রাইভ করার কায়দা। কভার ড্রাইভ করা খুব যে সহজ, তা নয়। নিখুঁতভাবে কভার ড্রাইভ করতে হলে দিনের পর দিন চালাতে হবে অনুশীলন।

সব ক'টি ড্রাইভ করার কায়দা মোটামুটি একই ধরনের। যেটুকু তফাৎ তা শুধু মাত্র ঐ বলের ডিরেকশনের বা গতিপথের ওপর নির্ভর করে। আগেই বলেছি হাফ-ভলী বলই ড্রাইভ করার পক্ষে আদর্শ। ড্রাইভ করার কারণ হলো, ব্যাটস্‌ম্যান এই মারগুলোর সাহায্যে বলটাকে মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠাতে পারে। ব্যাটের বুক অর্থাৎ ব্লেড দিয়ে বলটা মারা হয়। কিন্তু বলটা মারার সময় ব্যাটের

হ্যাণ্ডেলটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকবে, ব্যাটটা কিছুতেই খাড়া বা লম্বাভাবে থাকবে না।

কভার ড্রাইভের বেলায় ব্যাটস্‌ম্যান কিন্তু বলটা সোজাসুজি-ভাবে ব্যাটের বুক অর্থাৎ ব্লেড দিয়ে মারবে না। কভার ড্রাইভের সময় ব্যাটস্‌ম্যান তার হাতের ব্যাটটাকে কভারের দিকে একটু কাৎ করে রাখবে। এই সময় ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ-কাঁধ আর বুক, এমন কি ব্যাটে-বলে সংযোগ হবার

সময়ও, বুক থাকবে অফের দিকে। বলটা মারার পর ব্যাটটা ব্যাটস্-ম্যানের কাঁধের ওপরে চলে যাবে আর সেই সঙ্গে ব্যাটস্‌ম্যানের শরীরটাও আস্তে আস্তে ঘুরে যাবে বাঁ দিকে।

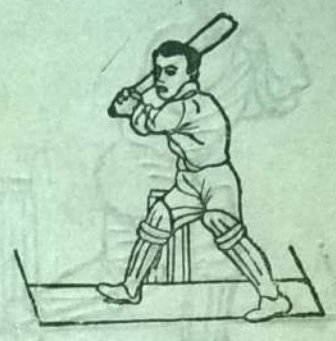

ব্যাটটা উঠে যাবে তার বাঁ কাঁধের ওপরে। তার মাথা আর বুক ঘুরে যাবে বোলারের দিকে। ডান পায়ের টো শুধু মাত্র মাটি ছুঁয়ে থাকবে।

এইবার ছবিগুলো দেখা দরকার। ছবিগুলো দেখে মিলিয়ে নিতে হবে ব্যাট তোলার কায়দা অর্থাৎ ব্যাক-লিফট্, তারপর বলের লাইনে পা দিয়ে ব্যাট নামিয়ে আনা, এরপর ব্যাট দিয়ে বলটাকে মারার পদ্ধতি, ফলোথ্রু আর সবশেষে বলটা মারার পর ব্যাটস্-ম্যানের শরীরের অবস্থার বিষয়। সেইভাবে দিনের পর দিন অনুশীলন করে যেতে হবে।

প্রথম কয়েক দিন মারটা কিছুতেই ঠিকমত হতে চাইবে না। কিন্তু এই লেখা পড়ে আর এই লেখার সঙ্গে ছাপা ছবিগুলো মিলিয়ে অনুশীলন করলেই কভার ড্রাইভ করায় হাত পেকে যাবে। তখন কভার ড্রাইভ করার মতো একটা হাফ-ভলী বল পেলে আর দেখতে

হবে না। ব্যাটস্‌ম্যান নির্ঘাৎ কভার ড্রাইভ করে বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে দেবে সেই বলটা।

কভার ড্রাইভ ক্রিকেট খেলার অন্যতম সুন্দর আর দর্শনীয় মার। এই শটটি নিখুঁতভাবে মারতে পারলে ব্যাটস্‌ম্যান যত না খুশী হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হবেন দর্শকরা।

অন ড্রাইভ করা কঠিন নয়

না, সত্যিই কঠিন নয়। কিন্তু তবু অনেক ব্যাটস্‌ম্যানকে দেখবে, যে ভালোভাবে অন ড্রাইভ করতে পারছেন না। তোমরা হয়তো

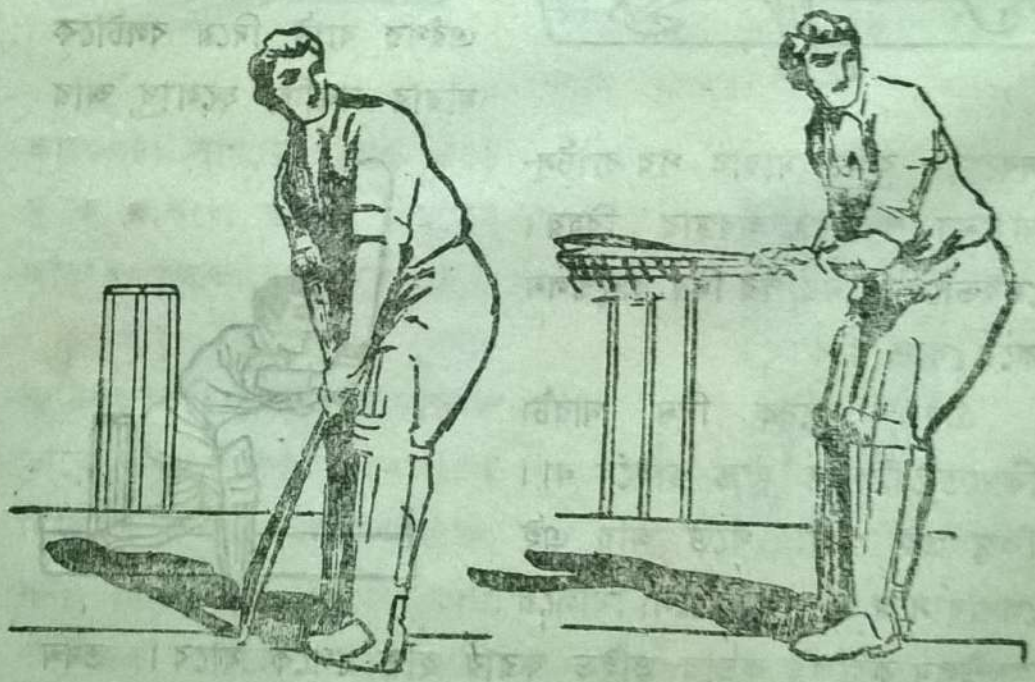

ড্রাইভের পূর্ব মুহূর্তে।

ভাববে অনেক ভালো ব্যাটস্‌ম্যানই যখন ভালোভাবে অন ড্রাইভ করতে পারেন না, তখন আমরা করবো কি করে? কিন্তু জেনো অন ড্রাইভ করা মোটেই কঠিন নয়। অন ড্রাইভের মধ্যে কঠিন যা হলো সে ঐ পায়ের কাজ অর্থাৎ 'ফুট ওয়ার্ক'। কিন্তু ঐ ফুট ওয়ার্কের কায়দা রপ্ত করতে তোমাদের বেশী দিন লাগবে না, যদি তোমরা মন দিয়ে প্রাকটিস কর। আগের পাতার ছবিটা ভালো করে দেখে ভেবে দেখো তো অন ড্রাইভ করা খুব কঠিন কি না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ বলে অন ড্রাইভ করতে হয়। উত্তর খুব সোজা। অন ড্রাইভ করবে অনের দিক্‌কার অর্থাৎ লেগ স্টাম্পের খুব কাছ দিয়ে যে বলগুলো আসছে, সেই বলগুলোর বেলায়। সব বলেই তো আর ড্রাইভ করা যায় না। সেইজন্যে তোমায় বুঝতে হবে কোন্ বল ড্রাইভ করবে। ধর, লেগ স্টাম্পের ওপর একটা ফুলটস বল, তুমি সেই বল ড্রাইভ করতে পার। কিংবা ধর, একটা হাফ-ভলী বল আসছে লেগ স্টাম্পের কাছ ঘেঁষে, তুমি সহজেই বাঁ পা-টা বলের লাইনে এগিয়ে দিয়ে খুব জোরে সে বলটা অনে ড্রাইভ করতে পার। কোন্ বল ড্রাইভ করতে হয় বুঝতে পারা এমন কিছু কঠিন নয়। খেলতে খেলতে এ বোধশক্তি তোমাদের আপনিই এসে যাবে।

অন ড্রাইভ করার পর বলটা সাধারণতঃ মিড অনের আশপাশ দিয়ে বাউণ্ডারী লাইনের দিকে ছুটবে। সমস্ত ড্রাইভের বেলায় কিন্তু স্ট্রেট ব্যাটে খেলতেই হবে। স্ট্রেট ব্যাটে খেলতে না পারলে ড্রাইভ করা তো দূরের কথা, কোন দিনই ভালো ব্যাটস্‌ম্যান হতে পারবে না।

ব্যাটস্‌ম্যান যখন ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন তার দু'পা-ই আছে অফের দিকে মুখ করে। ড্রাইভ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের পা বলের লাইনে আনতে হবে। অন ড্রাইভ করায় বল যাচ্ছে লেগ স্টাম্প ঘেঁষে। তাই ব্যাটস্‌ম্যানের পা অনেকখানি

এগিয়ে আনতে হবে মিড অনের দিকে অর্থাৎ বলের লাইনে। অন ড্রাইভের ফুট ওয়ার্ক একটু কঠিন কেন জানো? ডান পা না ঘুরিয়ে বাঁ পাটা-কে প্রথমে বলের লাইনে আনতে হয় বলে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে ঠিকই। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করলেই দেখবে যে এটা এমন কিছু কঠিন নয়।

এবার ছবিগুলিতে দেখ অন ড্রাইভের বেলায় ব্যাটস্‌ম্যানের শরীরের এবং ব্যাটের অবস্থা কেমন হয়।

বল ডেলিভারী করার মুহূর্তে ব্যাট পেছনে উঠে গেছে। এর পর বাঁ পা আস্তে আস্তে বলের লাইনে আসছে এবং ব্যাটও নেমে আসছে ধীরে ধীরে। বল ব্যাটে লাগার মুহূর্তে ব্যাটের ব্লেড বলের দিকে অর্থাৎ মিড অনের দিকে মুখ করে থাকবে। এখানেও বাঁ পায়ের ওপর শরীরের ভার পড়বে এবং বল মারার মুহূর্তে আগে থেকে ডান পা উঠে আসবে; শুধু মাত্র ডান পা'র টো পপিং ক্রীজের ভেতর মাটি স্পর্শ করে থাকবে। ছবি দেখে অন ড্রাইভের প্রত্যেকটি অবস্থা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ঐভাবে নিজেরা চেষ্টা করতে আরম্ভ কর।

অন ড্রাইভ আয়ত্ত করতে হয়তো একটু বেশী দিন সময় নেবে, হয়তো একটু বেশী পরিশ্রম করতে হবে, তবু চেষ্টা করে যাও। খুব

সহজে বেশী রান নেওয়া যায় অন ড্রাইভ করে। তাই দিনের পর দিন চেষ্টা কর অন ড্রাইভের কায়দা আয়ত্তে আনতে। এক কাজ করতে

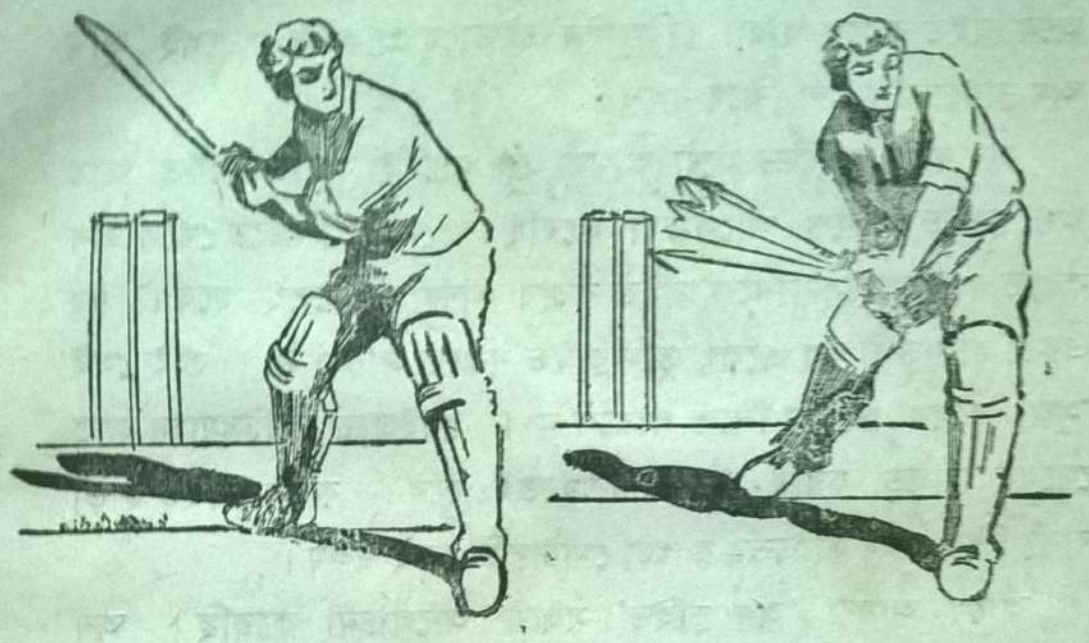

বল মারার আগে।

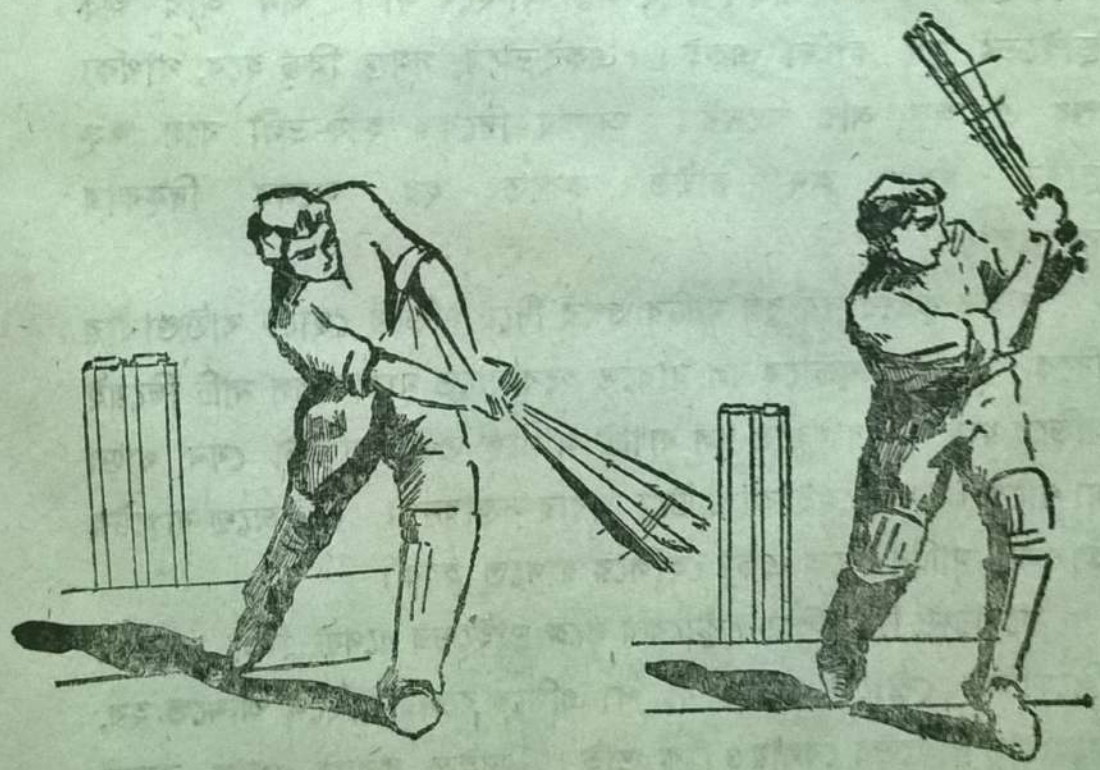

বল মারার পর।

পার। তোমার কোন বন্ধুকে দিয়ে 'আণ্ডার আর্ম' বল করাও এবং বলগুলো একই জায়গায় এমনভাবে ফেলাও যাতে তুমি সেই বলগুলো অনে ড্রাইভ করতে পার। কিছুদিন এইভাবে প্রাকটিস করলেই তুমি অন ড্রাইভের কায়দা শিখে যাবে।

চার রকম ড্রাইভের মধ্যে আমরা এর আগেই কভার ড্রাইভ আর অন ড্রাইভ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। জোরে পিটিয়ে খেলে রান করতে হলে ব্যাটস্‌ম্যানকে ড্রাইভ করার কায়দা শিখতেই হবে। ধর একটা হাফ-ভলী বল এলো, তুমি ড্রাইভ করতে জানো না। তাই সেই 'লুজ' বলের সুযোগ নিতে পারলে না। সেইজন্যে ব্যাটস্‌ম্যান হতে গেলেই ড্রাইভ করার কায়দা শিখতেই হবে। কভার ড্রাইভ ছাড়া বাকী তিন রকম ড্রাইভের কায়দা মোটামুটি একই রকম।

আগে আমরা 'অন ড্রাইভ' সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। অন ড্রাইভের কায়দা যদি তোমাদের রপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অফে ড্রাইভ করতে আর বিশেষ অসুবিধা হবে না। অন আর অফ ড্রাইভের মূল কায়দা একই। একইভাবে সমস্ত কিছু হবে, পার্থক্য শুধু ঐ অফ আর অনের। অফের দিকের হাফ-ভলী বলে অফ ড্রাইভ হয়। অন ড্রাইভ করতে হয় অনের দিক্‌কার বলগুলোয়।

ড্রাইভ করার পর বল মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে ছোটে বাউণ্ডারীর দিকে। তাই এমনভাবে বল মারতে হবে যাতে মারার বল মাটি দিয়েই গড়িয়ে যায়। যে মুহূর্তে বল ব্যাটে লাগছে তখন ব্যাটটা যেন খাড়া না থাকে। থাকলেই ক্যাচ উঠে যাবার সম্ভাবনা। সেইজন্যে ব্যাটের হ্যাণ্ডলটা মাটির দিকে একটু হেলিয়ে রাখতে হবে।

ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোকের সঙ্গে ড্রাইভের যথেষ্ট মিল আছে। ডিফেন্সিভ স্ট্রোকে যেমন বাঁ পা এগিয়ে বলের লাইনে আনতে হয়, ফরোয়ার্ড ড্রাইভের বেলায়ও ঠিক তাই। ড্রাইভ করতে গেলে বলের লাইনে পা আনতেই হবে। বলের লাইনে পা আনতে না পারলে ঠিক

সামনের পায়ে ভর রেখে আক্রমণাত্মক খেলার সৃষ্টি।

ঠিক ড্রাইভ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই পায়ের কায়দা, ইংরেজীতে যাকে 'ফুটওয়ার্ক' বলে তার ওপর খুব জোর দিতে হবে।

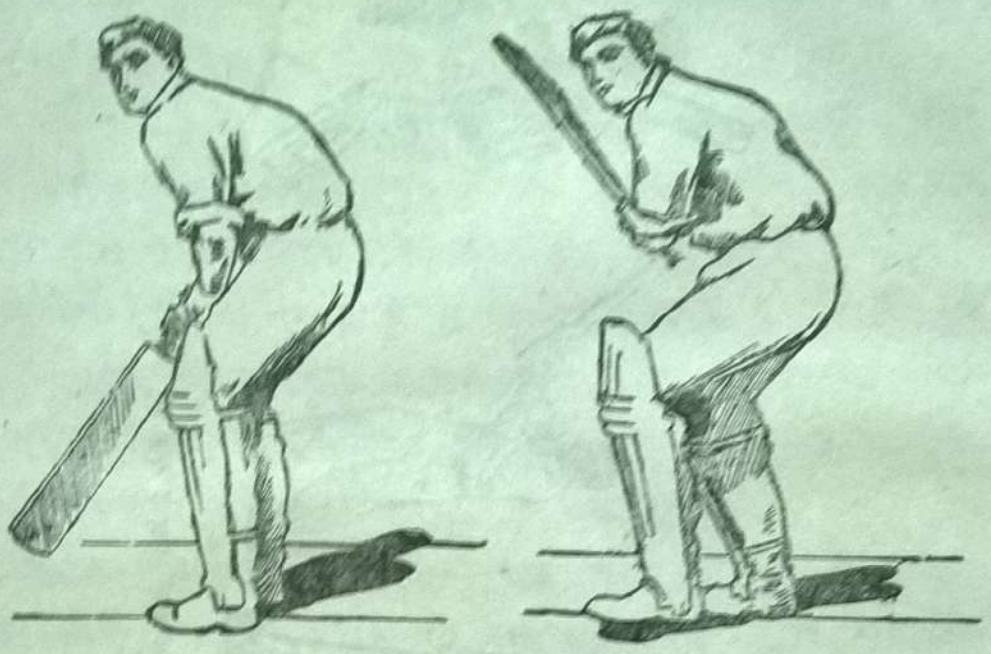

ব্যাক-লিফ্‌ট শুরু হয়েছে।

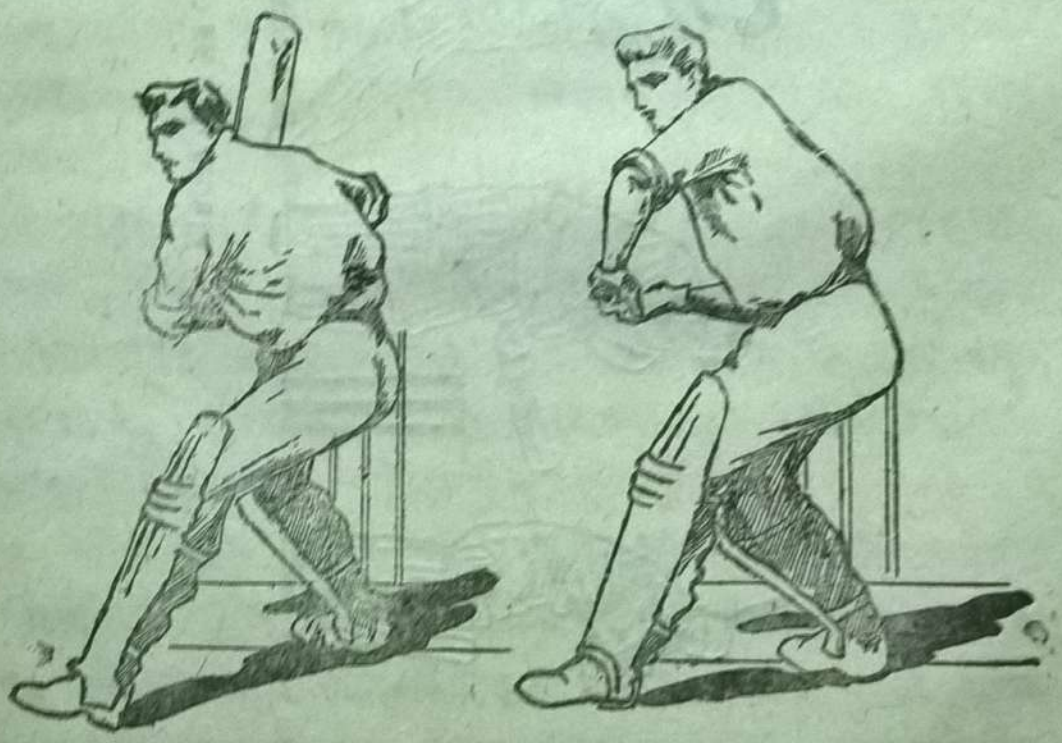

তারপর বাঁ পা এগিয়ে এলো বলের লাইনে।

বড় বড় খেলায়, এমন কি টেস্ট ম্যাচেও শুধু ফুটওয়ার্কের ভুলের জন্যে অনেক নামকরা ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট হয়ে যেতে দেখা গেছে। তাই সবার আগে চেষ্টা করে তোমরা ফুটওয়ার্কের কায়দা আয়ত্তের মধ্যে এনে নাও।

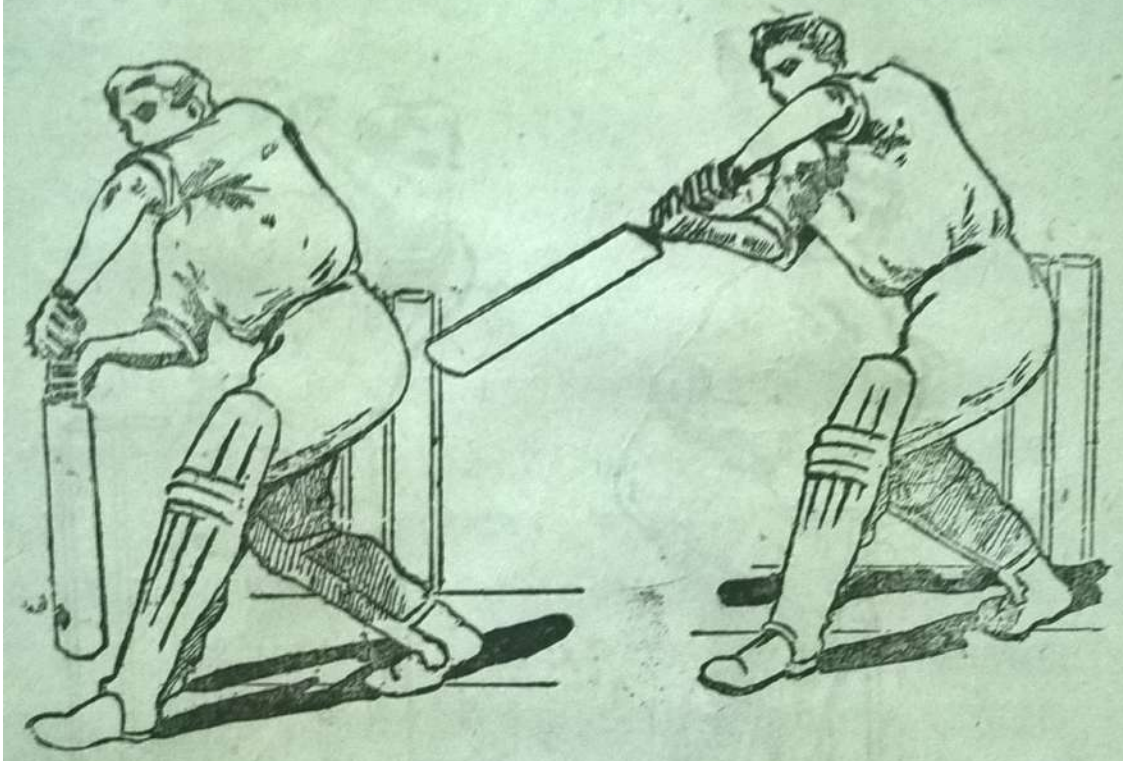

বুটের টো-র সামনে ব্যাটে-বলে লাগাতে হবে।

ছবিতে দেখে নাও অফ ড্রাইভ করার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাটস্‌ম্যানের বিভিন্ন ভঙ্গিমা আর ব্যাট চালানোর কায়দা। প্রথমে দেখো, ব্যাট আস্তে আস্তে পেছনে উঠছে, অর্থাৎ ব্যাক লিফ্‌ট শুরু হয়েছে। তারপর বাঁ পা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বলের লাইনে। ইতিমধ্যে ব্যাক-লিফ্‌টও সম্পূর্ণ হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখো ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ হাঁটুটা একটু বাঁকা; আর ব্যাট উঠে গেছে ব্যাটস্‌ম্যানের ডান কান পর্যন্ত। এবার বল লক্ষ্য করে ব্যাট নেমে আসছে। গায়ের সমস্ত জোর ব্যাটের মধ্যে আর ঘড়ির পেণ্ডুলামের ভঙ্গিতে ব্যাট নেমে আসছে। বল মাটিতে পিচ খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়ের বুটের টো-র সামনে ব্যাটে-বলে লাগাতে হবে।

চোখের দৃষ্টি থাকবে বলের ওপর। ব্যাটে-বলে লাগার পরই ব্যাট আপনি ওপরের দিকে উঠে যাবে। ব্যাটের এই ওপরে উঠে যাওয়াকে বলে ফলো থ্রু। শেষ ছবিতে ফলো থ্রুর সময়ে ব্যাটস্‌ম্যানের ব্যাটের এবং শরীরের অবস্থা কেমন হয় দেখো।

ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ হাঁটুটা বাঁকা।

ব্যাট আপনি ওপরে উঠে গেল।

অফ ড্রাইভের কায়দা তোমাদের মোটামুটি শেখা হল। এখন আরম্ভ কর প্রাকটিস। ছবি দেখে দেখে প্রত্যেকটি ভঙ্গিমা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা কর। কিভাবে অফ ড্রাইভ করে জানলেই শুধু চলবে না, ঠিক মারতে পারাও তো চাই। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তা সম্ভব নয়। অনেক সময় লাগবে, লাগবে অনেক প্রাকটিস। দিনের পর দিন প্রাকটিস করে ড্রাইভের কায়দা রপ্ত করে নাও। তোমরা এক কাজ করতে পার। কোন বন্ধুকে ন' দশ গজ দূরে দাঁড় করিয়ে তাকে

টেনিস বলে বা রবারের বলে আণ্ডার আর্ম বল দিতে বল। বলগুলো অফ স্টাম্পের একটুখানি বাইরে দিয়ে যাবে, তারপর তাকে বুঝিয়ে দাও বলটা কোন্‌খানে পিচ ফেলবে। তারপর অফ ড্রাইভের কায়দাগুলো ছবি অনুসারে মিলিয়ে মিলিয়ে খেলে যাও। দু'চার দিনের মধ্যেই দেখবে তুমি বেশ ভালোভাবেই অফ ড্রাইভ করতে পারছো।

ব্যাক ফুট ড্রাইভ

সেদিন সকাল বেলায় ওরা এসে হাজির। ওদের হাতে শুকতারার অনেকগুলো পুরোন সংখ্যা। বাপী ব্যাট নিয়ে এসেছে আর বাপ্পা একটা বল নিয়ে লোফালুফি করছে। আমি কিছু বলার আগেই বাপী বলে উঠল, ব্যাটিং করার প্রায় সব বিষয়েই তুমি লিখেছো। শুকতারা পড়ে আমরা স্ট্রেট ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ, অফ ড্রাইভ, হুক, পুল কাট, ডিফেনসিভ খেলার কায়দা প্রায় শিখে ফেলেছি। কিন্তু ব্যাক ফুট ড্রাইভের বিষয়ে তো কিছু লেখো নি। আমরা তাই সকলে মিলে তোমার কাছে এসেছি ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করার কায়দা শিখবো বলে।

আমি তখন এই লেখাটাই সবে শুরু করেছি। ওদের সেটা জানাতে ওরা এসে ঝুঁকে পড়লো আমার প্যাডের ওপর। তারপরে সকলে মিলে হৈ হৈ করে উঠলোঃ ঠিক আছে আসছে মাসের শুকতারা পড়েই আমরা শিখে নেবো ব্যাক ফুট ড্রাইভ কি করে করতে হয়।

ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করা কিন্তু খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। যাদের

কবজিতে বিশেষ জোর নেই, তারা কিন্তু ব্যাক ফুটে মোটেই সুবিধে করতে পারবে না। কারণ কবজিতে জোর না থাকলে তাড়াতাড়ি রান তোলার জন্যে পিছিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করে বল বেশী দূরে পাঠানো যাবে না আর রানও উঠবে না।

যারা ভালোভাবে ড্রাইভ করতে পারে, ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করার কায়দা শিখতে তাদের মোটেই সময় লাগবে না। সেইসঙ্গে আত্মরক্ষামূলক খেলার কথাও মনে রাখতে হবে। ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করার বিষয় ভালোভাবে জেনে নেবার আগে শুকতারার পুরোন সংখ্যাগুলো খুলে ড্রাইভ করার আর ডিফেনসিভ খেলার বিষয়ে পড়ে নেওয়া উচিত। তাহ'লে খুব সুবিধে হবে। কারণ 'ব্যাকওয়ার্ড ডিফেনসিভ' খেলার সঙ্গে ব্যাক ফুট ড্রাইভের অনেক মিল আছে।

স্টান্স থেকে ডান পাটা উইকেটের সামনে (খুব কাছে) টেনে এনে স্ট্রেট ব্যাটে (কবজির জোরে) খুব জোরে বল মারাই হলো ব্যাক ফুট ড্রাইভ করার কৌশল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ কোন্ বলগুলোয় ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করতে হয়? শর্ট পিচ বলই জোরে মারতে হলে পিছিয়ে এসে ড্রাইভ করতে হয়। শুধু তাই নয়, যে বলগুলোকে মনে হবে পিছিয়ে গিয়ে জোরে মারা যায়, সেগুলোকেই ব্যাক ফুট ড্রাইভ করা যায়। অনেক সময় গুড লেংথ বলও পিছিয়ে গিয়ে জোরে মারা যায়।

১নং ও ২নং ছবিতে ব্যাক ফুট ড্রাইভ করার আগের ও পরের মুহূর্তগুলি দেখানো হয়েছে।

১নং ছবিতে ব্যাটস্‌ম্যানের ডান পা উইকেটের সামনে চলে গেছে! তাঁর হাতের ব্যাট পেছনে উঠে গেছে কাঁধের কাছাকাছি। ব্যাটস্‌ম্যানের

চোখ বলের ওপর। ঐ সময়ও ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ পা আছে পপিং ক্রীজের ওপর।

২নং ছবিটি হলো বলটি মারার ঠিক পরের অবস্থা। বাঁ পা ক্রীজের মধ্যে চলে এসেছে। কনুই কোনাকুনিভাবে উঠে গেছে ওপরের দিকে। ব্যাটস্‌ম্যানের নজর কিন্তু তখনও বলের দিকে। ব্যাক ফুটে ড্রাইভ করার সময় ব্যাটস্‌ম্যানকে খুবই সতর্ক হয়ে থাকতে হয়, পাছে ব্যাট উইকেটে না লেগে যায়। কারণ ব্যাটস্‌ম্যান ঐ সময় উইকেটের এত কাছাকাছি থাকেন যে, একটু বেসামাল হয়ে গেলেই হিট উইকেট হয়ে যেতে হয়।

ব্যাক ফুট ড্রাইভ ভালোভাবে রপ্ত করতে হলে দিনের-পর-দিন অনুশীলন করতে হবে। যাঁদের কবজিতে জোর আছে, তাঁরা খুব সহজেই এই মারটির সাহায্যে অনেক রান সংগ্রহ করতে পারবেন। তাছাড়া ব্যাক ফুট ড্রাইভ করার সময় অনেকটা সময় পাওয়া যায় বলে ব্যাটস্‌ম্যান দেখে-শুনে বলটা নিজের খুশিমতো মারতেও পারবেন। তবে সব কিছুই নির্ভর করবে অনুশীলন আর অভ্যাসের ওপর।

কাট ও স্কোয়ার কাট

আমার আজ মনে পড়ছে অনেক দিন আগের কথা। খুব সম্ভব সেবার নিউজিল্যাণ্ড ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলছিল কলকাতার ইডেন উদ্যানে। এখনকার অশোক মানকাদের বাবা ভিনু মানকাদ বাংলার পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ভারতের ইনিংস শুরু করতে নেমেছিলেন সেদিন।

প্রথম ইনিংসে ভারতের অবস্থা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। পঙ্কজ রায় আউট হয়ে গেলেন। (দ্বিতীয় ইনিংসে পি. রায় অবশ্য সেঞ্চুরী করেছিলেন।) একটু পরেই অফ স্টাম্পের একটু বাইরের একটা বল পেয়ে মানকাদ গেলেন স্কোয়ার কাট

করতে। কিন্তু ঠিকমতো ব্যাটে-বলে হলো না। ক্যাচ উঠে গেল। আউট হয়ে গেলেন ভিনু মানকাদ।

'স্কোয়ার কাট' মার ছিল ভিনুর ভীষণ প্রিয়। মারটা কঠিন। কারণ সময়ের একটু গোলমাল হলে আর দেখতে হবে না। নির্ঘাত ক্যাচ উঠে যাবে। অবশ্য দিনের-পর-দিন অনুশীলন করার পর এই মারটা আর মোটেই কঠিন মনে হয় না। তবে এই মারটা শিখতে যেমন অনেক সময় দিতে হয়, তেমনি যথেষ্ট সতর্ক থেকে অনুশীলনও করতে হয়। কারণ অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ফিল্ডাররা ওত পেতে থাকেন, বল একটু ওপরে উঠলেই চিলের মতো ছোঁ মেরে হাতে তুলে নেবেন তাঁরা। আর ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট হয়ে ফিরে যেতে হবে প্যাভেলিয়নে।

স্কোয়ার কাট করার আগে জানতে হবে, কোন্ বলে ঠিক মতো স্কোয়ার কাট করা যেতে পারে। যে বলগুলো অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে একটু উঁচু হয়ে যায়, সেইগুলো স্কোয়ার কাট করার আদর্শ বল। তবে উইকেট-ঘেঁষা বলে স্কোয়ার কাট করা সব সময় ঠিক নয়। তাই অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বলগুলোই বেছে নেওয়া ভালো, যাতে ডান পা বাড়িয়ে দিয়ে হাতের আর কবজির জোরে বলটা মারা যায়।

হিট সঠিক হলে অনেক সময় বল চলে যায় সোজা-সুজি পয়েন্ট অঞ্চলে। কিন্তু পয়েন্টে সব সময়ই একজন-না-একজন ফিল্ডার থাকেনই। তাই সামান্য একটু দেরি করে হিট করলে বলটা পয়েন্ট-ফিল্ডারের বাঁ পাশ দিয়ে চলে যাবে। তবে অনেক দিনের অনুশীলনের পরেই এভাবে হিট করা উচিত। আরো একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে—স্কোয়ার কাট করার সময় খুব জোরে বলটা মারতে হবে। তাতে একটা সুবিধে হলো যে, সামান্য ভুলের জন্যে যদি ক্যাচও উঠে যায়, তবু খুব জোরে মারার জন্যে ব্যাটস্‌ম্যান রেহাই পেলেও পেয়ে যেতে পারেন।

শুধু ডান পা-ই নয়, বাঁ পা সামনের দিকে বাড়িয়েও অনেকে স্কোয়ার করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান ডন ব্রাডম্যান বাঁ পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অনেক সময় স্কোয়ার কাট করার মতো প্রচণ্ড জোরে হিট করতেন। অবশ্য যারা স্কোয়ার কাট করার কায়দা শিখছে, তাদের ওভাবে চেষ্টা না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

এবার ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে স্কোয়ার কাট করার কায়দাগুলো শিখে নাও।

১নং ছবিতে বোলারের হাত থেকে বল ছোড়া হয়েছে। খেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাটটা ওপরে তুলছেন অর্থাৎ ব্যাক-লিফট করছেন। বলের গতির সঙ্গে তাল দিয়ে তাঁর পা সামান্য সরে এসেছে।

২নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বলটা মারার জন্যে ব্যাটস্‌ম্যান প্রায় প্রস্তুত। ব্যাক-লিফটের শেষ মুহূর্তে ব্যাটস্‌ম্যানের ডান পা এগিয়ে যাচ্ছে বলের লাইনে। তাঁর চোখ বলের ওপর। মাথা কিন্তু নড়বে না। ব্যাটস্‌ম্যান প্রস্তুত হচ্ছেন বলটি মারার জন্যে।

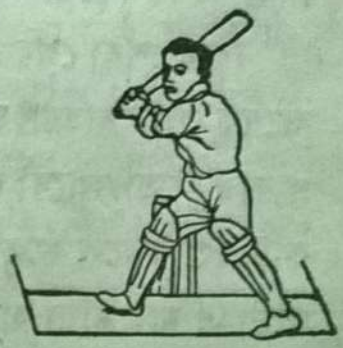

৩নং ছবিটিকে স্কোয়ার কাট করার চরম মুহূর্ত বলা যেতে পারে। বল ব্যাটস্‌ম্যানের প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। ব্যাট তাঁর কাঁধের ওপরে অর্থাৎ ব্যাক-লিফট সম্পূর্ণ। ডান পা এগিয়ে চলে গেছে বলের লাইনে।

শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে বলটা মারার জন্যে ব্যাটস্‌ম্যান এখন প্রস্তুত। চোখ কিন্তু তাঁর বলেরই ওপর।

৪নং ছবিটি হলো ব্যাটে-বলে হবার মুহূর্তটি। ডান পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার। প্রচণ্ড জোরে ব্যাটস্‌ম্যান এখন বলটি মারছেন। এই সময় ব্যাটের ব্লেডটা মাটির দিকে সামান্য বেঁকে থাকবে।

৫নং ছবিটি হলো বলটি মারার পরমুহূর্ত। ব্যাটে-বলে হবার পর বলটা তীব্র-গতিতে পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাটস্‌ম্যানের শরীরের সমস্ত ভার ডান পায়ের ওপর। বাঁ পায়ের টো মাটি ছুঁয়ে থাকবে।

৬নং ছবিটিকে স্কোয়ার কাটের 'ফলো থ্রু' বলা যেতে পারে। প্রচণ্ড জোরে বলটা মারার জন্যে ব্যাটটা চলে গেছে ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ কাঁধের কাছাকাছি। শরীরের ভার ডান পায়ের ওপর। ব্যাটস্‌ম্যানের চোখ তখনো কিন্তু বলের দিকে। অর্থাৎ স্কোয়ার কাট করা শেষ।

কিন্তু শেখা শেষ নয়। 'স্কোয়ার কাট' সম্বন্ধে আমাদের অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে, কারো কারো ভয়ও আছে। কিন্তু ভয় পাবার মতো আদৌ নয় এই মারটি। তবে আগেই বলেছি, স্কোয়ার কাট রপ্ত করতে হলে অনেকদিন ধরে অনুশীলন করতে হবে। অভ্যাস ছাড়া এ মার মারা যায় না, মারতে যাওয়া বোকামি। কারণ একটু ভুল হলেই যে ক্যাচ উঠে যাবে। তাই স্কোয়ার কাট একটু সমঝে করতে হবে।

সবার আগে আমাদের জানতে হবে, 'কাট' জিনিসটা কি আর কেন করতে হয়। কাট দু' রকমের ঃ স্কোয়ার কাট ও লেট কাট। অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাওয়া একটু জোরালো বলেই কাট মারা যায়।

পপিং ক্রীজের ওপর কিংবা খুব কাছে একটু উঁচু হয়ে আসা (মাটিতে পিচ খাওয়ার পর) যে বলগুলো মারার পর পয়েন্ট অঞ্চলের আশপাশ দিয়ে বাউণ্ডারীর দিকে ছুটে যায়, তাকেই বলে স্কোয়ার কাট। স্কোয়ার কাট মারটা একটু চেষ্টা করলে সহজেই আয়ত্তে আনা যায়। ভালো বল দিয়ে বোলার যখন রান তোলা বন্ধ করতে চাইছে আর ফিল্ডাররাও পটাপট বল ধরে ফেলছে, তখনই দরকার মারার মতো বল পেলে স্কোয়ার কাট করে রান তোলার।

হাতুড়ি দিয়ে যেভাবে পেরেক পুঁততে হয়, অনেকটা ঠিক সেই রকম ভাবে বলের মাথার এক পাশে ব্যাট দিয়ে মারাই হলো স্কোয়ার কাট করার আসল কৌশল। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, বলের ঠিক মাথায় না মেরে কেন একটু পাশে মারতে হবে।

বলের মাথায় ব্যাটের ব্লেড দিয়ে যত জোরেই মারা হোক না কেন, বলটা কিন্তু বেশী দূরে যাবে না। মারার পর সেখানেই মাটিতে পড়ে বড় জোর একটু-আধটু গড়িয়ে যাবে। কিন্তু বলের এক পাশে লাগলে বলটা দ্রুতগতিতে ছুটে যাবে বাউণ্ডারীর দিকে।

এবার জানতে হবে, ঠিক কি ভাবে বলটা মারতে হবে। মাটিতে পিচ খাওয়ার পর একটু উঁচু হয়ে বলটা অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বলটা পপিং ক্রীজের কাছাকাছি আসার আগেই ব্যাটস্‌ম্যানের ডান পা-টা অফ স্টাম্পের বাইরে প্রায় বলের লাইনে চলে যাবে এবং পয়েন্টের দিকে মুখ করে থাকবে। আর ডান পায়ের সঙ্গে তাল দিয়ে বাঁ পাটা চলে আসবে পপিং ক্রীজের মধ্যে—প্রায় ক্রীজ ছুঁয়ে থাকবে বাঁ পা। এবার ব্যাক-লিফ্‌ট্‌ করা ব্যাটটা কাঁধের পাশ দিয়ে সজোরে নেমে আসবে—সোজা নয়, একটু বাঁকা অর্থাৎ ক্রসভাবে। বলে

লাগার পরমুহূর্তেই ব্যাটটা ঠিক একই ভাবে ওপর দিকে উঠে যাবে।

স্কোয়ার কাট করার সময় ব্যাটস্‌ম্যানকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। কারণ অফের দিকে ব্যাটস্‌ম্যানের চারপাশে বেশ কয়েকজন ফিল্ডার ক্যাচ লোফার জন্য ওত পেতে বসে আছে। স্কোয়ার কাট মারতে গিয়ে একটু এদিক-ওদিক করলেই ক্যাচ উঠে যাবে। তাই এই মারটি সব সময় জোরে মারাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যদি ক্যাচ একান্তই উঠে যায়, তাহলেও জোরে মারার জন্যে বলটা পয়েন্ট কিংবা গালীতে দাঁড়ানো ফিল্ডারের আয়ত্তের বাইরে গিয়ে পড়বে।

স্কোয়ার কাটের পরেই আসে লেট কাটের কথা। ক্রিকেট খেলার সব থেকে দর্শনীয় মার হলো লেট কাট। আর ঠিক মতো মারতে পারলে রানও ওঠে খুব।

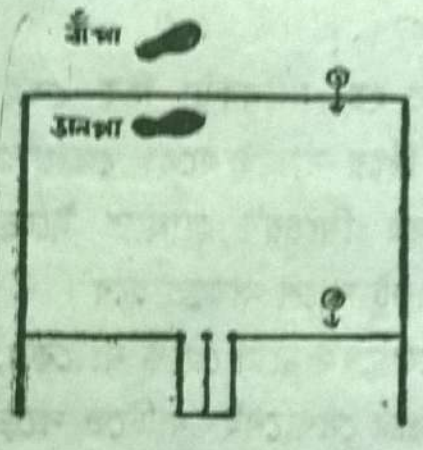

লেট কাট কি? লেটে অর্থাৎ একটু সময় দিয়ে কিংবা একটু দেরি করে যে বলটা কাট করা হচ্ছে, তাকেই বলে লেট কাট। লেট কাটও মারতে হয় অফ স্টাম্পের বাইরের জোরালো এবং সামান্য উঁচু বলগুলোয়। স্কোয়ার কাটের বেলায় বলগুলো যখন পপিং ক্রীজের ওপর, তখন মারা হয়।

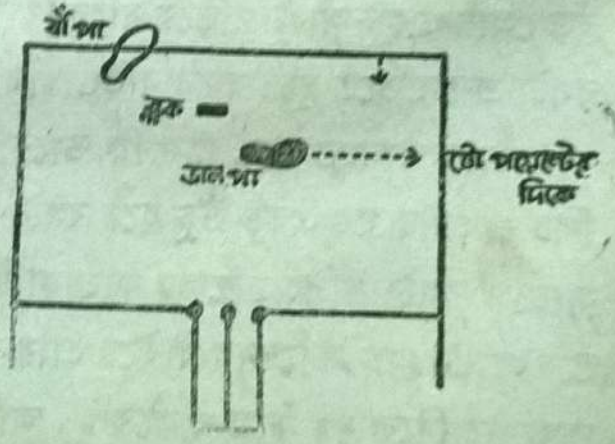

আর লেট কাটের সময় বলটা যখন প্রায় উইকেটের লাইনের কাছে, তখনই মারতে হয়।

লেট কাটের সময় ব্যাটস্‌ম্যানের ডান পা উইকেটের একেবারে

কাছে আর গালীর দিকে মুখ করে থাকবে। বাঁ পা-ও সরে আসবে পপিং ক্রীজের মধ্যে। শরীরের ভারটা প্রায় পুরোপুরি ভাবে পড়বে ডান পায়ের ওপর। ডান পা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটও নেমে আসবে। বলটা যখন উইকেটের পাশ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই ব্যাট দিয়ে বলটাকে ছুঁয়ে দেবার মতো করে মারতে হবে। বলটা তখন স্লিপ কিংবা গালীর পাশ দিয়ে ছুটে যাবে বাউণ্ডারীর দিকে।

লেট কাটের বেলায় আসল জিনিস হলো টাইমিং। সময়ের একটু হেরফের হলে আর দেখতে হবে না। নির্ঘাত ক্যাচ উঠে যাবে আর ব্যাটস্‌ম্যানকে ফিরে আসতে হবে প্যাভেলিয়নে। তাই খেলার সময় প্রায়ই দেখা যায় যে, লেট কাট করার মতো বল পেয়েও ব্যাটস্‌ম্যান মারলেন না।

কিন্তু স্কোয়ার কিংবা লেট কাট কোনটাই খুব একটা কঠিন নয়। তবে নির্ভুলভাবে এই দুটি স্ট্রোক করতে হলে ব্যাটস্‌ম্যানকে দিনের-পর-দিন অনুশীলন করতে হবে। অবশ্য ক্রিকেট খেলার কোন্ মারই বা অনুশীলন ছাড়া ঠিকভাবে মারা যায়!

হুক ও পুল

বাপ্পাকে বলে বলে আর পারলাম না। ও ক্রস ব্যাটে খেলবেই। অথচ ভালো খেলায় স্ট্রেট ব্যাটে না খেললে খুব তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

অফ স্টাম্পের ওপরে বল, অথচ ও ঘুরিয়ে ঝাঁটা চালানোর মতো ব্যাট চালিয়ে মারছে লেগের দিকে। ফস্কে গেলে আর দেখতে হবে

না! আউট, একেবারে বোল্ড! তাই ওকে হুক আর পুল করার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছি। দুটো মারই ক্রস ব্যাটে। সুতরাং ওকে আর পায় কে! শুধু হুক আর পুল করছে আর পটাপট রান তুলছে কিন্তু ও জানে না, একটু বুদ্ধিমান বোলার এলেই ওকে চট করে আউট করে দেবে।

যাই হোক, হুক আর পুল মার দুটো কি আর কেমন করে করতে হয়, তাই আমাদের জানতে হবে সবার আগে। হুক আর পুল কিন্তু একই রকম প্রায়। দুটো মারের মধ্যে তফাত খুবই কম। যে বলগুলো মাটিতে পিচ খাওয়ার পর লাফিয়ে ওঠে (বাম্পার বল) সেই বলগুলোয় হুক করতে হয়।

অফ স্টাম্প কিংবা অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে যে বলগুলো একটু আস্তে আসে, সেগুলোকে ঘুরিয়ে লেগের দিকে মারাকে বলে পুল করা। আর লেগ স্টাম্প, মিডিল স্টাম্প কিংবা লেগ স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা ফাস্ট বলগুলোকে ঘুরিয়ে লেগের দিকে মারাকে বলে হুক করা। হুক আর পুল করতে জানলে খুব তাড়াতাড়ি রান তোলা যায়। আর ফাস্ট বোলাররাও বাম্পার বল দিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানকে ভয় দেখাতে পারে না। কারণ, যে ব্যাটস্‌ম্যান হুক করতে ওস্তাদ, বাম্পার বল পেলে সে ঘুরিয়ে মারবেই বলটা।

হুক মারটা খুব সোজা। বাপ্পা তো একদিনেই শিখে গেছে। কি ভাবে হুক করতে হয় শোন।

ধরা যাক, একটা বল লেগ স্টাম্পের ওপর আসছে আর মাটিতে পিচ খাওয়ার পর অনেকখানি লাফিয়ে উঠেছে। বলটা দেখেই ব্যাটস্‌-ম্যান হুক করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল তার ডান পা স্টাম্প ছাড়িয়ে গেছে, পায়ের টো অনেকটা মিড অফের দিকে। ব্যাট থার্ডম্যানের মুখো। ব্যাটস্‌ম্যানের পা আর শরীর বলের লাইনের বাইরে এমন ভাবে সরিয়ে আনতে হবে, যাতে বলটা বাঁ পাশে থাকে। এইবার কষে হাঁকাতে হবে ব্যাট। ব্যাটে লাগার পর বলটা স্কোয়ার লেগ আর ফাইন লেগের মধ্যে দিয়ে ছুটবে বাউণ্ডারীর দিকে।

১নং ছবিটা হচ্ছে বলটা মারার আগের মুহূর্তের আর ২নং নম্বর ছবিটা হলো বলটা মারার পরের মুহূর্তের অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় কি দেখা যাচ্ছে? ব্যাটস্‌ম্যানের সমস্ত শরীরটা ঘুরে গেছে লেগের দিকে। ব্যাটের ব্লেড রয়েছে উইকেট-রক্ষকের দিকে পেছন করে। ব্যাটস্‌ম্যানের খুব স্কোয়ার লেগের দিকে। বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে ব্যাটস্‌ম্যানের শরীরটা ঘুরে গেছে।

বল মারার আগের মুহূর্ত

পুলও অনেকটা একই ধরনের মার। ডান পা এবারও অফের দিকে একেবারে বলের লাইনের বাইরে সরে যাবে। আর বলটা যখন ব্যাটস্‌ম্যানের পায়ের টো-এর কাছাকাছি আসবে, তখন ঘর ঝাঁট দেবার মতো করে ব্যাট চালাতে হবে। এবারও বাঁ পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে ব্যাটস্‌ম্যানের শরীরটা ঘুরে যাবে।

হুক কিংবা পুল করতে হলে ব্যাটস্‌ম্যানকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে আর সময় সম্বন্ধে থাকতে হবে সাবধান। কারণ, একটু এদিক-ওদিক হলেই বলটা ফস্কে যাবার সম্ভাবনা। হুকের বেলায় তো ব্যাটস্‌ম্যানের গায়ে আঘাতই লেগে যেতে পারে।

ব্যাটস্‌ম্যানকে আগেই দেখে নিতে হবে, লেগের দিকে কত জন ফিল্ডার আছে এবং অন্যরা কে কোথায় আছে। সেই বুঝে বল উঁচু করে কিংবা নীচু করে মারবে ব্যাটস্‌ম্যান।

তা ছাড়া সময়ের গোলমাল হলে ক্যাচও উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

বাপ্পা যখন একদিনেই হুক আর পুল করতে শিখে গেছে, তখন মনে হয় সকলেই খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিতে পারবে এই মার দু'টির কায়দা। আর যাই হোক, হুক আর পুল মোটেই কঠিন নয়। ক'দিন একটু প্রাকটিস করলেই হলো।

বোলিং শেখার গোড়ার কথা

ভারতে সত্যিকারের ভালো ফাস্ট বোলার এখন একজনও নেই। যাঁরা একটু-আধটু জোরে বল করতে পারেন, তাঁদের তো আর ফাস্ট বোলার বলা যায় না। অথচ ভারতীয় দলে যদি এখন অন্তত একজনও ফাস্ট বোলার থাকতেন, তাহলে আর দেখতে হতো না। শুধু স্পিন বোলারদের ওপর নির্ভর করেই আমরা হারিয়েছি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ইংলণ্ডের মতো দলকে। এর ওপর যদি দলে ফাস্ট বোলার থাকতেন, তাহলে হয়তো ভারতই হতো বিশ্বের সেরা দল।

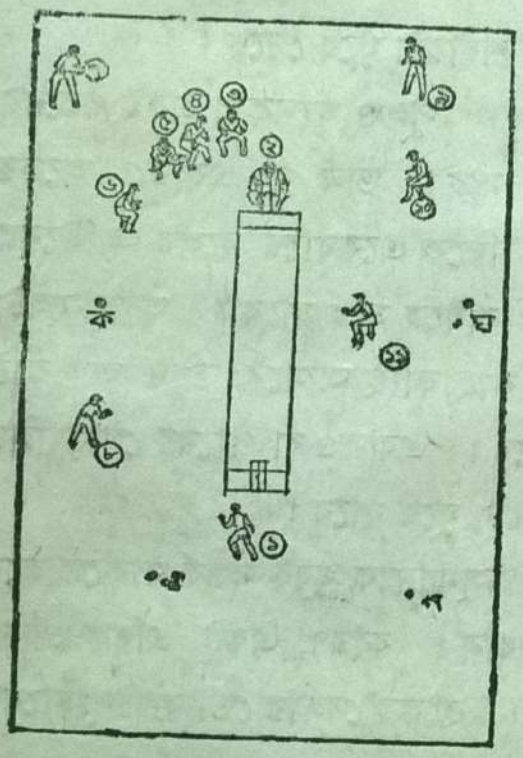

ফাস্ট বোলারের ফিল্ড

অথচ অমর সিং, নিসার, সুঁটে ব্যানার্জীর মতো সত্যিকারের ফাস্ট বোলার তো এককালে আমাদের দেশে ছিলেন। তাহলে আজ কেন একজনও ফাস্ট

বোলারকে খুঁজে পাওয়া যায় না? সত্যিই কি ফাস্ট বোলার হওয়া খুব একটা কঠিন কিছু?

মোটেই না। ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করলে যে কেউই ফাস্ট বোলার হতে পারে। তবে তার জন্য চাই অনুশীলন, চাই পরিশ্রম করার ক্ষমতা। সেই জন্যে ব্যায়াম করে শরীরটাকেও গড়ে তুলতে হবে। লম্বা-চওড়া, শক্ত-সমর্থ চেহারা হলে খুব সহজেই ফাস্ট বোলার হওয়া যায়। অবশ্য ছোট-খাটো চেহারা নিয়েও যে ফাস্ট বোলার হওয়া যায় তার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বেশী দূর যাবার দরকার নেই, আমাদের রামকান্ত দেশাই-এর কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। চেহারাটি ছোট-খাটো হলেও দেশাই-এর বলে কিন্তু ছিল দারুণ জোর। আর অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল? তাঁর মতো ফাস্ট বোলারের জুড়ি মেলা ভার। অথচ লিণ্ডওয়ালের চেহারা এমন কিছু দশাসই ছিল না।

তবে হ্যাঁ, ফাস্ট বোলার হতে গেলে শরীরে শক্তি থাকার দরকার যথেষ্ট। সেইসঙ্গে চাই পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর দম। ফাস্ট বোলারদের অনেকটা ছুটে এসে বল করতে হয়। তাই তাঁদের যেমন চাই দম তেমনি দরকার পরিশ্রম করার ক্ষমতা। তা না হলে দু-এক ওভার বল করার পরই হাঁপিয়ে পড়বেন তাঁরা। বেশীক্ষণ বলও করতে পারবেন না।

ফাস্ট বোলার হতে গেলে অনুশীলন করে করে এর আগে বোলারদের রান আপ, ডেলিভারী ও ফলো থ্রু খুব ভালো-ভাবে রপ্ত করে নিতে হবে। বল নিয়ে ছুটে আসা, ডেলিভারী

করার আগের মুহূর্তে শরীরটাকে পেছনের দিকে হেলানো, তারপর বল ছোঁড়া, ও ফলো থ্রু যাতে নিখুঁত হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। তাছাড়া লেংথ, ডাইরেকশন ও অ্যাকুইরেসিও যেন ঠিক থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—বল নিয়ে বোলারকে কতটা ছুটতে হবে? এটা কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করে বোলারের ওপর। যতটা ছুটে গেলে সুবিধে হচ্ছে মনে হবে, বোলার ততটাই ছুটবেন। কেউ আট-দশ স্টেপ, কেউ পনেরো, কেউ বা আরো বেশী। একটু বাড়িয়ে-কমিয়ে রান আপটা ঠিক করে নিতে হয়। যদি মনে হয়, আর একটু বেশী ছুটলে সুবিধে হচ্ছে, তাহলে একটু বেশী ছোটাই ভালো। আবার যদি মনে হয়, একটু কম ছুটলে বল করতে সুবিধে হচ্ছে, তাহলে কম ছোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এ বিষয়ে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। যার যেমন সুবিধে, ঠিক তেমনটি করা উচিত।

ছুটে এসে বলটা করার ঠিক আগের মুহূর্তে শরীরটাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে দিতে হবে। ডেলিভারীর ঠিক আগে ছোট্ট একটা লাফ আর তার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা পেছনের দিকে বেঁকে যাবে। যতটা সম্ভব বেঁকাতে হবে। শরীরটা যত বেঁকবে, বলের জোরও বাড়বে তত। কারণ ঐভাবে বল করলে শরীরের শক্তি বলের সঙ্গে যাবে আর বলের জোরও বাড়িয়ে দেবে। ডেলিভারীর সময় শরীরটা ডান পাশে বেঁকে যাবে আর তখন বাঁ কাঁধটা থাকবে ফাইন লেগের দিকে। বল ছাড়ার মুহূর্তে শরীরের সব ভার গিয়ে পড়বে বাঁ পায়ের ওপর। শরীরটাও আস্তে আস্তে বাঁ দিকে ঘুরে যাবে আর বল ছোঁড়ার পর বোলারের ডান কাঁধটা থাকবে ব্যাটস্‌ম্যানের দিকে মুখ করে। বাঁ হাতটা বাঁ কোমর ঘেঁষে পেছনের দিকে চলে যাবে। আর তার পেছনেই যাবে ডান হাতটা। এর পর শরীরের ভার সামলাতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অফের দিকে সরে যেতে হবে যাতে পিচ না নষ্ট হয়।

শুধু জোরে বল করলেই কি আর ব্যাটস্‌ম্যানদের আউট করা

যায়? অনেক সময়ই যায় না। তাই ফাস্ট বোলারদের অনেক রকম কায়দা-কানুন করতে হয়। এর মধ্যে 'বাম্পার' আর 'সুইং'ই হলো মারাত্মক অস্ত্র। পিচের ওপর পড়ে যে বলগুলো অনেকখানি লাফিয়ে ওঠে সেগুলোকে বলে বাম্পার। আর সুইং হলো বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর যে বলগুলো ধনুকের মতো বেঁকে উইকেটের দিকে ছুটে যায়।

বাম্পার বল দেওয়া খুব সহজ। বাম্পার দিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের একাগ্রতা যেমন নষ্ট করে দেওয়া যায়, তেমনি ভীতু ব্যাটস্‌ম্যানকেও ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। একটু শক্ত পিচে খুব ফাস্ট বল একটু বেশী সট পিচ হলেই লাফিয়ে ওঠে। তাছাড়া বোলার ইচ্ছে করলে পিচের ওপর ঠুকে বাম্পার বল দিতে পারেন। তবে বাম্পার দিতে হলে বল সত্যি সত্যিই ফাস্ট হওয়া চাই।

ফাস্ট বোলাররা অনেক সময় ব্যাটস্‌ম্যানদের ব্যাটের ডগায় অর্থাৎ ঠিক পপিং ক্রীজের ওপর বলের পিচ ফেলেন। আর ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট তুলতে গেলে ব্যাটের তলা দিয়ে গলে বলটি উইকেট ভেঙে দেয়। এই বলগুলিকে 'ইয়র্কার বল' বলে। যে বলগুলো সোজাসুজি উইকেটের ওপর এসে পড়ে তাদের 'সুইং বল' বলা হয়।

তবে ফাস্ট ও মিডিয়াম ফাস্ট (পেস বোলার) বোলারদের প্রধান অস্ত্র হলো সুইং। এক নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে বোলারের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর বলগুলো কিভাবে ধনুকের মতো বেঁকে উইকেটের দিকে ছুটে যায়। সুইং দু রকম—ইন সুইঙ্গার ও আউট সুইঙ্গার। যে বলটা পিচ খেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানের পায়ের দিক অর্থাৎ লেগের দিকে বেঁকে যায়, তাকে বলে ইন সুইঙ্গার আর যে বলগুলো অফের দিকে বাঁক খায়, তাকে বলে আউট সুইঙ্গার।

সুইং বল করা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়। এর জন্যে চাই দিনের-পর-দিন অনুশীলন। আর নতুন বলে অর্থাৎ যতক্ষণ বলে পালিশ থাকে ততক্ষণই সুইং করানো সম্ভব। আবহাওয়া যদি মেঘলা থাকে, তাহলে তো বোলারদের পোয়া বারো! বল দারুণ সুইং করবে।

পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে ইন সুইঙ্গার বল কিভাবে ধরতে হয়। ছবিটা ভালোভাবে দেখো। বলের সেলাইটা আছে তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে, বুড়ো আঙুল আছে ঐ আঙুলের নীচে আর মাঝের আঙুলটা প্রায় সেলাই-এর ওপরে। বলের সেলাইটা থাকবে ফাইন লেগের দিকে। বলটা খুব চেপে না ধরে হালকাভাবে ধরতে হবে। বল সুইং করানোয় এই গ্রিপ অর্থাৎ বল ধরার কায়দাই কিন্তু আসল।

বল ছোঁড়ার অর্থাৎ ডেলিভারীর সময় বোলারের বাঁ পা ডান পায়ের লাইন ছাড়িয়ে অন-এর দিকে না নিয়ে রাখতে হবে অফ-এর দিকে অর্থাৎ সামান্য একটু বাঁয়ে। বলটা ছুঁড়তে হবে যতটা সম্ভব উঁচু থেকে। বল করার পর ডান হাতটা বাঁ দিকের কোমরের পাশ ঘেষে না গিয়ে যাবে ডান উরুর পাশ দিয়ে। উইকেটের গা ঘেঁষে

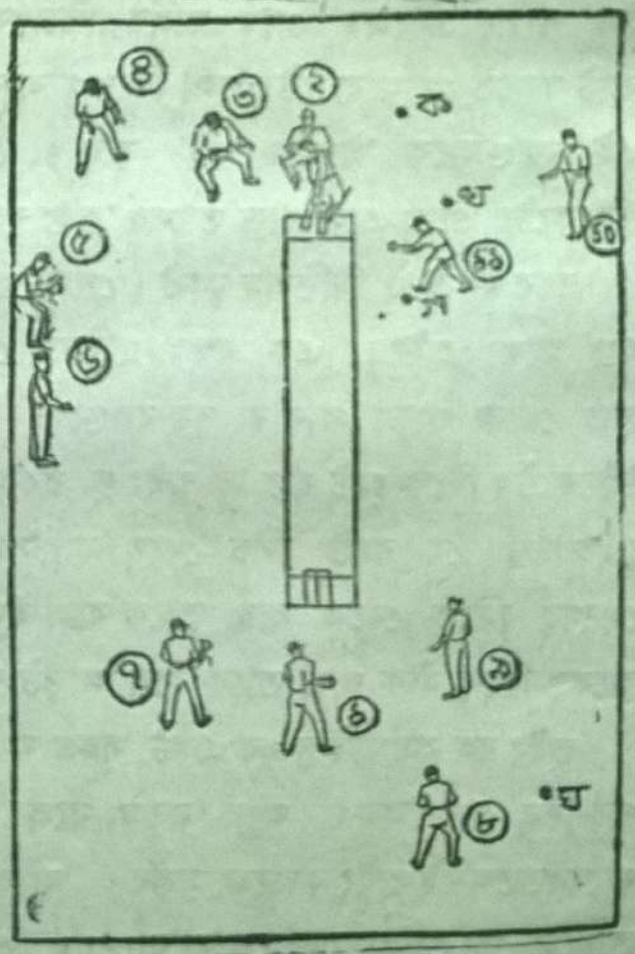

ইন সুইঙ্গারের ফিল্ড

ডেনিস লিলি

সঞ্জয় মঞ্জরেকার

অমলান মজুর

নরেন্দ্র হিরওয়ানি

ইয়ান বথাম

বল করাই ভালো। বোলারের নিশানা হবে অফ স্টাম্প। পাশের ছবিতে দেখানো হয়েছে ইনসুইং বল করার সময় কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হবে।

ইন সুইং-এর চেয়ে ব্যাটস্‌ম্যানদের কাছে আউট সুইঙ্গার আরো বেশী ভয়ের। ছবিতে দেখানো হয়েছে আউট সুইঙ্গার বল কিভাবে ধরতে হয়। তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যিখানে থাকবে বলের সেলাই। বুড়ো আঙ্গুল থাকবে নীচের দিকে আর সেলাই-এর নীচেই। বলের সেলাইটা থাকবে ফাস্ট শ্লিপের দিকে মুখ করে। স্টাম্পের গা ঘেঁষে বল করাই ভালো। কখনো কখনো রিটার্ন ক্রীজের গা ঘেঁষেও বল করা চলে। আউট সুইঙ্গারের নিশানা হবে মিডল স্টাম্প। আউট সুইঙ্গার বল দেবার সময় মাঠে কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হবে পাঁচ নম্বর ছবিতে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ফাস্ট বোলার হতে হলে

ভারতীয় ক্রিকেট দলে স্থান পাওয়ার খুব সহজ উপায় আছে। যত ভালোই ব্যাট্‌স্‌ম্যান বা ফিল্ডার হও না কেন, কিংবা তোমার বল পিচ পড়ে স্প্রিংয়ের মত যতই লাফিয়ে উঠুক না কেন, কোথাও না কোথাও তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু একটা বিষয়ে যদি অভ্যেস করে সুনিপুণ (expert) হতে পার, তাহলে মার দিয়া কেল্লা। তখন ভারতীয় দল থেকে তোমার নাম কাটে কে?

রান আপের শুরুতে গ্রিপ ঠিক করে নিয়েছে

কথাটা যে কত সত্যি সেটা লালা অমরনাথের কথা শুনলেই বোঝা যাবে। একদিন তিনি ইডেন উদ্যানে টেস্ট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মন্তব্য করেছিলেন, ফাস্ট বোলার হলেই ভারতীয় দলে প্রবেশ করা সোজা, অথচ এ দিকটায় কেউ নজর দেয় না।

লালা সাহেব তো বলে খালাস। কিন্তু ফাস্ট বোলার হতে গেলে যে সব শারীরিক গুণ থাকা দরকার তা তো সকলের সমান থাকে না।

প্রথম গুণ হল ভালো স্বাস্থ্য আর গায়ের জোর। কুম্ভকর্ণেরও স্বাস্থ্য ভালো আর গায়ের জোর ছিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ হলে ভালো ফাস্ট বোলার হবে না, কারণ স্বাস্থ্য ও জোরের সঙ্গে চাই গুরুতর পরিশ্রম।

যারা ফাস্ট বোলার হতে চায় তাদের ব্যায়াম করে, ছোটা অভ্যেস করে রীতিমত দম বাড়াতে হবে আর সেই সঙ্গে দৈহিক ওজনও বাড়িয়ে যেতে হবে।

এসব গুণ ছাড়াও আর একটি বড় গুণ হল শরীরের দীর্ঘতা। লম্বা লোকেরা খর্বাকৃতি বোলারের চেয়ে বেশী জোরে বল দিতে পারে। তবে এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, যেমন—লারউড, লিণ্ডওয়াল, দেশাই ইত্যাদি। কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম এক-আধজনের পক্ষে সম্ভব, সাধারণ নিয়মটা সকলের পক্ষে প্রযোজ্য।

ফাস্ট বোলার হতে গেলে চারটে বিষয়ে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে,—রান আপ, ডেলিভারী, অ্যাকিউরেসি ও ফলো থ্রু।

প্রথমেই বলি বল নিয়ে ছোটার অর্থাৎ রান আপের কথা। জোরে বল করতে হলে ছুটতেই হবে। এই ছোটারও একটা কায়দা আছে।

কত দূর থেকে ছুটে এসে বল করলে তোমার বল করতে সুবিধা হবে, তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে। ধর পনের স্টেপ ছুটে তুমি

বল কর। কিন্তু তাতে তোমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। তখন স্টেপ কমিয়ে-বাড়িয়ে রান আপ ঠিক করে নেবে। অধিকাংশ নাম-করা বোলারই দেখা যায় বিজোড় সংখ্যক স্টেপ রান আপ নেন। কেউ সতের, কেউ উনিশ প্রভৃতি। বাঁ পা দিয়েই ছোটা শুরু করা ভালো। কেউ কেউ আবার ডান পা দিয়েও নেন। তবে বাঁ পা'তেই বেশী সুবিধে। বল করার আগে ছোটাটা হবে খুব সহজ আর তালে তালে। দেখবে যেন কোনমতেই তাল কেটে না যায়। প্রথমে একটু আস্তে আস্তে, তারপর জোরে, আর বল ডেলিভারী করার আগে ছোটা হবে সব থেকে জোরে। একটানা অভ্যেস করতে করতে দেখবে 'রান আপ' ঠিক হয়ে গেছে। আবার সেই পুরোন কথা বলি। যে ভাবে আর যেখান থেকে ছুটলে তোমার বল করতে বেশী সুবিধে হবে, তুমি সেইখান থেকেই ছুটবে। কারণ নিজের সুবিধে তুমি নিজেই ভালো বুঝতে পারবে। বল নিয়ে ছোটা শুরু করার আগে বল কোথায় ফেলবে, সুয়িং দেবে কি বাম্পার দেবে, সেটা ঠিক করে ভেবে নেবে। ছোটার সময় বল যেখানে পিচ ফেলতে চাও সেদিকে চোখ রাখবে। আর শরীরটাকে রাখবে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে। বল নিয়ে ছোটা শুরু করার আগেই গ্রিপ ঠিক করে নিও।

সব ভারটাই পড়ল ডান পায়ের ওপর, ডান পা বোলিং ক্রীজের সঙ্গে সমান্তরাল; টোস্টাম্পের দিকে।

তোমরা যারা বয়সে ছোট তারা কিন্তু বেশী দৌড়ুবে না। দশ পা'র বেশী না দৌড়নই ভালো। বেশী দৌড়লে দেখবে তোমাদের

বল খারাপ হয়ে যাচ্ছে—বলের গতিও কমে গেছে। পনের ষোল বছরের পর রান আপ একটু একটু করে বাড়িয়ে ঠিক করে নিও। আবার বলি ফাস্ট বোলার হতে গেলে এই রান আপের ওপর খুব বেশী জোর দিতে হবে। কারণ ছোটাটা মাপা সময়ের মধ্যে করতে না পারলেই 'নো বল' হয়ে যাবে। তাই ভাবী ফাস্ট বোলারদের ছোটার কায়দা শিখে নিতে হবে সবার আগে।

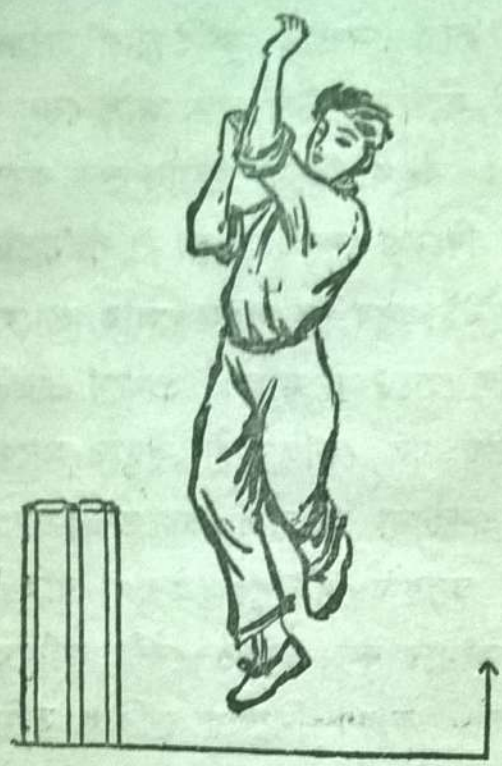

দু' পা শূন্যে উঠেছে—বল ধরা হাত মুখের কাছে, বাঁ হাত ওপর দিকে যাচ্ছে আর শরীর সঙ্গে সঙ্গে পিছনে হেলে যাচ্ছে।

রান আপের পরেই আসবে ডেলিভারী অর্থাৎ বল ছোড়ার কায়দার কথা। রান আপের মত ডেলিভারীর কায়দাও ফাস্ট বোলারদের ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। বল করার আগের মুহূর্তের অবস্থাও ফাস্ট বোলারের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়।

রান আপের শেষে অর্থাৎ বোলার যখন বোলিং ক্রীজের খুব কাছে এসে গেছে এবং বল ছোড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ছোট্ট একটা লাফ দিতে হবে। লাফিয়ে উঠে শরীরটাকে যতটা সম্ভব পেছনের দিকে বেঁকিয়ে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে শরীরটা ডান দিকে সামান্য ঘুরোতে। বল-ধরা হাতটা তখন মুখের কাছাকাছি থাকবে আর অপর হাতটা ওপরের দিকে উঠে যাবে আস্তে আস্তে। সেই সময় শরীরটা যতটা সম্ভব সহজ করে রাখতে হবে। চোখের দৃষ্টি থাকবে বোলারমুখো অর্থাৎ নিশানার দিকে।

পা আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। দেহটা পেছনের দিকে হেলান

থাকায়, শরীরের সমস্ত ভারটাই পড়ল ডান পা'র ওপর। পা-টা বোলিং ক্রীজের সমান্তরাল করে রাখার আর শরীরটাকে ডান দিকে এমনভাবে বাঁকানর চেষ্টা করতে হবে যাতে বাঁ কাঁধটা ফাইন লেগমুখো থাকে। ফলে বোলারের বুক থাকবে মিড-অনের দিকে মুখ করে। বাঁ হাতটা ওপরের দিকে আর বল-ধরা অর্থাৎ ডান হাত আস্তে আস্তে নীচের দিকে নামতে থাকবে। তবে বোলারের দৃষ্টি সব সময়ই পিচের ওপর থাকবে। এই অবস্থায় বাঁ পা-টা আছে শূন্যে আর পায়ের টো আছে স্টাম্পমুখো।

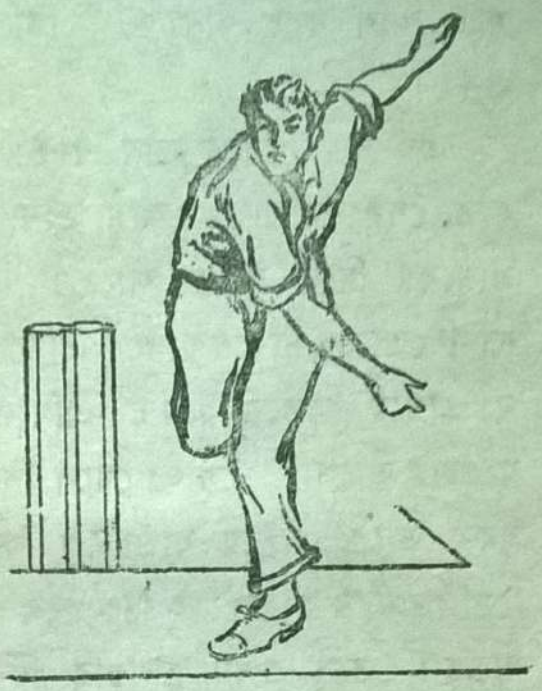

ফলো থ্রুতে হাত উরুর কাছ দিয়ে ঘেঁষে গেছে।

এবার বাঁ পা-টা নেমে এসে মাটি স্পর্শ করবে—পায়ের গোড়ালি মাটিতে আগে নামবে। বাঁ পা ডান পায়ের কাছাকাছি নামাতে হবে, তা নইলে শরীরের ব্যালেন্স বজায় রাখা যাবে না। বাঁ পা মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে পা-টাই শরীরের ভার রাখবে। বাঁ কাঁধ বাঁ দিকে ঘুরে যাবে। ডান হাত মাথার ওপরে উঠবে আর বাঁ হাত নেমে যাবে নীচে। বল-ধরা অর্থাৎ ডান হাতটা মাথার ওপরে আছে। সেখান থেকেই বল ডেলিভারী করতে হবে। যতটা সম্ভব ওপর থেকে বল ছোড়াই উচিত। এতে বল ভালো হওয়া ছাড়াও বোলার ইচ্ছেমত বলের ধরন সহজে পালটাতে পারে। হাত থেকে বল ছেড়ে দেবার মুহূর্তে হাতটাকে খুব জোরে সামনের দিকে ঠেলে দিতে হবে। বল হাত থেকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোলার বাঁ দিকে ঘুরে যাবে। তার বুক ব্যাট্‌স্‌ম্যানমুখো হবে। সেই সময় শরীরের

সমস্ত ভার বাঁ পায়ের ওপর থাকবে। ডান পায়ের টো-টা শুধু মাটি স্পর্শ করে থাকবে। চোখের দৃষ্টি তখনও থাকবে পিচের ওপর।

এর পর দেখবে ডান পা-টা ভাঁজ হয়ে ওপরে উঠে গেছে। বাঁ হাত পেছনের দিকে আর ডান হাত উরুর পাশ ঘেঁষে! শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। এই সময় বুঝতে পারবে কি একটা শক্তি তোমায় সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। তখন বোলারকে কয়েক পা এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে বাঁ দিকে অর্থাৎ অফের দিকে যাওয়াই ভালো। সোজা গেলে পিচ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই রকম ভাবে এগিয়ে যাওয়াকে 'ফলো থ্রু' বলে। 'রান আপ' আর 'ডেলিভারী'র কায়দা ঠিক ঠিক হলে দেখবে 'ফলো থ্রু' আপনিই হয়ে যাচ্ছে। তবে প্রথম দু' চার দিন বেশ অসুবিধে হবে, কষ্টও হবে। বলও খারাপ হবে। কিন্তু তাতে পিছিয়ে না গিয়ে বরং নতুন উৎসাহে আরো নিখুঁত করে রান আপ, ডেলিভারী আর ফলো থ্রুর কায়দা প্র্যাক্টিস করতে হবে।

এর পর হল অ্যাকিউরেসি। সবার আগে লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক করে নিতে হবে। লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক না হলে কোন রকমেই ভালো বল করতে পারবে না। ভালো বোলার হতে হলে ঐ দুটো জিনিসের ওপর খুব নজর রাখতে হবে। আর দিনের পর দিন অভ্যাস করে করে সবার আগে ঐ দুটিকে আনতে হবে নিজের আয়ত্তে।

প্রথমে চেষ্টা করো বল সোজা করতে। বল যেখানে খুশি পড়ুক, ক্ষতি নেই। সোজা হলেই হল। তবে সে সময়েও রান আপ, ডেলিভারী সব কিছুই ঠিক ঠিক হওয়া চাই। বলের ডিরেকশন অর্থাৎ যখন তোমার সব বলই সোজা যাচ্ছে, তখন বুঝবে তোমার ডিরেকশন প্রায় ঠিক হয়েছে, তখন চেষ্টা করতে হবে লেংথ-এ বল ফেলতে। স্টাম্পের সামনে ফুট তিন-চার দূরে একটা চৌকো ঘর মত নিয়ে চেষ্টা

কর প্রত্যেকটা বল সেখানে ফেলতে। প্রথম প্রথম মোটেই পড়বে না, কিন্তু বার বার চেষ্টা করার পর দেখবে তোমার বল ঐ চৌকো ঘরের মধ্যেই পড়ছে প্রত্যেকবার। যখন দেখবে যে তুমি যেখানে খুশি বল ফেলতে পারছ ইচ্ছেমত, তখন বুঝবে তোমার লেংথ ঠিক হয়ে গেছে। এই লেংথ আর ডিরেকশনই হল বোলিং-এর সব থেকে বড় কথা, তা সে ফাস্ট বলই হোক কিংবা স্পিন বলই হোক।

তবে ফাস্ট বোলারকে একই সঙ্গে নজর রাখতে হচ্ছে রান আপ, ডেলিভারী, ফলো থ্রু ও অ্যাকিউরেসি এই চারটে জিনিসের ওপর। এর কোনটা অবহেলা করলে চলবে না।

বোলারকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে এক ধরনের বল কোনমতেই বার বার দেওয়া চলবে না। তাহলে ব্যাট্স্‌ম্যান সহজে বুঝতে পারবে, ফলে তার আর খেলতে কোন অসুবিধে হবে না। তাই বোলারকে কোন বল আস্তে, কোনটা বা জোরে দিতে হবে, তা ছাড়া বাম্পার বিমার তো আছেই। সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে না করাই ভালো। অন্য সময় বাম্পার বল দেওয়া শিখবে।

তবে রান আপ, ডেলিভারী সব ঠিক রেখে আস্তে বল দেবার সহজ উপায় হল আঙুল দিয়ে না ধরে বলটাকে হাতের তেলো দিয়ে ধরা, আর বল ডেলিভারী করার সময় ডান হাত একটু আস্তে ছাড়া। এভাবে বল দিলে বল অনেক আস্তে যাবে, অথচ ব্যাট্স্‌ম্যান বুঝতে পারবে না। ফলে সে সহজ ক্যাচ তুলে দেবে।

এ ছাড়া একটা বল ফুল টস, একটা ইয়র্কার, কোনটা গুড লেংথ, আবার একটা শর্ট পিচ বল দিয়েও দেখতে পার। অফে আর লেগে বল দিয়ে খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে কোন দিকে ব্যাট্স্‌ম্যানের একটুও দুর্বলতা আছে কি না। যদি থাকে তাহলে তো কথাই নেই। তখন ইচ্ছেমত ব্যাট্স্‌ম্যানকে নাজেহাল করতে পারবে।

এই ফাস্ট বলের জন্যে আব্বাস আলি বেগ পশ্চিম বাংলার হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড় কিংএর হাতে আহত হয়ে আউট না হলে

হায়দরাবাদের সঙ্গে জিততে পশ্চিমবাংলাকে রঞ্জি ট্রফিতে এবার বেশ বেগ পেতে হত। আবার বোম্বের সঙ্গে খেলায় ইঞ্জিনিয়ার কিংএর ফাস্ট বল মেরে তাড়াতাড়ি রান তুলেছেন।

তবে ফাস্ট বোলারদের সব থেকে বড় সম্পদ হল সুইংগার বল। সুইংগার বল দু'রকমের, ইন সুইংগার ও আউট সুইংগার।

সুইংগার বল করার সোজা উপায়

ভালো ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আউট করা খুবই কষ্টকর। যে ভাবেই বল দাও না কেন, দেখবে ব্যাট্‌স্‌ম্যান নিখুঁত ভাবে খেলছে আবার রানও নিচ্ছে। ফাস্ট বলকে কেয়ার করে না, স্লো বলেও পরোয়া করে না। একটার পর একটা রান নিচ্ছে ব্যাট্‌স্‌ম্যান।

আউট সুইং বল ধরার কায়দা

তাই ব্যাট্‌স্‌ম্যানের রান নেওয়া বন্ধ করা আর তাকে আউট করার জন্যে আস্তে আস্তে বের করা হলো বোলিংএর বিভিন্ন কারিকুরি। সুইং বল আবিষ্কারের পেছনে আছে ঠিক একই কারণ। আজকাল ফাস্ট বোলারদের সুইং বল হলো ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আউট করার প্রধান অস্ত্র।

ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আউট করার প্রধান অস্ত্র হলেও, এই অস্ত্র সব সময় ব্যবহার করা যায় না। ফাস্ট বোলাররা শুধু নতুন বলেই সুইং করাতে পারে। বলের পালিশ অর্থাৎ চকচকে ভাবটা কমে গেলে বল আর সুইং করবে না। তাই খেলার মাঠে দেখবে ফাস্ট বোলাররা বলটা তাদের প্যান্টে ঘষে ঘষে চকচকে করার চেষ্টা

করে। কারণ বল যতক্ষণ চকচকে থাকবে, অর্থাৎ বল যতক্ষণ সুইং করবে ততক্ষণ ফাস্ট বোলাররা মারাত্মক বল করতে পারে। সুইং বল ধনুকের মতো বেঁকে আসে। অনেক সময় ব্যাট্‌স্‌ম্যান বাইরের বল ভেবে ছেড়ে দেয়, বলটা যে সুইং করে উইকেটের ভেতর ঢুকবে তা বুঝতেও পারে না; ফলে আউট হয়ে যায়। ছবিতে দেখো সুইং বল কেমন ভাবে বেঁকে আসে।

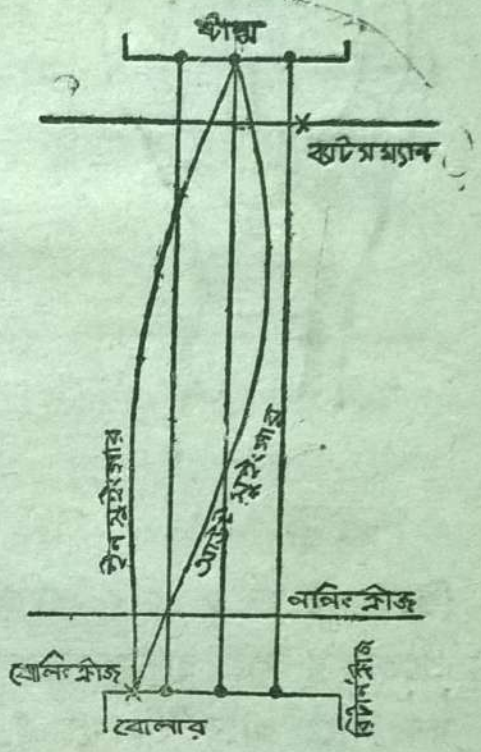

সুইং বল দু'রকমের। যে বলগুলো অফ থেকে লেগের দিকে বেঁকে যাচ্ছে সে বলগুলোকে ইন সুইংগার আর লেগ থেকে অফের দিকে বেঁকে যাওয়া বলগুলোকে আউট সুইংগার বল বলা হয়। পাশের ছবিটা দেখে বুঝতে পারবে। এই দু'রকম বলের আবার গ্রিপ থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই আলাদা। তবে একটা কথা মনে রেখো, মেঘলা আবহাওয়ায় বল যতোটা সুইং করবে, ঠিক ততোটা করবে না শুকনো খটখটে আবহাওয়ায়।

প্রথমে আমরা ইন সুইংগার বল করা শিখি, তারপর আসব আউট সুইংগারের কথায়। আগেই বলেছি যে বলগুলো অফ থেকে লেগের দিকে যায়, তাকেই আমরা ইন সুইংগার বল বলি। ছবিতে দেখো ইন সুইংগার বল কেমন করে ধরতে হয়। ছবির মতো আলতো করে বলটা ধরো। বলের সেলাইটা থাকবে তর্জনী আর মাঝের আঙুলের মধ্যে। ঐ দুটি আঙুলের তলায় থাকবে বুড়ো আঙুল। আসলে বলটা বুড়ো আর ক'ড়ে আঙুল ও তার ওপরের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে থাকবে। বলের সেলাইটা থাকবে

ফাইন লেগমুখো। তবে বোলার নিজের সুবিধার জন্যে আঙুলগুলো একটু এদিক ওদিক করে গ্রিপের সামান্য পরিবর্তন করতে পারে।

বল করার মুহূর্তে বোলার বাঁ পাটা একটু বাঁদিকে চেপে রাখবে অর্থাৎ বাঁ পা অফের দিকে আসবে। যতো উঁচু থেকে বল ছোড়া যাবে বল ততোই ভালো হবে। হাতের মোচড়টা ডানদিকে হওয়ায়, ডান হাতটা দেখবে আপনি বোলারের ডান পায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

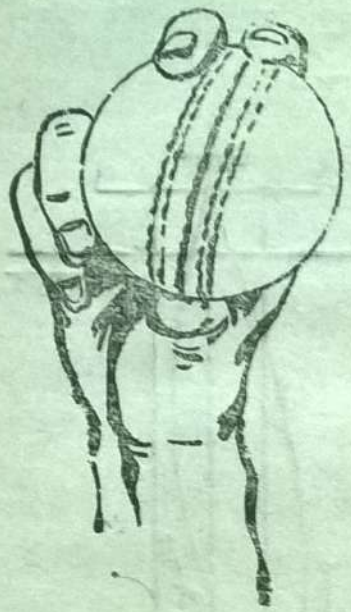

ইন সুইংএর গ্রিপ।

ইন সুইং বলের নিশানা অফ স্টাম্প কিংবা অফ স্টাম্পের একটু বাইরে করা ভালো। আর এমন ভাবে বল করতে হবে যাতে ব্যাট্‌স্‌ম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে বাধ্য হয়। বলের পালিশ বেশীক্ষণ থাকে না তাই বোলার চেষ্টা করবে যাতে সব সময়ই সে লেংথ আর ডিরেকশন বজায় রেখে এমন ভাবে বল করতে পারে যাতে তার প্রত্যেকটা বলই ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে খেলতে হয়। ইন সুইং বোলিংএর সময় মাঠে কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হয়, ছবি এঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো।

আউট সুইংগার বল কাকে বলে আগেই বলেছি। এবার পরপৃষ্ঠায় ছবিতে দেখো আউট সুইংগার বলের গ্রিপটা কেমন। অনেকটা ইন সুইংগারের মতো হলেও লক্ষ্য করো যে তর্জনী আর মধ্যমা আছে সেলাইএর দু'পাশে, বুড়ো আঙুল আছে সেলাইএর তলায়। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বলটা ধরো। সেলাইটা শ্লিপের দিকে মুখ করে থাকবে। বল করার সময় লেগ স্টাম্প নিশানা করাই ভালো, তবে দরকার হলে মিড্‌ল স্টাম্পেও করতে পারো। লেগ স্টাম্পের বাইরে নিশানা করলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান প্যাড প্লে করবে

আর অফ স্টাম্পে করলে তো সুইং করে বল উইকেটের বাইরে চলে যাবে। ফলে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আর সে বল খেলতে হবে না।

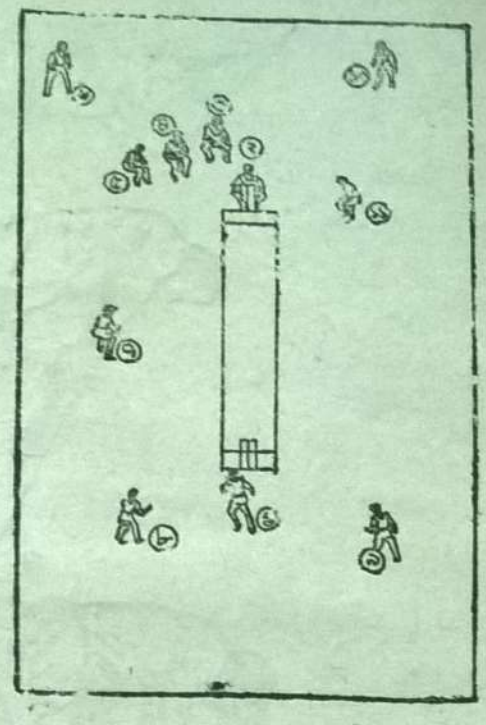

আউট সুইংগার বল ডেলিভারীর সময়ে ডান পা থাকবে বোলিং ক্রীজের সমান্তরাল ভাবে। বুক মিড অন মুখো, আর বাঁ হাতটা উঠে যাবে সোজা ওপরে। আউট সুইংএর বেলায় হাত একটু কম উঁচুতে রেখে বল ছোড়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় বল উঁচু থেকে ছাড়াই ভালো। তাতে বল একটু দেরিতে ঘুরবে, ফলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান বেকায়দায় পড়ে যাবে। তোমরা যারা ছোট্ট ফাস্ট বোলার অথচ আউট সুইংগার বল করতে চাও, তারা উঁচু থেকে বল ছাড়ার চেষ্টা করো। বল ডেলিভারীর মুহূর্তে লেগ ব্রেক বোলিংএর মতো ছোট্ট করে বাঁদিকে একটা মোচড় দিয়ে দিও। একটা কথা মনে রেখো, বল কখনও এক জায়গা থেকে দেবে না। রিটার্ন ক্রীজের মধ্যে একটু এদিক-ওদিক করে বল করাই ভালো। এতে সুবিধেও অনেক। তবে স্টাম্পের গা ঘেঁষে বল করলে সুইং করানো সোজা হবে। আউট সুইংগার বল করার মাঠে কাকে কোথায় দাঁড়

আউট সুইংগার গ্রিপ

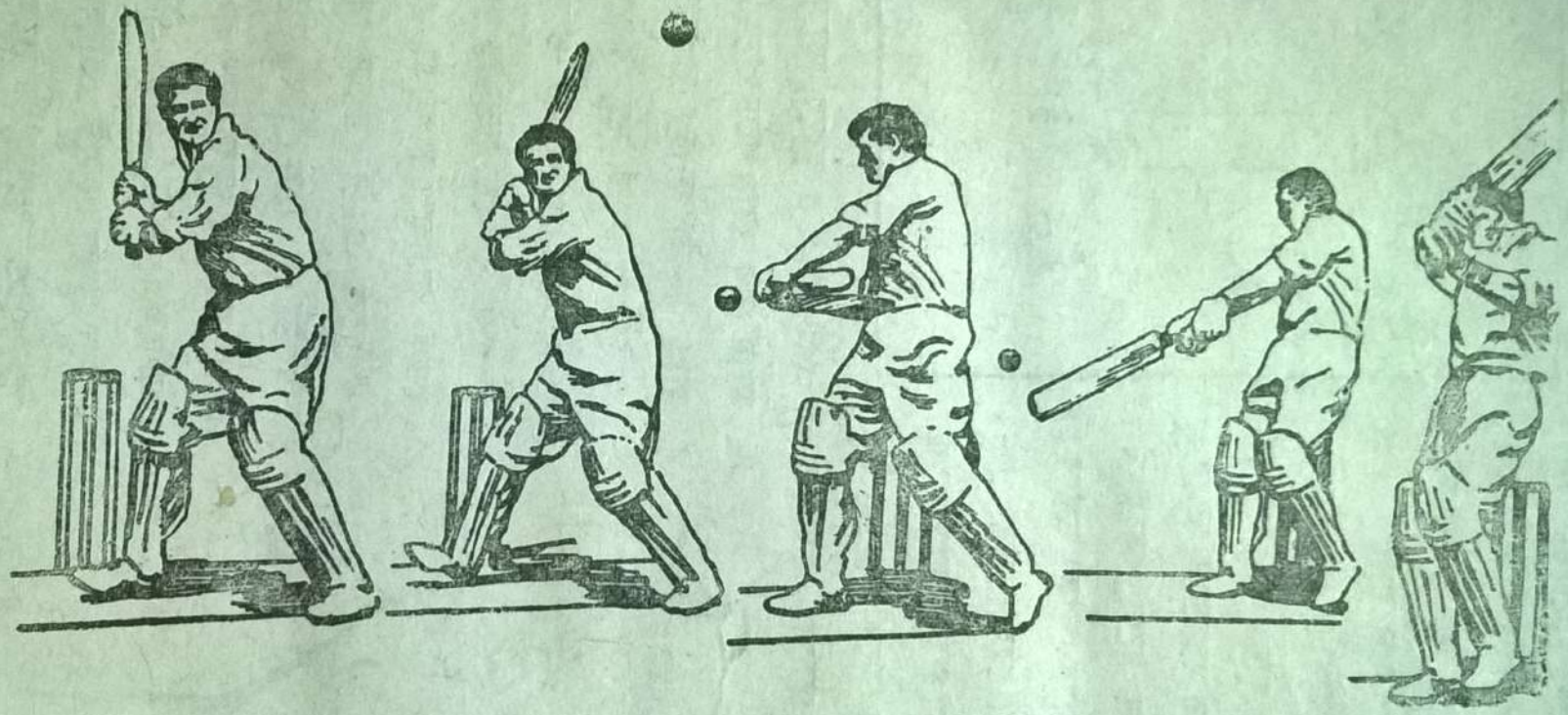

স্কোয়ার কাট করার কায়দা।

করাবে ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে। দরকার হলে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিল্ডিং এদিক-ওদিক করে নিতে পারো।

আমার ছোট্ট ফাস্ট বোলার বন্ধুদের বলি যে তোমরা চেষ্টা করো যাতে দু'রকম সুইংগার বলই দিতে পারো। তাহলে দেখবে ব্যাট্স্‌ম্যানদের কতো সহজে ঠকাতে পারছো।

স্পিন বোলার হবার সহজ উপায়

বুবলার ধারণা, ও নাকি খুব ভালো স্পিন বল করতে পারে। ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো কখনো বাঁদিকে আবার কখনো ডান দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু চনা-মনা ওদের দাদার বল করা দেখে হাসে। হাসবে না-ই বা কেন? ওদের বাড়ির মধ্যে, যেখানে ওদের দিদির বিয়েতে ম্যারাপ বেঁধে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, সেখানে ছোট ছোট পাথরকুচি ছড়ানো। নীটু বেছে বেছে সেইখানেই ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায়। বুবলা হাত ঘুরিয়ে আলতো করে বলটা ছুড়ে দেয়। পাথরকুচিতে লেগে বলটা ডান কিংবা বাঁ দিকে বেঁকে যায় আচমকাই। তাই দেখে চনা-মনা হেসে গড়িয়ে পড়ে। নীটু কিন্তু ভাবে, তার দাদা বুঝি দারুণ বল করে। এক সঙ্গে অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক—সোজা কথা!

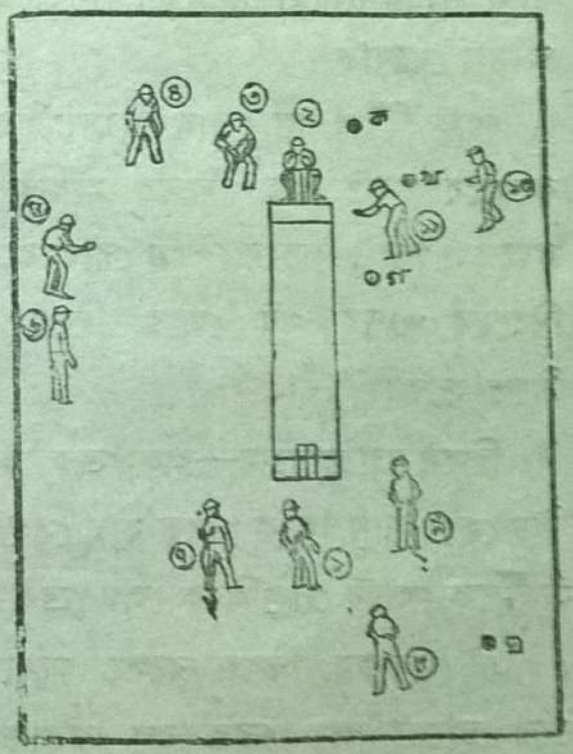

ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই অত সোজা নয়। স্পিন বল করতে গেলে বল স্পিন করানোর কায়দা-কানুন শিখে নিয়ে দিনের পর দিন অনুশীলন করতে হবে। কারণ একটু এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল। স্লো বল তো! ব্যাটসম্যান মেরে খেলে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি রান করতে পারবে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো স্পিন বলের সামনে ব্যাটসম্যানরা বারবার বেকায়দায় পড়ে। তার ওপর লেংথ ডাইরেকশন যদি ঠিক হয় আর বলগুলো যদি একটু বেশী করে ঘোরে, তাহলে আর দেখতে হবে না! নাদকার্নীর কথা মনে আছে তো? তাঁর লেংথ ডাইরেকশন এতো ভালো ছিল যে, তিনি ওভারের পর ওভার বল করে গেলেও ব্যাটসম্যানরা পারতেন না একটিও রান করতে। আবার ভেঙ্কটরাঘবন বেদী, প্রসন্ন বা চন্দ্রশেখরের স্পিন বোলিং-এর সামনে পৃথিবীর বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরা কি রকম অসহায়ের মতো আউট হয়ে যান তা তো আমরা দেখেছি।

তাই স্পিন বল করার কায়দা শিখে নিয়ে দিনের পর দিন অনুশীলন করে যে কেউ অল্প দিনের মধ্যেই ভালো বোলার হিসেবে নাম করতে পারে। তবে স্পিন বোলারদের লেংথ ডাইরেকশন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর খুব জোর দিতে হবে এবং নিখুঁত করে শিখে নিতে হবে।

স্পিন বল দু রকম—অফ ব্রেক আর লেগ ব্রেক। যে বলগুলো পিচ খেয়ে ডান দিকে বেঁকে যায় সেগুলিকে অফ ব্রেক আর যেগুলি বাঁ দিকে ঘোরে সেগুলিকে লেগ ব্রেক বল বলে।

এই দুরকম স্পিন বলের মধ্যে অফ ব্রেকটাই কিছুটা সহজ। তবে ভালো অফ ব্রেক বল করতে হলে কিন্তু একটানা অনুশীলন করতেই হবে।

কি ভাবে অফ ব্রেক বল ধরতে হয় ৬৩ পৃষ্ঠার ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে বলটাকে এমনভাবে ধরতে হবে যাতে কড়ে আঙ্গুলের আগের আঙ্গুলটা ঠিক ছবির মতো অবস্থায়

থাকে। বুড়ো আঙ্গুলটা আলগোছে বলটা ছুঁয়ে থাকবে। তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে কিছুটা ফাঁক রাখতে হবে।

অফ বা লেগ ব্রেক বল করতে বেশী ছোটার দরকার নেই। দু-এক পা গিয়ে বলটা ডেলিভারী করতে হবে। ডান হাতটা যতটা সম্ভব উঁচু করে বলটা ছুড়তে হবে। বলটা হাত থেকে ছাড়া পাবার আগের মুহূর্তে বলসুদ্ধ হাতের কব্জি ডান দিকে মোচড় দিতে হবে। মোচড় দিলেই তর্জনী বলের সেলাইটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেবে। মাঝের আঙ্গুলের জোরও নীচের দিকে হবে। মনে রাখতে হবে, অফ ব্রেক বলে তর্জনীর কাজটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, অফ কিংবা লেগ ব্রেক বল করার সময় বোলার যদি ডেলিভারীর মুহূর্তে বাঁ পা-টা পপিং বা বোলিং ক্রীজের সমান্তরালভাবে রাখেন, তাহলে বল আরো খানিকটা বেশী স্পিন নেবে। এ পদ্ধতিটি অধিকাংশ বোলাররা মানেন না ঠিকই, কিন্তু উঠতি খেলোয়াড়রা চেষ্টা করলে, মনে হয়, এই পদ্ধতি থেকে কিছুটা বাড়তি সুযোগ বা সুবিধে পেতে পারেন। অফ ব্রেক বল করার সময় মাঠে কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হবে ৬১ পাতার ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

যে বলগুলি উইকেটে পিচ খেয়ে বাঁ দিকে অর্থাৎ অফের দিকে ঘুরে যায়, সেগুলিকে লেগ ব্রেক বল বলা হয়। ব্যাটস্‌ম্যানের পায়ের কাছে পড়ে ঘোরে বলে এই বলগুলি ঠিকভাবে মারা ব্যাটস্‌ম্যানের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর। তার ওপর বোলাররা বলের গতি অর্থাৎ ফ্লাইট

(অফ ব্রেকের বেলাতেও) বদল করে, অর্থাৎ কোনটা উঁচু করে, কোনটা নীচু করে আবার কোনটা আলতোভাবে ছুড়ে ব্যাটসম্যানদের ধোকা দেন। স্পিন বোলিং-এর সময় ফ্লাইট বদল করা বোলারদের একটি প্রধান অস্ত্র।

লেগ ব্রেক বোলারদের পক্ষে যা অসুবিধে তা হল, বলের লেংথ আর ডাইরেকশন যদি ঠিক না হয়, তাহলে আর দেখতে হবে না— ব্যাটসম্যানরা সহজেই সেই বলটি মেরে বাউণ্ডারীতে পাঠাতে পারবেন। তাই বলের নিশানা আর লেংথের দিকে সব সময় নজর রাখতে হবে। দিনের পর দিন অনুশীলন করে হাতের টিপ এমন করে নিতে হবে যাতে যেখানে ইচ্ছে সেইখানেই বোলার বলটা ফেলতে পারেন। আমাদের বিষেণ সিং বেদীর হাতের নিশানা আর বলের লেংথ যেমন দারুণ, তেমনি বলের গতি অর্থাৎ ফ্লাইট বদলেও তিনি নিপুণ। অথচ মন দিয়ে দিনের পর দিন অনুশীলন করলে যে কেউই বেদীর মতো দক্ষ লেগ ব্রেক বোলার হতে পারবেন।

লেগ স্পিনার হতে হলে সবার আগে আমাদের জানতে হবে কিভাবে বলটা ধরতে হয়। ছবিতে লেগ ব্রেক বল ধরার কায়দা দেখানো হয়েছে। হাতের সব কটা আঙুল দিয়েই বলটা ধরতে হবে। বলের সেলাইটা কিভাবে থাকবে ছবিতে দেখে নিয়ে তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে বলটা ঠিকভাবে ধরতে হবে। আর বলটা ছোড়ার মুহূর্তে অনামিকা দিয়ে বলটা ঘুরিয়ে দিতে হবে আর সেই সঙ্গে দিতে হবে কব্জির মোচড়।

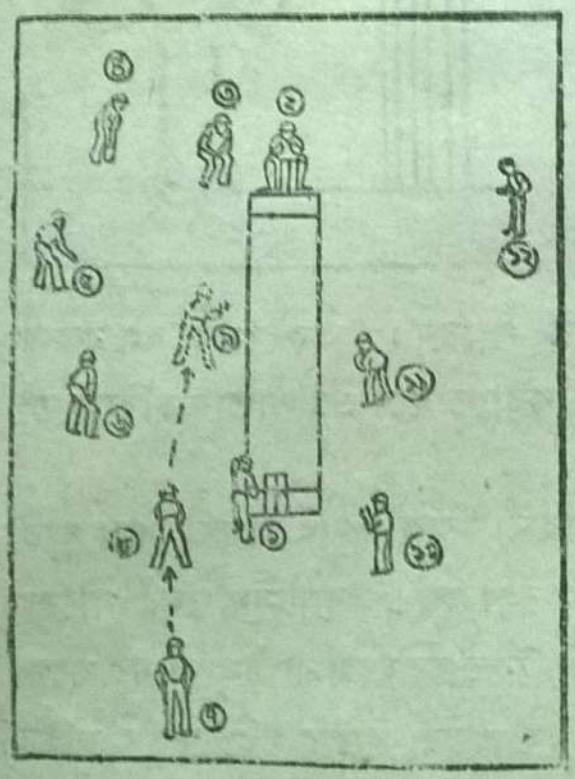

রবি সাহানী ও কিংবদন্তী মোহে

ইসরাত খান

চারুচন্দ্রের ছবি

শ্রীকান্ত ও বেং সরকার

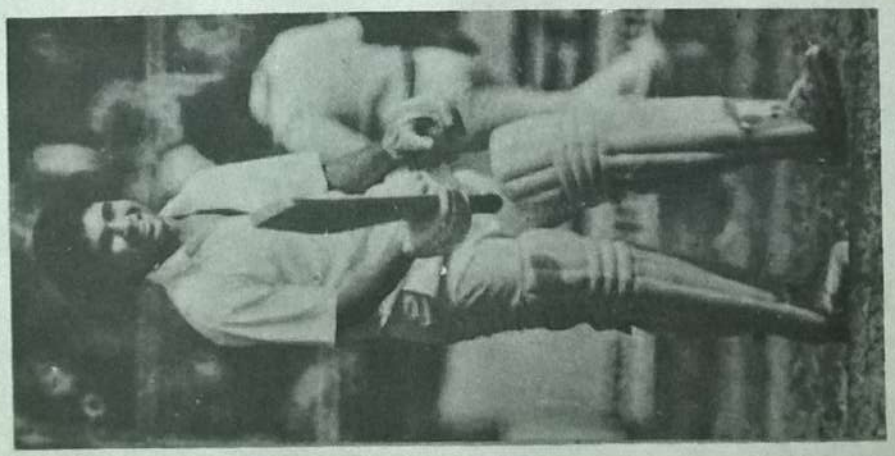

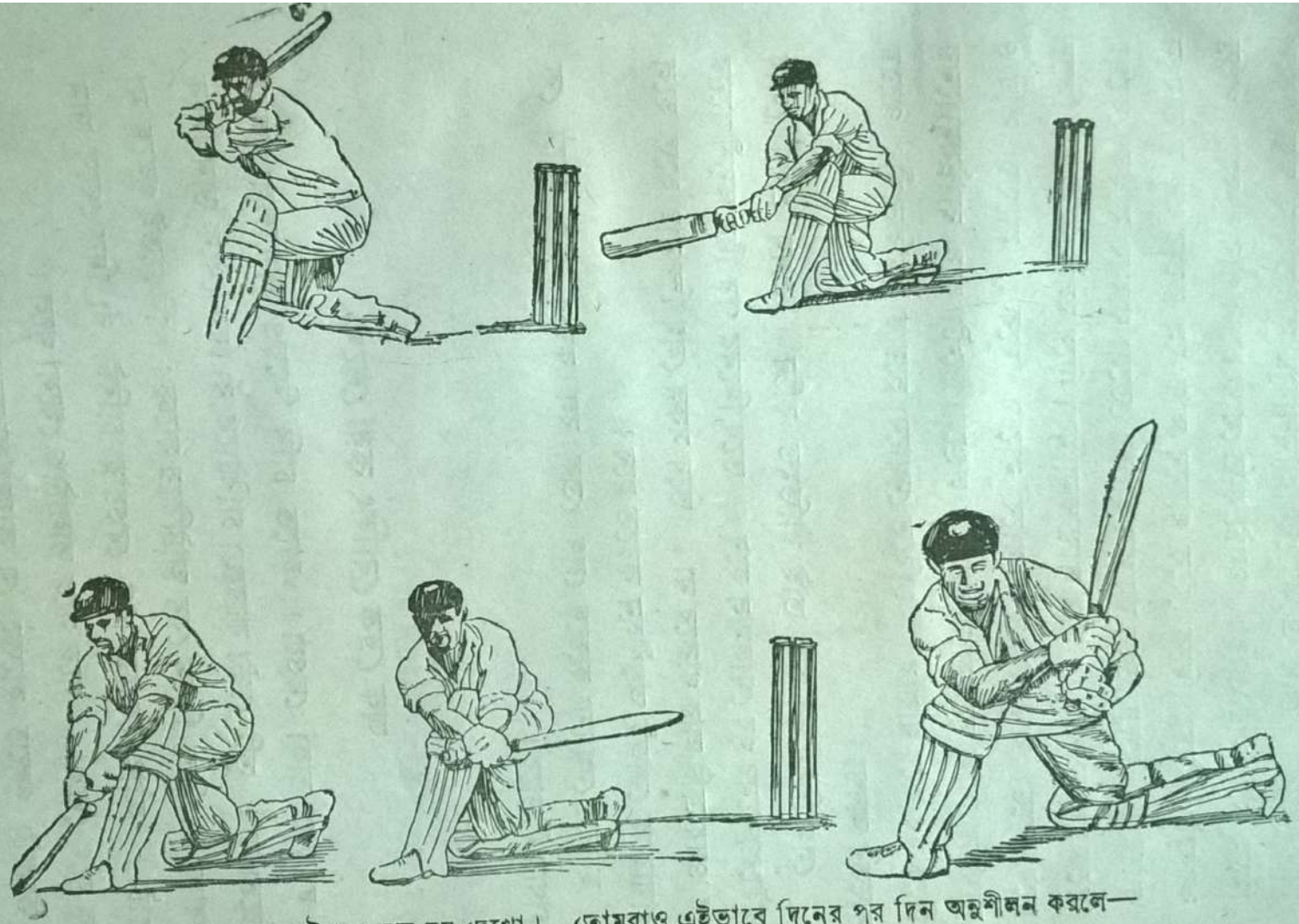

কি করে স্যুইপ করতে হয় দেখো। তোমরাও এইভাবে দিনের পর দিন অনুশীলন করলে—
স্যুইপ করে অনেক রান তুলতে পারবে

লেগ ব্রেক যতটা সম্ভব উঁচু থেকে ছোড়াই ভালো। তাহলে ফ্লাইট বদলাতে যেমন সুবিধে হবে, তেমনি মাটিতে পিচে বলটা ঘুরবেও অনেকখানি। লেগ ব্রেকের বেলায় নিশানাটি করতে হবে অফ কিংবা মিডল স্টাম্পের ওপর। বলটা হাত থেকে ছাড়া পাবার আগে পর্যন্ত কবজিটা নীচের দিকে বেঁকে থাকবে আর বল করার জন্য হাত যখন ওপরে উঠে যাবে, তখন বল ধরা হাতের তেলো থাকবে ফাইন লেগের দিকে মুখ করে। ছোড়ার সময় অনামিকা দিয়ে বলটাকে মোচড় দিতে হবে, বুড়ো আঙুলটা চলে যাবে নীচের দিকে। হাতের কব্জিও সামনের দিকে ঘুরে যাবে আর আঙুলগুলো উল্টো হয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে মুখ করে থাকবে। ছবিতে দেখানো হয়েছে ডেলিভারীর পরের মুহূর্তের অবস্থা।

লেগ স্পিন বল করা তাই রীতিমত কঠিন। প্রথম প্রথম লেংথ ডাইরেকশনের খুব গোলমাল হবে। তবে দিনের পর দিন অনুশীলনের পর ওসব ত্রুটি আর থাকবে না। তবে সফল লেগ স্পিনার হতে হলে বোলারকে রোজই অনুশীলন করতে হবে।

ছবিতে দেখানো হয়েছে লেগ ব্রেক বল করার সময় মাঠে কে কোথায় দাঁড়াবে।

অফ ব্রেক বোলিং করা শেখো

দরজায় তালা দেওয়া। হাতে চাবি নিয়েও তুমি তালা খুলতে পারছো না। তুমি চেষ্টা করেছো চাবিটাকে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘোরাতে। কিন্তু কিসে যেন আটকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই খুলছে না তালাটা। হঠাৎ জোরে চাপ দেওয়ায় চাবিটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ঘুরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তালাটাও গেলো খুলে।

তালাটা খুলতে হাতের যে কায়দা করতে হয়েছে, অফ ব্রেক বল করতে হলে ঐ একই কায়দায় হাত ঘোরাতে হবে। তালা খোলার

মতনই হাত থেকে বলটা ছাড়বার সময়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে হাতের কবজিটা ঘোরাতে হয়। এইভাবে কবজিটা ঠিক ঠিক ঘোরাতে পারলেই অফ ব্রেক বল করার কায়দা শেখা হয়ে যাবে। এখন শুধু জানতে হবে বলটা ধরবে কিভাবে।

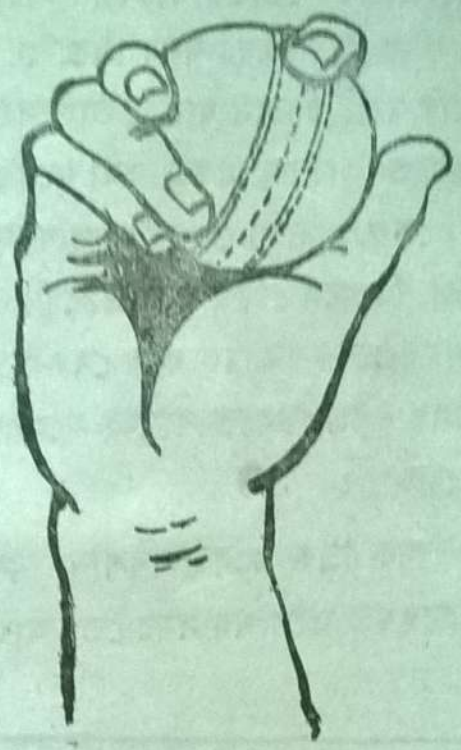

অফ ব্রেক বল ধরার কায়দা

প্রথমে ক্রিকেট বলটাকে ভালোভাবে দেখে নাও। সেলাই গুলো লক্ষ্য করো। এইবার ছবিতে দেখো, বলটাকে কিভাবে ধরা হয়েছে। কোন্ আঙ্গুলটা কোন্ জায়গায় আছে দেখে নাও। এখন ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বলটাকে ধরো। তর্জনী আর মধ্যমার মধ্যে বলটাকে এমনভাবে ধরো যাতে বলটা কোড়ে আঙ্গুলের আগের আঙ্গুলের গায় ভর দিয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখবে যাতে তর্জনীর আর মধ্যমার মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে। বুড়ো আঙ্গুলটা শুধু বলের গা ছুঁয়ে থাকবে। বল ধরার এই কায়দাকে ইংরাজীতে গ্রিপ বলে। এইবার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো তোমার গ্রিপ ঠিক হয়েছে কিনা!

বল ধরার কায়দা শেখা হয়ে গেলো। এবার জানতে হবে কিভাবে বল ডেলিভারী করতে হয়। নিশ্চয়ই জানো যে স্লো বোলাররাই স্পিন অর্থাৎ ব্রেক বল দেয়। তাই বেশী দৌড়ুবার দরকার নেই। দু'চার স্টেপই যথেষ্ট। তবে হাত থেকে বল ছাড়ার মুহূর্তে ডান হাত কিংবা ন্যাটা হলে বাঁ হাত, অর্থাৎ যে হাতে বল ধরা আছে, অনেকখানি উঁচুতে তুলতে হবে। আর বাঁ দিক থেকে ডান দিকে হাতের কবজি ঘুরোতে হবে। কবজি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই তর্জনী বলের

সেলাইটাকে নীচের দিকে ঠেলে দেবে। ফলে বল হাত থেকে ছাড়া পাবার পর দেখতে পাবে যে হাতের তালু উপরমুখো হয়ে গেছে।

শুকনো অথচ নরম পিচে দেখবে যে বল মাটিতে পড়ে খুব ঘুরছে। যদি মাঠে বাতাস থাকে, তাহলে চেষ্টা করবে বাতাসের বিরুদ্ধে বোলিং করতে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, বল যত খুশি ঘোরাতে পারো না কেন, যদি না তোমার লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক থাকে, তাহলে তোমার বলে বেদম রান উঠবে। তাই সবার আগে দরকার লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক করে নেওয়া। নিজের ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি বলের পিচ ফেলতে পারাই হলো স্পিন বোলারদের সব থেকে বেশী প্রয়োজন।

অফ ব্রেক বলের নিশানা করতে হয় অফ স্টাম্পের একটুখানি বাইরে। তবে সব সময় তো আর এক জায়গায় পিচ ফেললে চলে না। তাই কোনবার অফ স্টাম্পে আর কোনবার অল্প স্পিন দিয়ে মিড্‌ল স্টাম্পের নিশানা করা চলে। তবে লেগ স্টাম্পের বাইরে কখনও নিশানা করবে না। এমনভাবে বল করবে যাতে সব বলেই ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে খেলতে হয়।

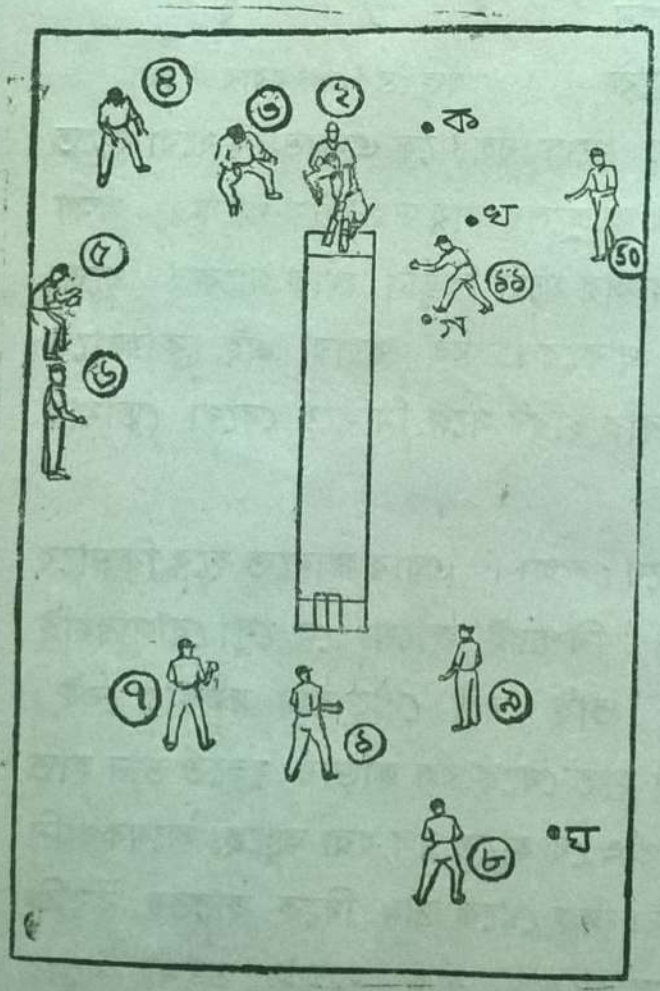

ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে বোকা বানাবার জন্যে মাঝে মাঝে বলে ফ্লাইট আর পেস বদলাতে হয়। ফ্লাইট চেঞ্জ করার সব

থেকে সহজ উপায় হলো, বোলিং ক্রীজের একটু পেছন থেকে বল দেওয়া। এতে অন্যান্যবারের তুলনায় বলটা ব্যাট্‌স্‌ম্যানের বেশ খানিকটা দূরে পড়বে। অথচ পিচ পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাট্‌স্‌ম্যান এ বিষয়ে কিছু বুঝতেও পারবে না। আবার ক্রীজের পেছন থেকে না দিয়ে ঠিক জায়গা থেকে কোন বলটা একটু কম উঁচু কিংবা অন্যবারের তুলনায় একটু বেশী উঁচু থেকে ছাড়তে হয়। এতে সুবিধে হলো যে বলটা অনেক ওপর দিয়ে আসছে সেটা ব্যাট্‌স্‌ম্যানের কাছে দেরিতে আসবে, আর যে বলটা নীচু দিয়ে আসছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে। ফলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান বল বুঝতে না পেরে খুব সোজা ক্যাচ তুলে দেয়। দু'একটা বল জোরেও দিতে পারো। ব্যাট্‌স্‌ম্যান আস্তে দেওয়া বলে খেলতে খেলতে হঠাৎ দেওয়া জোর বলে বোকা বনে যাবে। বলের আস্তে আর জোরে দেওয়াকে পেস-পরিবর্তন বলে।

অফ ব্রেক বোলিংএ মাঠে কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হয়, তার মোটামুটি একটা নমুনার ছবি দেওয়া হলো। অবশ্য এর হেরফেরও হতে পারে।

লেগ ব্রেক বল করা কঠিন নয়

অনেকদিন আগে ইডেন গার্ডেনের প্যাভেলিয়নে বসে ভিনু মানকাদ বলেছিলেন, "দেখো, ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে খুব সহজে ঘায়েল করা যায় লেগ ব্রেক বল দিয়ে। বলের ফ্লাইট চেঞ্জ করে এতো সহজে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আর কিছুতেই বোকা বানানো যায় না।" দশ বছর আগে ইংলণ্ডের ঝানু ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের ঠিক এইভাবেই বদ্ধু বানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের লেগ ব্রেক বোলার চান্দু বোরদে আর সেলিম দুরানী।

কিন্তু লেগ ব্রেক বল করা খুব সহজ নয়। দিনের পর দিন একভাবে অভ্যেস করতে হয়। কারণ লেগ ব্রেক বল যেমন মারাত্মক তেমনি খামখেয়ালী। বল করার সময় একটু এদিক-ওদিক হলেই

ব্যাট্‌স্‌ম্যান বল মেরে ছাতু করে দেবে। তাই লেগ ব্রেক বল করতে হলে লেংথ, ডিরেকশন, ফ্লাইট, স্পিন সব জিনিস-গুলোর ওপরই খুব কড়া নজর রাখতে হবে। আর এই নজর রাখার জন্যে শুধু দরকার অভ্যাসের। শুধু-মাত্র অভ্যাসই একজন ভাল লেগ স্পিন বোলার তৈরি করে দিতে পারে।

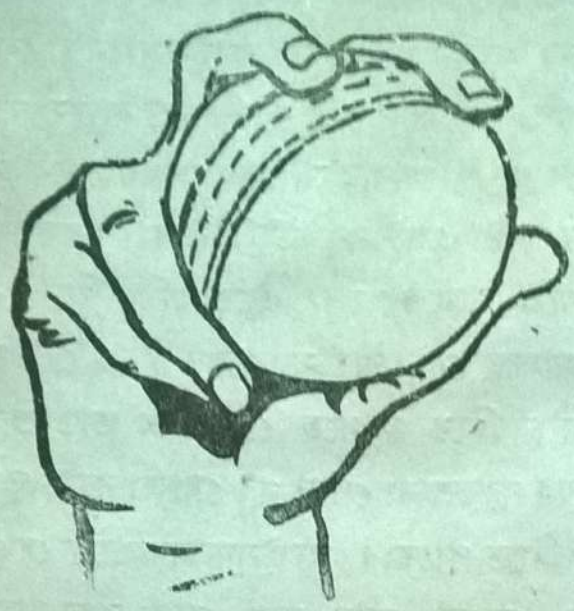

লেগ ব্রেক বলের গ্রিপ

ছবিতে দেখো লেগ ব্রেক বল করার সময় কি-ভাবে আঙুল দিয়ে বল ধরতে হয়। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বলের সেলাইএর ওপর আঙুল দিয়ে বলটা ঠিকভাবে ধরো। এবার হাতের তালু একটু উপরমুখো করো

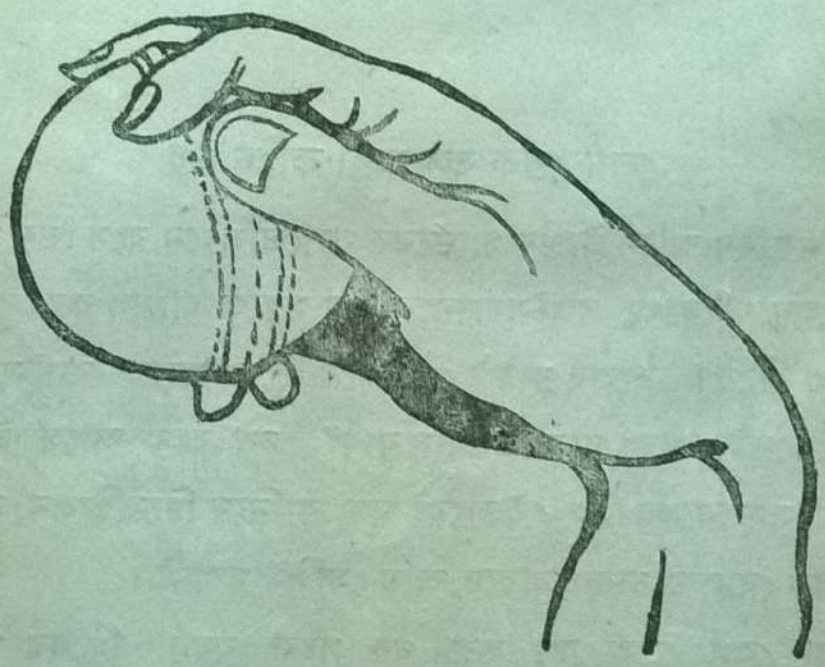

লেগ ব্রেকের গ্রিপ অন্য দিক থেকে

আর বল ধরা হাতের কবজি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ঘোরাও।

সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে বলটাকে ঘোরাও। বার বার এইভাবে ঘোরাতে শুরু করো। লেগ ব্রেক বল করতে গেলে কবজি আর আঙুলের কি কাজ আর কেমনভাবেই বা ঘোরাতে হয় বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই।

ছবিতে বল করার আগে হাতের অবস্থা কেমন থাকে লক্ষ্য করো। বল করার সময় ডান হাতটা একটু বেশী উঁচুতে তোলাই

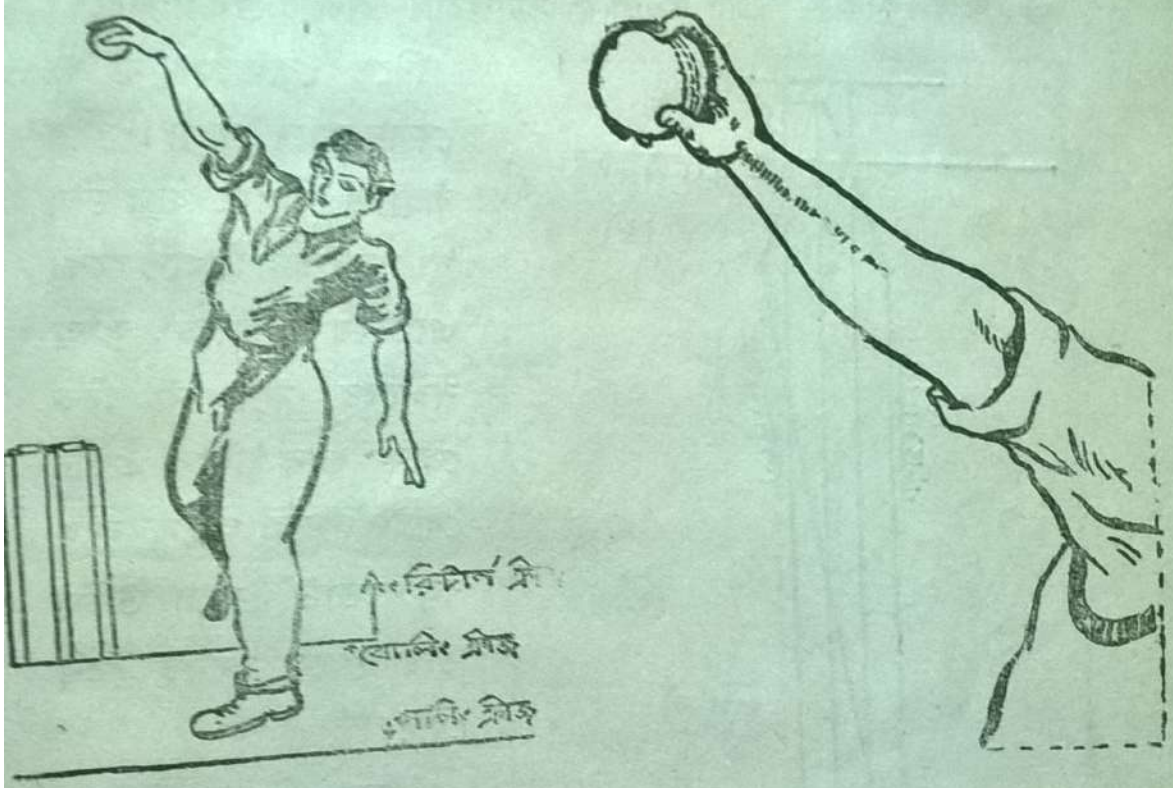

লেগ স্পিনারের বল করার মুহূর্তে

লেগে বল ছোড়ার আগের অবস্থা

ভালো, অর্থাৎ বল ডেলিভারী করার সময় হাতটা কাঁধের বেশ অনেকখানি ওপরে থাকবে। তবে অনেকে হাত অনেক নীচু রেখেও স্পিন করাতে পারেন। একটা কথা খেয়াল রেখো, মাঠে যদি বাতাস থাকে তাহলে সব সময়ই বাতাসের বিরুদ্ধে বল করবে। বাতাসের বিরুদ্ধে লেগ স্পিন খুব ভালো হয়।

ছবিতে লক্ষ্য করো বল ডেলিভারী করার আগের মুহূর্তে বোলারের কি অবস্থা হয়। হাতের কবজি নীচের দিকে বেঁকে এসেছে।

আঙুল ঘুরছে। হাতের তেলোটা ফাইন লেগের দিকে। অনামিকা ওপরের দিকে মোচড় দেবে, বুড়ো আঙুল নেমে আসছে নীচের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কবজিও ঘুরিয়ে দিতে হবে। চোখ উইকেটের দিকে।

একটা নতুন কথা বলি, যদিও এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। তুমি যদি ডানহাতি বোলার হও তাহলে বাঁ পাটা যতোটা সম্ভব পপিং ক্রীজের কিংবা বোলিং ক্রীজের সমান্তরাল রাখতে চেষ্টা করবে।

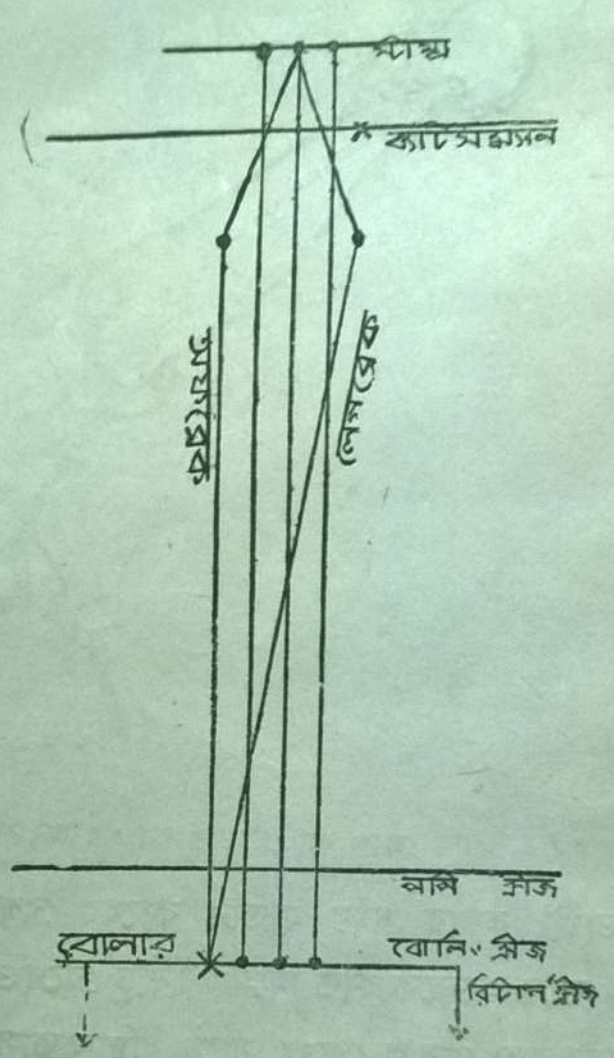

কোন্ স্পিন বল কি রকম দেখো

ছবিতে বোলারের বাঁ পা কেমন আছে দেখো। আর বাঁহাতি বোলার হলে ডান পা সমান্তরাল রাখতে হবে। এতে হয় কি জানো, সমস্ত শরীরের মধ্যে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে একটা ঘোরার ভাব আসে, ফলে বল যতোটা ঘোরা উচিত তার থেকে অনেক বেশী ঘোরে।

লেগ স্পিন দেওয়ার পক্ষে সব থেকে ভালো পিচ হলো ধুলো-জমা আর ফেটে যাওয়া পিচ। তাই বলে একই জায়গায় বার বার বল পিচ ফেললে তো চলবে না! সেইজন্যে ব্যাট্স্ম্যানকে বোকা বানাতে বলের ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হবে। একবার বলটা খুব ওপর দিয়ে ছাড়লে, একবার পাশ থেকে। যাই হোক ফ্লাইট নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর দরকার

নেই। আগে স্পিন, ডিরেকশন আর লেংথ ঠিক করে নাও। তারপর ইচ্ছেমতো বল একবার লেগ স্টাম্পে, একবার মিড্‌ল স্টাম্পে কিংবা অফ স্টাম্পে ফেলো। খবরদার—অফ স্টাম্পের বাইরে লেগ ব্রেক বল দেবে না। তাহলে বুদ্ধিমান্ ব্যাট্‌স্‌ম্যান সে বল ছেড়ে দেবে। বল করার সময় তোমায় লক্ষ্য রাখতে হবে যে তোমার প্রত্যেকটা বলই যেন ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে খেলতে হয়। একটা বলও যেন ব্যাট্‌স্‌ম্যান ছেড়ে দিতে না পারে।

ব্যাট্‌স্‌ম্যান বল মারলেই রান হবার সম্ভাবনা। আর সেই রান বন্ধ করার জন্যে আছে ফিল্ডার। লেগ ব্রেক বল করার সময় এগারো জন ফিল্ডার মাঠের মধ্যে কে কোথায় দাঁড়ায় পাশের ছবিটি দেখে ঠিক করে নাও। অবশ্য ব্যাট্‌স্‌ম্যান বুঝে ক্যাপ্টেন কিংবা বোলার এর রদ-বদলও করতে পারে।

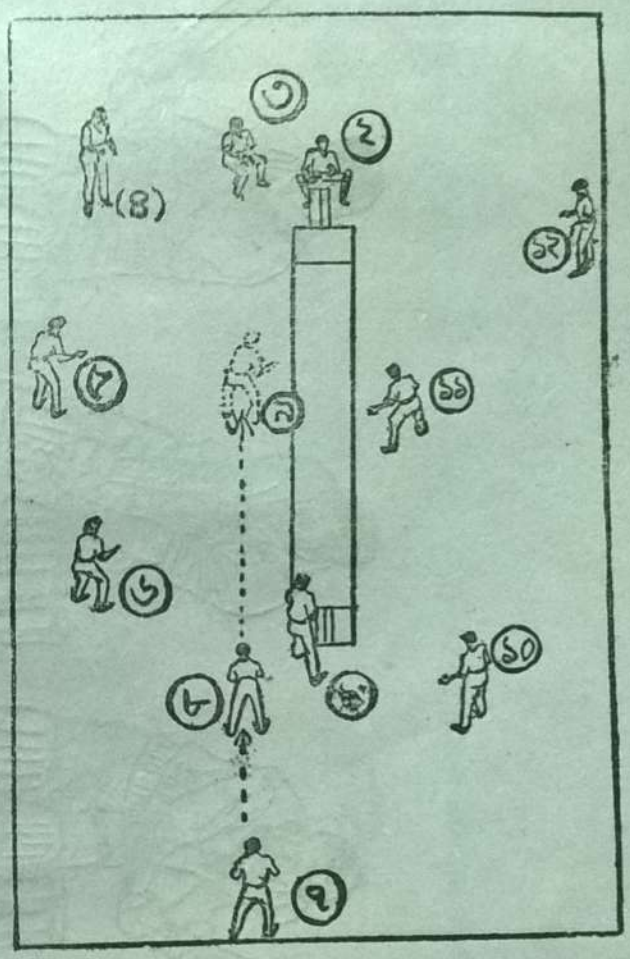

লেগ ব্রেক বোলিংয়ের সময় কে কোথায় দাঁড়াবে
১। বোলার, ২। উইকেট, ৩। স্লিপ, ৪। শর্ট থার্ডম্যান, ৫। কভার পয়েন্ট, ৬। একস্ট্রা কভার, ৭। লং অফ, ৮। মিড অফ ৯। সিলি মিড অন. ১০। মিডন অন, ১১। শর্ট মিড উইকেট, ১২। স্কোয়ার লেগ।

লেগ ব্রেক বল ধরা শিখলে, কি করে ডেলিভারী করতে হয়, এমন কি কাকে কোথায় দাঁড় করাতে হয় তাও শিখলে। এবার শুরু করো প্র্যাকটিস। দিনের পর দিন মনপ্রাণ এক করে প্র্যাকটিস করো, দেখবে তুমি একদিন নামকরা লেগ ব্রেক বোলার হয়েছো। গুপ্তে, বোরদে কিংবা দুরানীর মতো নাম তোমারও তো হতে পারে!

লেগ গ্লান্স করার কায়দা

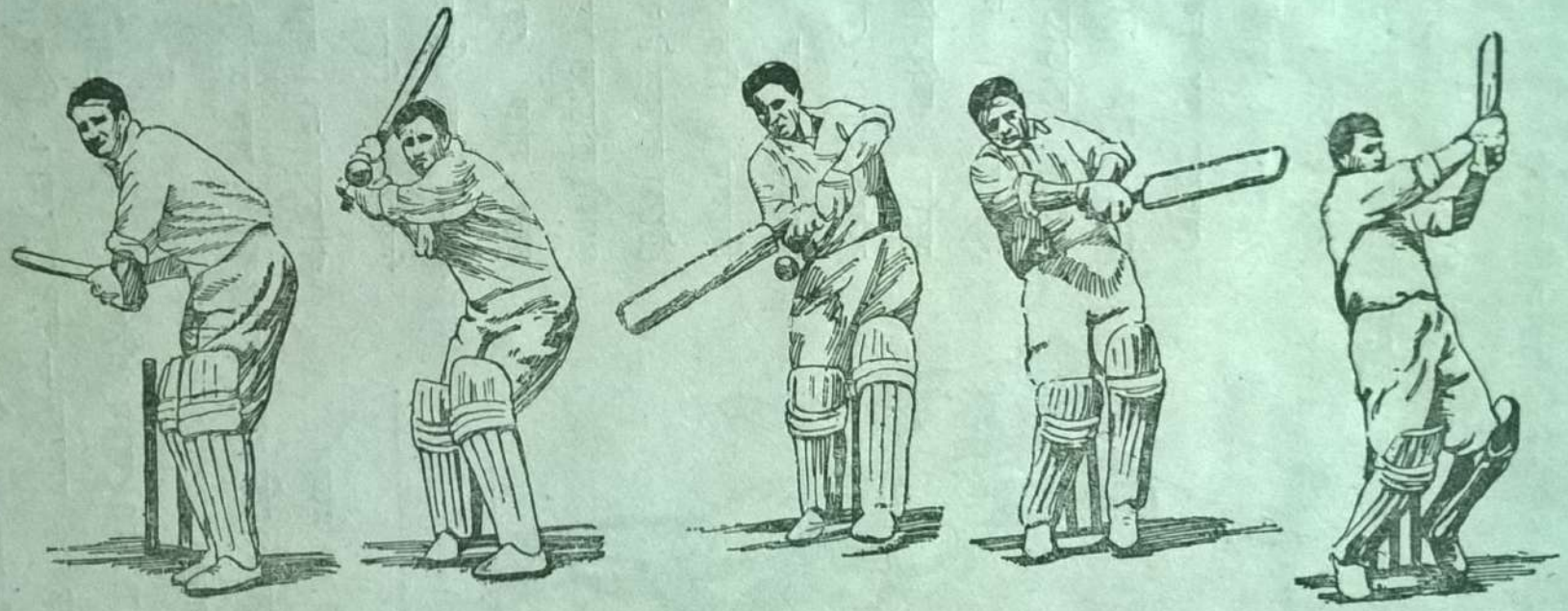

কি ভাবে বল পুল করতে হয় দেখো। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে তোমরাও ব্যাট চালাও

গুগলী বল কঠিন নয়

একটা ভারী মজার গল্প মনে পড়েছে। না, গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। ঘটেছে কোলকাতার ইডেন উদ্যানে। ইংলণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে এসেছে। ভারতের হাতে ইংলণ্ডের 'হার' অনিবার্য। খেলতে শুধু চকচকে টেকো-মাথা লক সাহেব বাকী। লককে তাড়াতাড়ি আউট করতে হবে। লকের টাকটা সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে খুব। বোরদের হাতে বল। বোরদে একটু ভেবে নিলেন। ঠিক আছে, এবার টেকো লকের টাক লক্ষ্য করে গুগলী ছাড়তে হবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে বোরদে একটা গুগলী বল দিলেন। লকও স্পিনার। কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না। লক আউট হয়ে গেলেন। বোরদের গুগলী বলে ইংলণ্ডের টনি লক আউট হয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে।

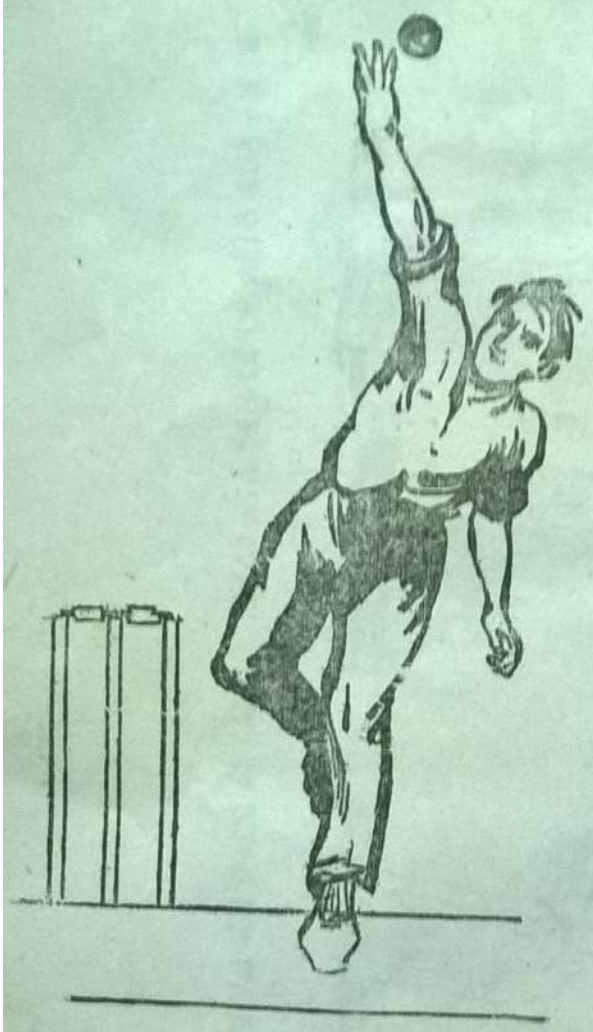

বোলার গুগলী বল দিচ্ছেন

গুগলী বল করা কিন্তু তেমন কঠিন নয়। অথচ গুগলী বলের কথা বললে দেখবে বড়রাও বলছেন—ওরে বাব্‌বা! কিন্তু তোমরা যদি এখন থেকেই একটু করে প্র্যাকটিস কর, দেখবে খুব সহজেই তোমরা

গুগলী বল করতে পারছ। এস, কি করে গুগলী বল করতে হয় তোমাদের শিখিয়ে দিই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো যে ভালো বোলার হতে গেলে দিনরাত প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি একদিন কমলদাকে (কমল ভট্টাচার্য) জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি করে ভালো বোলিং করা যায়। কমলদা বললেন, প্র্যাকটিস। আমি বললাম, তারপর? কমলদা বললেন, আরো প্র্যাকটিস। এ শুধু কমলদার কথা নয়, নামকরা বোলাররা সকলেই একই কথা বলে থাকেন। ইংলণ্ডের টেস্ট ক্যাপ্টেন গাবী অ্যালেনও একটি উঠতি বোলারের প্রশ্নের জবাবে একই কথা বলেছিলেন।

গুগলী বল করা শেখার আগে একটা বিষয়ে আমি তোমাদের আগে থেকে সাবধান করে রাখতে চাই। হঠাৎ গুগলী বল করে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে বোকা বানানো যেমন খুব সহজ, তেমনি একটানা গুগলী করলে ব্যাট্‌স্‌ম্যান প্রথমে একটু অসুবিধায় পড়লেও, পরে এমন মার মারবে যে রানের বান ডাকবে। তাই খুব সাবধান! মাঝে মাঝে সময় বুঝে এক একটা গুগলী বল দিয়ে দাও, দেখবে তুমি, কিংবা তোমার দল, যা চাইছো তাই পেয়ে গেছ।

এখন আমাদের জানতে হবে—গুগলী বলটা কী? কেমন করে ধরতে হয়? গুগলী বলের গ্রীপ, অর্থাৎ গুগলী বল করার সময় বলটাকে লেগ ব্রেক বোলিং করার কায়দায় ধরতে হয়। বল ডেলিভারীও লেগ ব্রেক বোলিংএর মতো। তাই ব্যাট্‌স্‌ম্যান ভাববে, বোলার নিশ্চয়ই লেগ ব্রেক বল দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়! লেগ ব্রেক বলের মতো বল ধরলে, কিংবা লেগ ব্রেকের মতো বল ডেলিভারী করলেও, গুগলী বলটা হবে আসলে অফ ব্রেকের মতো; অর্থাৎ বলটা পড়ে অনের দিকে মানে লেগের দিকে বেঁকে যাবে। লেগ ব্রেকের মতো সব কিছু হলেও বলটা আসলে লেগ ব্রেকের একেবারেই উলটো। আর ঠিক সেই কারণেই ব্যাট্‌স্‌ম্যান বোকা বনে যায়।

ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে বোকা বানাতে হলে ছোটবেলা থেকেই গুগলী বল করা শিখতে হবে। স্পিন বোলারদের সব থেকে বড় অস্ত্র হলো এই গুগলী বল। সীমান্তে চীনা সৈন্যদের হটাতে আমাদের বীর জোয়ানরা যেমন রাইফেল চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে গ্রেনেড ছুঁড়ে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন, তেমনি ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে শত্রু, তাকে আউট করতে হলে মাঝে মাঝে ছুড়তে হবে গুগলী বলের গোলা। একটা কথা মনে রেখো, গুগলী বল করতে পারে শুধু ডান হাতি বোলাররা। ন্যাটা বোলাররা যখন এই ভঙ্গিতে

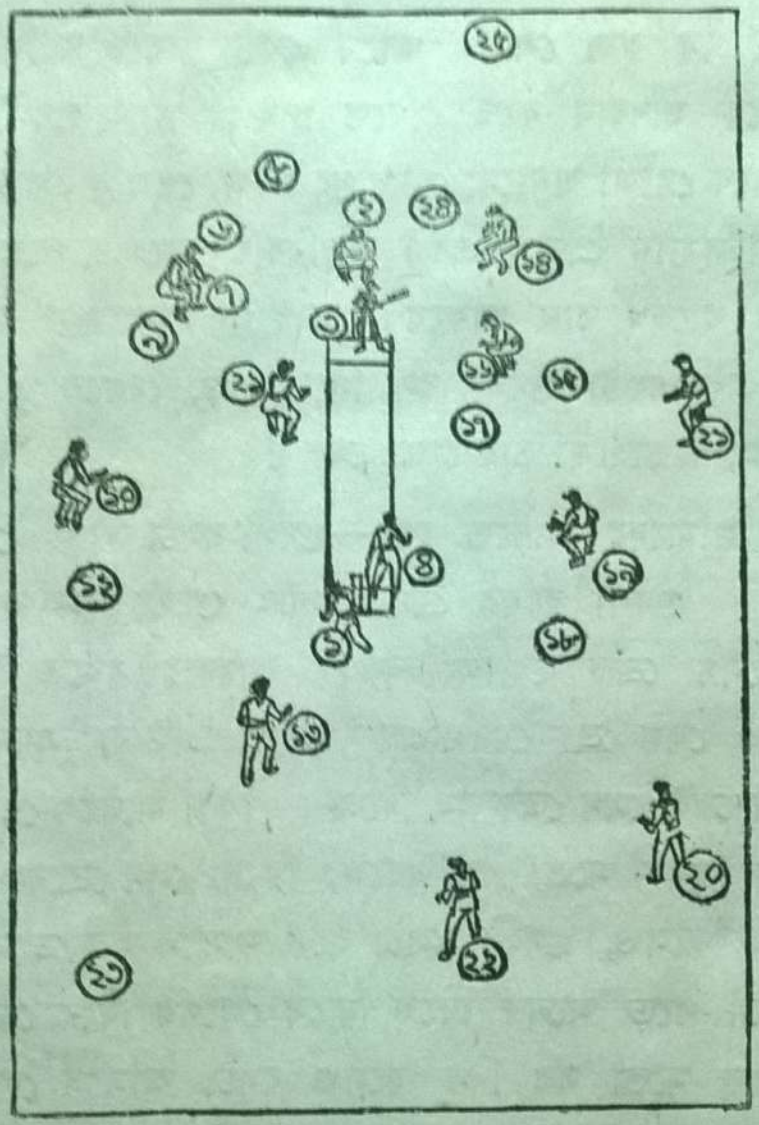

স্পিন বোলাররা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাকে কোথায়
দাঁড় করায় দেখো

বোলিং করে, তখন সেই বলকে বলা হয় 'চায়নাম্যান'। আমাদের দেশের সুভাষ গুপ্তে ও চাঁদু বোরদে খুব ভালো গুগলী বল করতে পারেন আর ভিন্নু মানকাদের মতো 'চায়নাম্যান' বল দিতে পৃথিবীর খুব কম বোলারই পারতেন।

আগেই বলেছি গুগলী বোলিংএর গ্রীপ এবং ডেলিভারীর কায়দা অনেকটা লেগ ব্রেকের মতো। বল হাতছাড়া হবার পূর্বমুহূর্তে এমন-ভাবে কবজিটা মোচড় দিতে হয় যাতে বলটা হাত ছাড়ার পর হাতের পিঠটা ব্যাট্‌স্‌ম্যান-মুখো হয়, আর তালুটা থাকে স্টাম্পের দিকে মুখ করে। দেখবে বাঁ কাঁধটা আপনি নীচু হয়ে গেছে। পা দুটো এক লাইনে রাখতে চেষ্টা করবে, তবে বাঁ পাটা রাখবে ব্যাট্‌স্‌ম্যানের দিকে মুখ করে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখবে যে সবার আগে বলের লেংথ আর ডিরেকশন ঠিক করতে হবে। না হলে গুগলী বল করতে পারবে না।